মদীনা বুক ১,২,৩
বাংলা নোট

প্রথম প্রকাশ

তারিখঃ ১০-০১-২০১৬ ইং

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

পার্থিব লাভ কিংবা আগ্রহ যেটাই হোকনা কেন মাতৃভাষার বাইরেও আমরা অনেক ভাষা শিখে থাকি। তবে এর মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয় যেহেতু আমরা এটা শিক্ষা করার লাভ সম্পর্কে অবগত নই অথবা তেমনভাবে চিন্তা করে দেখিনি। সেক্ষেত্রে আসুন আমরা প্রথমেই দেখি আরবী ভাষা শিখলে আমাদের কি ধরনের উপকার হতে পারে।

প্রথমটা অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবী ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবী ভাষার মর্যাদা বর্ননা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। তিনি বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বোঝ। [৩-৪৩]

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নাবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মুখ্য নয়। মুখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তার বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। [৪২-৭]

তাহলে প্রশ্ন আসে যে অনারবরা যাদের ভাষা আরবী নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। [৫৪: ১৭]

দ্বিতীয়ত, আরবী জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরুপ আমরা ক্বদরের নিম্নোক্ত আয়াততিনটি লক্ষ্য করি,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [١:٩٧] وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ [٢:٩٧] لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [٣:٩٧]

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি "লাইলাতিল ক্বাদরি" পরের আয়াতগুলোতে "লাইলাতুল কাদরি" । যারা আরবী জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে "লাইলাতিল" ও পরের দুটিতে "লাইলাতুল"। এমনিভাবে কুরানে আপনি দেখবেন কোথাও মু'মিনুন আবার কোথাও মু'মিনিন। সাধারনভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য কিন্তু আরবী জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।

তৃতীয়ত, কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রানবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবী না জানলে আপনাকে আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুন সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরন করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, কুরআনের অনেকগুলো অলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হল তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবী ভাষা বোঝা ব্যাতিত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। [২: ২৩]

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সুরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবী জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনওই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায় কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবী জানার বিকল্প নাই।

সূচিপত্র

বুক-১ 18

মূল বই শুরু করার পূর্বে 19

১। আরবী বর্ণ حَرْفٌ ২৯ টি 19

২। স্বরধ্বনি حَرَكَةٌ 21

৩। শব্দ বা পদ كَلِمَةٌ ৩ প্রকারঃ 21

৪।নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে اِسْمٌ দুই প্রকার 21

৫। اِسْمٌ এর শেষাক্ষরের হরকতের পরিবর্তন الإِعْرَابُ বা বিভক্তি 22

অধ্যায়-১,২ 25

১। هٰذَا এবং ذَلِكَ এর ব্যবহার 25

২। مَا এবং مَنْ এর ব্যবহার 26

৩। এটা কি একটি ?......এরুপ প্রশ্ন করতে 26

অধ্যায়-৩ 27

১। বাক্য جُمْلَةٌ 27

২। এক শব্দ বিশিষ্ট খবর الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ 28

৩। اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ (সুর্যাক্ষর) ও اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর) 29

অধ্যায়-৪ 30

১। জার মাজরুর খবর جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ 30

২। ضَمِيْرٌ সর্বনাম 33

৩। الإِسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক শব্দ 36

৪। الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া 37

৫। الْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর 38

অধ্যায়-৫ 39

১। مُضَافٌ অধিকৃত ও مُضَافٌ إِلَيْهِ অধিকারী 39

২। هَمْزَةُ الْوَصْلِ হামজাতুল ওয়াসলি 40

৩। حَرْفُ النِّدَاءِ এর ব্যবহার 41

৪। জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ 42

অধ্যায়-৬,৭ 45

১। الْمُذَكَّرُ এবং الْمُؤَنَّثُ 45

২। أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ইশারা বাচক বিশেষ্য 47

অধ্যায়-৮....................48

১। بَدَلٌ وَ مُبْدَلٌ বাদাল ও মুবদাল....................48

অধ্যায়-৯....................50

১। نَعْتٌ বিশেষণ 50

২। الاسْمُ الْمَوْصُولُ সম্মন্ধ কারক সর্বনাম....................52

অধ্যায়-১০....................54

১। নাম প্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ....................54

অধ্যায়-১১, ১২ 54

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি....................54

অধ্যায়-১৩....................55

১। الْمُفْرَدُ একবচন, الْمُثَنَّى দ্বিবচন, الْجَمْعُ বহুবচন....................55

২।كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ 59

অধ্যায়-১৪....................60

১। اىُّ (কোন) শব্দের ব্যাবহার 60

অধ্যায়-১৫,১৬,১৭ 60

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি....................60

অধ্যায়-১৮....................61

১। كَمْ [কত] শব্দের ব্যাবহার....................61

অধ্যায়-১৯....................62

১। العَدَدُ নম্বর 62

অধ্যায়-২০,২১ 64

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি.....64

অধ্যায়-২২.....64

১। اللَّوْنُ রঙ.....64

২। المَمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ দ্বিরূপী.....66

অধ্যায়-২৩.....67

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি.....67

বুক-২.....68

অধ্যায়-১.....69

১। إِنَّ এর ব্যবহার.....69

২। ذُوْ এর ব্যবহার.....71

৩। أَوْ এর ব্যবহার.....73

৪। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أ ব্যবহার.....73

৫। الْفٌ ও مِائَةٌ.....74

৬। 'যে' অর্থে قَالَ এর পরে إِنَّ অন্যথায় أَنَّ.....75

অধ্যায়-২.....76

১। لَيْسَ এর ব্যবহার.....76

অধ্যায়-৩.....78

১। إِسْمُ التَّفْضِيْلِ তুলনার্থে ব্যবহৃত বিশেষ্য.....78

২। নম্বর ১১-২০.....80

৩। ক্রমবাচক সংখ্যা.....81

অধ্যায়-৪.....83

১। الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া.....83

২। না বোধক অতীত.....84

৩। দূর অতীত কাল = كَانَ + الْمَاضِي.....85

৪। অতীতে সম্ভাবনা = يَكُونُ + الْمَاضِي অথবা لَعَلَّمَا + الْمَاضِي.....85

৫। অতীতে কাজের জন্য আফসোস = لَيْتَمَا + الْمَاضِي.....85

৬। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার....85

৭। ঘটমান অতীত কাল =كَانَ + الْمُضَارِعُ....86

৮। প্রশ্নের উত্তরে بَلَى، لا، نَعَمْ ইত্যাদির ব্যবহার....87

৯। لِأَنَّ ও فَإِنَّ এর ব্যবহার....88

অধ্যায়-৫....89

১। فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمَاضِي এর পরিবর্তন....89

২। الفِعْلُ الْمَاضِي এর فَاعِلٌ বা কর্তা....90

৩। الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّىْ সকর্মক ক্রিয়া ও الْفِعْلُ الَّازِمُ অকর্মক ক্রিয়া....92

৪। إِلْتِقَاءِالسَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন....93

অধ্যায়-৬....94

১। أَظُنُّ এর ব্যবহার....94

২। শেষে ان বিশিষ্ট ইসমের লিঙ্গ ও বচন....94

৩। هَاتِ (দাও, নিয়ে আসো) এর ব্যবহার....94

অধ্যায়-৭....95

১। كَانَ এর ব্যবহার....95

২। مْ এর পরে হামজাতুল ওয়াসলি....96

অধ্যায়-৮....97

১। দ্বিত্বগুলো الْ বিশিষ্ট বা مُضَافٌ হলে ত্রিত্ব হয়ে যায়....97

২। ভগ্নাংশ....97

অধ্যায়-৯....100

১। نُوْنُ الْوِقَايَةِ রক্ষাকারী ن....100

২। আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠন....100

৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য كَمْ এর ব্যবহার....101

৪। বিস্ময় প্রকাশক কিছু حَرْفُ....101

৫। প্রশ্নবোধক مَا এর পুর্বে حَرْفُ جَرٍّ....102

৬। জোর দেওয়ার জন্য আগে مَفْعُوْلٌ بِهِ বা খবর....102

অধ্যায়-১০ 103

১। الْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া 103
২। একসাথে ক্রিয়ার কাল 113
৩। নিম্নোক্ত অব্যয় গুলোও মুদারিকে মানসুব করে 114
৪। নম্বর ২১-৩০ 115
৫। إِلاَّ এর ব্যবহার 116
৬। لَعَلَّ এর ব্যবহার 117

অধ্যায়-১১ 118

১। না বোধক বর্তমান 118
২। بَيْنَ এর ব্যবহার 118
৩। وَقْتٌ সময় 119
৪। الْمَصْدَرُ ক্রিয়ার নাম 121
৫। اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْلِ 123
৬। أَمَّا এর ব্যবহার 124
৭। অনেকের মধ্যে একজন 124
৮। اَلْ বিশিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য 124

অধ্যায়-১২,১৩ 124

১। অর্থ সহ পাঠ 124

অধ্যায়-১৪ 125

১। اَمْرٌ আদেশ 125

অধ্যায়-১৫ 126

১। نَهْي নিষেধ 126
২। প্রায়ই ঘটেছিল বা ঘটবে এমন ক্ষেত্রে كَادَ- يَكَادُ এর ব্যবহার 127
৩। إِنَّمَا এর ব্যবহার 127

অধ্যায়-১৬ 128

১। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন 128

২। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার 130

অধ্যায়-১৭ 131

১। الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া-১ 131

২। সম্ভব অর্থে أَمْكَنَ- يُمْكِنُ এর ব্যহার 132

৩। مُنْذُ এর ব্যবহার 132

অধ্যায়-১৮ 133

১। كَ এর ব্যবহার 133

২। كُلُّ এর ব্যবহার 133

৩। إِسْمُ الفِعْلِ ক্রিয়াবাচক নাম 134

অধ্যায়-১৯ 135

১। না বোধক ভবিষ্যত 135

২। لَمْ মুদারীকে অতীত অর্থ দেয় 135

৩। أَبَدًا ও قَطُّ এর ব্যবহার 136

অধ্যায়-২০ 138

১। أَحَدُهُمَا ...وَالأَخَرُ এবং إِحْدَهُمَا...وَالأُخْرَى এর ব্যবহার 138

অধ্যায়-২১ 139

১। না-বাচক নাম প্রধান বাক্যে 139

২। لَمَّا এর ব্যবহার 140

অধ্যায়-২২ 140

১। অর্থ সহ পাঠ 140

অধ্যায়-২৩ 141

১। ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুটি না 141

২। لِ দ্বারা লেখক বোঝায় 141

অধ্যায়-২৪ 142

১। العَدَدُ নম্বর 142

অধ্যায়-২৫ 150

১। لَا يَزَالُ এর ব্যবহার 150

২। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাচটি বিশেষ বিশেষ্য 151

৩। مِنْ قَبْلُ এর ব্যবহার 151

অধ্যায়-২৬ 153

১। الْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া 153

২। الْمِثَالُ 154

৩। ক্ষুদ্রতর অর্থে ইসমের পরিবর্তন 157

অধ্যায়-২৭ 158

১। الْاَجْوَفُ 158

২। اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ (পরম কর্ম) 163

অধ্যায়-২৮ 165

১। النَّاقِصُ 165

২। এখনও করা হয়নি অর্থে بَعْدُ + ... + لَمْ 172

৩। الْمَهْمُوْزُ 172

অধ্যায়-২৯ 176

১। الْمُضَعَّفُ 176

অধ্যায়-৩০,৩১ 177

১। অর্থ সহ পাঠ 177

বুক-৩ 178

অধ্যায়-১ 179

১। اَلْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী 179

২। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাচটি বিশেষ বিশেষ্য 180

৩। اَلْإِعْرَابُ التَّقْدِيْرِيُّ ইসমের বিভক্তির সুপ্তাবস্থা 181

৪। বিভক্তির আলামত 182

৫। ইসমের মারফু, মানসুব ও মাজরুর অবস্থা 182

৬। التَّوَابِعُ ইসমের নির্ভরশীল বিভক্তি 183
৭। ক্রিয়াপদের বিভক্তির পরিবর্তন 184
৮। ক্রিয়াপদের বিভক্তির সুপ্তাবস্থা 185
অধ্যায়-২ 186
১। وَ এর তিনটি ব্যবহার 186
২। "ধরো" বা "লও" অর্থে إِلَيْكَ، إِلَيْكُمْ ইত্যাদির ব্যবহার 187
৩। দুয়া করার জন্য অতীত কালের ব্যবহার 187
৪। নিষেধাজ্ঞা, প্রশ্ন ও না-বোধক জোর দেওয়ার জন্য مِنْ এর ব্যবহার 187
৫। لَدَى এর ব্যবহার 188
৬। কাছে / দিকে অর্থে عَلى এর ব্যবহার 189
৭। নিচের শব্দগুলো লক্ষ্যনীয় 189
অধ্যায়-৩ 190
১। সালিম ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপ اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ 190
২। মাহমুজ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 193
৩। মুদায়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 194
৪। মিছাল ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 195
৫। নাকিস ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 196
৬। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়/স্থান 197
৭। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী 197
৮। اَلْمَنْسُوْبُ বিশেষ্যের বিশেষণ 198
৯। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার 198
১০। صَلَّى+ بِ এর ব্যবহার 199
১১। إِمَّا ....وَإِمَّا এর ব্যবহার 200
১২। اِسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيُّ ইসমের বংশগত বহুবচনের একবচন 200
অধ্যায়-৪ 201
১। সালিম ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْلِ 201
২। মাহমুজ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِل ও إِسْمُ مَفْعُوْل 202

৩। মুদায়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِل ও إِسْمُ مَفْعُوْل.....203

অধ্যায়-৫.....204

১। আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ.....204
২। মিছাল ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِل ও إِسْمُ مَفْعُوْل.....205
৩। আজওয়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِل ও إِسْمُ مَفْعُوْل.....206
৪। নাকিস ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِل ও إِسْمُ مَفْعُوْل.....207

অধ্যায়-৬.....208

১। সময় ও স্থানবাচক ইসম اِسْمُ الْمَكَانِ ও اِسْمُ الزَمَانِ.....208

অধ্যায়-৭.....210

১। ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ إِسْمُ الآلَةِ.....210

অধ্যায়-৮.....211

১। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার.....211

অধ্যায়-৯.....212

১। كِلَا "উভয়" পুং এবং كِلْتَا "উভয়" স্ত্রী এর ব্যবহার.....212
২। দ্বিবচনগুলো মুদাফ হলে ن উঠে যায়।.....213
৩। 'ي' ইয়া মুতাকাল্লিমের বিভক্তি.....214
৪। أَتَى-يَأْتِي এর ব্যবহার.....214
৫। هَاهُوَذَا এর ব্যবহার.....215

অধ্যায়-১০.....216

১। أَخَذَ , جَعَلَ , طَفِقَ এর ব্যবহার.....216

অধ্যায়-১১.....217

১। নাম প্রধান ও ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের শুরু.....217
২। مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ.....218

অধ্যায়-১২.....220

১। কিছু শব্দ যা ظَرْفٌ এর মত কাজ করে.....220

২। لَوْ এর ব্যবহার....221

৩। قَبْلُ ও بَعْدُ মাবনি হয় যখন তার মুদাফ ইলাইহি উঠে যায়....222

অধ্যায়-১৩ 223

১। لَامُ الْأَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ....223

২। لَا النَّاهِيَةُ ও لَا النَّافِيَةُ 224

৩। الْجَزْمُ بِالطَّلَبِ তলব ও جَوَابُ الطَّلَبِ তলবের উত্তর....224

অধ্যায়-১৪....225

১। الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তযুক্ত বাক্য....225

২। إِذَا ‘‘যখন/যদি’’ শব্দের ব্যবহার....226

অধ্যায়-১৫....227

১। أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْجَازِمَةِ শর্তবাচক অব্যয়/শব্দ যা ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে 227

২। حَتَّى শব্দের ব্যবহার....229

৩। هَاءَ এর ব্যবহার....230

৪। يَكُنْ, تَكُنْ, أَكُنْ, نَكُنْ এই চারটি মাজ্জুম এর نْ উঠে গিয়ে يَكُ, تَكُ, أَكُ, نَكُ হতে পারে......230

অধ্যায়-১৬ 231

১। الْمُجَرَّدُ এবং الْمَزِيْدُ....231

২। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন 231

৩। Form II فَعَّلَ....233

অধ্যায়-১৭....235

১। Form III أَفْعَلَ 235

২। وَلَوْ এর ব্যবহার।....237

৩। لَامُ الإِبْتِدَاءِ : জোর দেয়ার ‘‘লাম’’ 237

৪। أَصْبَحَ ও أَمْسَى শব্দের ব্যবহার....238

৫। أَوْشَكَ-يُوشِكُ শব্দের ব্যবহার....239

৬। ‘‘কিছু’’ অর্থে مَا এর ব্যবহার।....239

৭। اِبْنُ এর আলিফ যখন উঠে যায় 239

অধ্যায়-১৮ 240

১। الْمَفْعُولُ غَيرُ الصَّرِيحِ (গৌণ কর্ম) 240

২। অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর 240

৩। সকর্মক ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর 241

৪। أَرَى এর ব্যবহার 241

৫। কাজের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বোঝাতে فَعَّلَ গঠনের ব্যবহার 241

৬। সাবধান করতে إِيَّاكَ 242

৭। রোগের আরবী 243

৮। جَمْعُ الجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন 243

অধ্যায়-১৯ 244

১। Form IV فَاعَلَ 244

২। একই বাক্যে দুটি জোর দেয়া অব্যয় إِنَّ এবং لَ 246

৩। নিশ্চয়তা অর্থে অতীত কালে قَدْ শব্দের ব্যবহার 246

৪। قَدْ শব্দের ব্যবহার 246

৫। أُوْلَاءِكَ ، تِلْكَ ، ذَلِكَ এর ك কে كُنَّ ,كُمْ ,كِ দ্বারা পরিবর্তন 247

৬। মুদারির أَمْرٌ হিসাবে ব্যবহার 247

অধ্যায়-২০ 248

১। Form V تَفَعَّلَ 248

২। لَمَّا الحِينِيَّةُ 250

৩। نَحْنُ "আমরা" কে নির্দিষ্ট করা 250

অধ্যায়-২১ 251

১। Form VI تَفَاعَلَ 251

২। لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ 253

৩। যে সকল ক্রিয়া মূলের প্রথম অক্ষর, সেগুলোর মাসদার দুরকম। 253

৪। অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে হারফ জারের বিলুপ্তি 253

৫। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ 254

৬। بَدَلٌ এবং مُبْدَلٌ এর চার অবস্থা 254

৭। اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া-২ 254

অধ্যায়-২২ 255

১। Form VII اِنْفَعَلَ 255

২। মাফউলুন বিহি যখন ফা'য়িল [কর্ম যখন কর্তা] 257

৩। اِنْفَعَلَ বাবের পূর্বে প্রশ্নসূচক أ থাকলে হামযাতুল ওয়াসলি উঠে যায় 257

৪। একাধিক শব্দের মুদাফ ইলাইহি 257

৫। لَوْلَا (যদি না) শব্দের ব্যবহার 257

৬। নাত হিসাবে ইসমুল ইশারা 258

অধ্যায়-২৩ 259

১। Form VIII اِفْتَعَلَ 259

২। বাব اِفْتَعَلَ এর ت এর পরিবর্তন: 261

৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য إِذَا এর ব্যবহার 261

৪। স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে হারফ জার তুলে দেওয়া 262

৫। ইসমুল ফায়িল এর তীব্রতার গঠন। الإِسْمُ البَالَغَةُ 262

৬। لَا بُدَّ অবশ্যই অর্থে 264

অধ্যায়-২৪ 265

১। Form IX اِفْعَلَّ 265

২। رَأَى - يَرَى এর ব্যবহার 267

৩। عَسَى এর ব্যবহার: 267

৪। مَا الْمَصْدَرِيَّةُ অসমাপিকা مَا 268

অধ্যায়-২৫ 269

১। Form X اِسْتَفْعَلَ 269

২। لِكَيْ শব্দের ব্যবহার 271

৩। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার 271

৪। وَ আল হালের পর قَدْ এর ব্যবহার 272

৫। جَعَلَ এর বিভিন্ন ব্যাবহার 272

অধ্যায়-২৬ 274

১। الْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ (চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল)........ 274

২। ضَمِيْرُ الفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম 275

৩। আংশিক কিছু করা........ 275

৪। প্রশ্নবোধক أ এর পূর্বে সংযোজন و বসে না........ 276

৫। প্রশ্নবোধক أ এর পরেالْ 276

৬। অনেক আয়াত إِذْ দিয়ে শুরু হয়........ 276

৭। مَا الْمَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ 277

অধ্যায়-২৭ 278

১। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা 278

অধ্যায়-২৮ 280

১। اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ (পরম কর্ম) 280

২। মাসদারের শ্রেণীবিভাগ 283

অধ্যায়-২৯ 284

১। اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ 284

২। هَلاَّ এর ব্যবহার........ 285

৩। بِئْسَ ও نِعْمَ এর ব্যবহার........ 285

৪। لاَ الْعَاطِفَةُ সংযোজক لاَ 286

অধ্যায়-৩০ 287

১। اَلتَّمْيِيْزُ নির্দিষ্টকরন........ 287

২।فِعْلُ التَّعْجِبِ আশ্চর্যবোধক ক্রিয়া........ 289

অধ্যায়-৩১ 290

১। اَلحَالُ ক্রিয়ার অবস্থা (কাইফিয়্যাত)........ 290

২। সাহিব আল হাল........ 291

৩। نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য 292

অধ্যায়-৩২ 294

১। اَلْإِسْتِثْنَاءُ (ব্যতীত)....294
২। غَيْرُ ও سِوَى এর পরবর্তী মুসতাসনা....296
৩। مَاخَلَا ও مَاعَدَا এর পরবর্তী মুসতাসনা....296
৪। اَلَا এর ব্যবহার....296
৫। خَبَرٌ كَانَ যখন সর্বনাম....296

অধ্যায়-৩৩....297

১। اَلتَّوْكِيْدُ জোরদান....297
২। نُوْنُ التَّوْكِيْدِ জোর দেওয়ার নুন....298
৩। بَلْ শব্দের ব্যবহার....300

অধ্যায়-৩৪....302

১। اَلْمَمْنُوْعُ مِن الصَّرْفِ দ্বিরূপী....302
২। শব্দের শুরুতে, শেষে এবং শেষে আলিফ এর রুপ....303
৩। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে ء এর চেয়ার....305

বুক-১

১। আরবী বর্ণ حَرْفٌ ২৯ টি

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে অক্ষরগুলোর রূপ সর্বদা এক নয়। যেমন, নিচের শব্দ গঠনের উদাহরন লক্ষ্য করি,

قَ + لَ + مُ = قَلَمٌ	كِ + تَ + ا + بٌ = كِتَابٌ
بَ + حْ + رٌ = بَحْرٌ	يَ + وْ + مٌ = يَوْمٌ
عَ + شَ + ا + ءُ = عَشَاءُ	رَ + سُ + وْ + لٌ = رَسُوْلٌ
مَ + سْ + جِ + دٌ = مَسْجِدٌ	طَ + ا + لِ + بٌ = طَالِبٌ

নিম্নের চার্টে অবস্থানানুযায়ী বর্ণগুলোর বিভিন্ন রূপ দেখানো হল,

শেষে	মধ্যে	শুরুতে	বর্ণ
ـا / ى	ـا	ا	ا
ـب	ـبـ	بـ	ب
ـت / ـة / ة	ـتـ	تـ	ت
ـث	ـثـ	ثـ	ث
ـج	ـجـ	جـ	ج
ـح	ـحـ	حـ	ح
ـخ	ـخـ	خـ	خ
ـد	ـد	د	د

ـذ	ـذ	ذ	ذ
ـر	ـر	ر	ر
ـز	ـز	ز	ز
ـس	ـسـ	سـ	س
ـش	ـشـ	شـ	ش
ـص	ـصـ	صـ	ص
ـض	ـضـ	ضـ	ض
ـط	ـطـ	طـ	ط
ـظ	ـظـ	ظـ	ظ
ـع	ـعـ	عـ	ع
ـغ	ـغـ	غـ	غ
ـف	ـفـ	فـ	ف
ـق	ـقـ	قـ	ق
ـك	ـكـ	كـ	ك
ـل	ـلـ	لـ	ل
ـم	ـمـ	مـ	م
ـن	ـنـ	نـ	ن
ـه	ـهـ	هـ	ه
ـو	ـو	و	و
ـي	ـيـ	يـ	ي
ء / ـؤ / ـئ / ـأ	ء / ـؤ / ـئـ / ـأ	إ / أ	ء

২। স্বরধ্বনি حَرَكَةٌ

আরবীতে স্বরধ্বনি ৩ টিঃ   كَسْرَةٌ (ِ)   (َ) فَتْحَةٌ   (ُ) ضَمَّةٌ

স্বরধনি অনুপস্থিত থাকলে সেখানে সুকুন سُكُوْنٌ(ْ) দিয়ে পড়তে হয়।

فِي=فِيْ	ذَهَبُوا= ذَهَبُوْا	قُم= قُمْ	بَينَ= بَيْنَ	مِن= مِنْ
ফী	যাহাবু	ক্বুম	বাইনা	মিন

৩। শব্দ বা পদ كَلِمَةٌ ৩ প্রকারঃ

مَسْجِدٌ একটি মসজিদ, حَامِدٌ হামিদ, هُوَ সে, جَدِيْدٌ নতুন	বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম	اِسْمٌ
ذَهَبَ সে গেল, خَرَجَ সে বের হল	ক্রিয়া	فِعْلٌ
فِيْ মধ্যে, مِنْ থেকে, وَ এবং	অব্যয়	حَرْفٌ

৪।নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে اِسْمٌ দুই প্রকার

অনির্দিষ্ট (نَكِرَةٌ)	নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ)
জাতিবাচক নামের শেষে تَنْوِيْنٌ থাকলে সেটা অনির্দিষ্ট। যেমন كِتَابٌ একটি বই, كُرْسِيٌّ একটি চেয়ার, بَيتٌ একটি বাড়ি ইত্যাদি	১) নামবাচক বিশেষ্য: حَامِدٌ হামিদ ২) اَلْ যুক্ত নামঃ اَلْكِتَابُ বইটি ৩) সর্বনামঃ هُوَ সে ৪) ইশারাবাচক সর্বনাম: هَذَا এই ৫) সম্বন্ধসুচক সর্বনাম: اَلَّذِي যিনি ৬) নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত শব্দ: قَلَمُ حَامِدٍ হামিদের কলম ৭) নির্দিষ্ট সম্বোধিত ব্যক্তি: يَا رَجُلُ হে লোক!

অনির্দিষ্ট اِسْمٌ কে নির্দিষ্ট করতে اَلْ যুক্ত করতে হয়। اَلْ যুক্ত হলে تَنْوِيْنٌ এর এক পেশ উঠে যায়।

বাড়িটি	اَلْبَيْتُ	একটি বাড়ি	بَيْتٌ
চাবিটি	اَلْمِفْتَاحُ	একটি চাবি	مِفْتَاحٌ
কলমটি	اَلْقَلَمُ	একটি কলম	قَلَمٌ
লোকটি	اَلرَّجُلُ	একটি লোক	رَجُلٌ
বিড়ালটি	اَلْقِطُّ	একটি বিড়াল	قِطٌّ

৫। اِسْمٌ এর শেষাক্ষরের হরকতের পরিবর্তন اَلإِعْرَابُ বা বিভক্তি

ইসমগুলোর শেষাক্ষরের হারকত পরিবর্তনশীল। শেষের বর্ণটি কখনো পেশ, কখনও যবর আবার কখনও যের বিশিষ্ট হয়। যেমন আমাদের পরিচিত কয়েকটি বাক্য লক্ষ্য করি,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ	اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ	إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উপরের বাক্যগুলোতে আমরা দেখছি মুহাম্মাদ ও আল্লাহ শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসেছে। কখনও শেষে পেশ, কখনও যবর আবার কখনও যের হয়েছে। ইসমের এই পরিবর্তনকে اَلإِعْرَابُ বলে। পরিবর্তিত ইসমটিকে مُعْرَبٌ বলে। বোঝার সুবিধার্থে আমরা একটা বাংলা বাক্য বিবেচনা করি,

বেলাল হামিদকে খালিদের পিছনে দেখেছিল	رَأَى بِلَالٌ حَامِدًا خَلْفَ خَالِدٍ

বাংলা ব্যাকরনানুযায়ী,

বেলাল	কে বলা হয়	কর্তৃবাচক	যার লক্ষণ শেষে শুন্য বিভক্তি, অ
হামিদকে	কে বলা হয়	কর্মবাচক	যার লক্ষণ শেষে দ্বিতীয় বিভক্তি, কে
খালিদের	কে বলা হয়	সম্মন্ধসূচক	যার লক্ষণ শেষে ষষ্ঠ বিভক্তি, এর

অনুরুপভাবে আরবী ব্যাকরনানুযায়ী,

بِلَالٌ	কে বলা হয়	مَرْفُوْعٌ	যার লক্ষণ শেষে , পেশ
حَامِدًا	কে বলা হয়	مَنْصُوْبٌ	যার লক্ষণ শেষে, যবর **
خَالِدٍ	কে বলা হয়	مَجْرُوْرٌ	যার লক্ষণ শেষে, যের

** শব্দের শেষে দুই যবর হলে একটা অতিরিক্ত আলিফ যোগ হয়। যেমনঃ حَامِدًا مُحَمَّدًا شَيْئًا। তবে শেষ ء এর পুর্বে আলিফ থাকলে এবং ة এর ক্ষেত্রে হবে না। যেমনঃ مَاءً حَقِيْبَةً

তবে কিছু কিছু ইসমের পরিবর্তন দুইরকম। এদেরকে اَلْمَمْنُوُ مِنَ الصَّرْفِ বা “দ্বিত্ব” বলে। যেমনঃ اَحْمَدُ আবার কিছু ইসমের পরিবর্তন হয় না এদেরকে اَلْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ বা “মাবনী” বলে। যেমনঃ هٰذَا (বিস্তারিত পরে আসছে)। তাহলে আমরা বলতে পারি,

মাজরূর	মানসূব	মারফূ	
مَجْرُوْرٌ সম্মন্ধবাচক	مَنْصُوْبٌ কর্মবাচক	مَرْفُوْعٌ কর্তৃবাচক	
بِلَالٍ বেলালের	بِلَالاً বেলালকে	بِلَالٌ বেলাল	মুরাব
اَحْمَدَ আহমাদের	اَحْمَدَ আহমাদকে	اَحْمَدُ আহমাদ	দ্বিত্ব
هٰذَا এটার	هٰذَا এটাকে	هٰذَا এটা	মাবনী

একটা ইসম সাধারনভাবে মারফু। বিভিন্ন কারনে সেটা মানসুব ও মাজরুর হয়। এগুলো আমরা ধীরে ধীরে শিখব ইনশা আল্লাহ।

অধ্যায়-১,২

১। هٰذَا এবং ذَٰلِكَ এর ব্যবহার

هٰذَا -এটা এবং ذَٰلِكَ –ঐটা হল اِسْمُ الإِشَارَةِ ইশারাবাচক সর্বনাম। যেমন,

এই বাড়িটি	هَٰذَا الْبَيْتُ	এই একটি বাড়ি	هَٰذَا بَيْتٌ
এই চাবিটি	هَٰذَا الْمِفْتَاحُ	এই একটি চাবি	هَٰذَا مِفْتَاحٌ
এই যাদুটি	هَٰذَا السِّحْرُ	এটা একটা যাদু	هَٰذَا سِحْرٌ
এই দিনটি	هَٰذَا اليَوْمُ	এটা একটা দিন	هَٰذَا يَوْمٌ
এই পাহাড়টি	هَٰذَا الْجَبَلُ	এই একটি পাহাড়	هَٰذَا جَبَلٌ
এই পাথরটি	هَٰذَا الْحَجَرُ	এই একটি পাথর	هَٰذَا حَجَرٌ
এই নদীটি	هَٰذَا النَّهْرُ	এই একটি নদী	هَٰذَا نَهْرٌ
ঐ বইটি	ذَٰلِكَ كِتَابُ	ঐ একটি বই	ذَٰلِكَ كِتَابٌ
ঐ লোকটি	ذَٰلِكَ الرَّجُلُ	ঐ একজন লোক	ذَٰلِكَ رَجُلٌ
ঐ কাজটি	ذَٰلِكَ الأَمْرُ	ওটা একটা কাজ	ذَٰلِكَ أَمْرٌ
ঐ সফলতাটি	ذَٰلِكَ الفَوْزُ	ওটা একটা সফলতা	ذَٰلِكَ فَوْزٌ
ঐ অনুগ্রহটি	ذَٰلِكَ الفَضْلُ	ওটা একটা অনুগ্রহ	ذَٰلِكَ فَضْلٌ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
এবং এই নিরাপদ নগরীর	وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।	وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববতী কিতাবসমূহে	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি।	هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ
সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়	فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত	وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে।	هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ
ওটাই মহাসাফল্য	ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
ঐ দিবসটি সত্য	ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ

২। مَا এবং مَنْ এর ব্যবহার

مَا - কি? এবং مَنْ - কে ? এ দুটি إِسْمُ الْاسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক ইসম। বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রানী যেমন মানুষ ,জিন ,ফেরেশতা এদের ক্ষেত্রে مَنْ এবং বুদ্ধিহীন প্রানী/বস্তুর ক্ষেত্রে مَا ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ইনি কে? مَنْ هَٰذَا؟	এটা কি? مَا هَٰذَا؟
উনি কে? مَنْ ذَٰلِكَ؟	ওটা কি? مَا ذَٰلِكَ؟

৩। এটা কি একটি ?......এরুপ প্রশ্ন করতে

এটা কি একটি ?......এরুপ প্রশ্ন করতে বাক্যের শুরুতে أَ অব্যয় আনতে হয়।

أَهَٰذَا بَيْتٌ؟	هَٰذَا بَيْتٌ
এটা কি একটি বাড়ি?	এটা একটি বাড়ি
أَذَٰلِكَ كَلْبٌ؟	ذَٰلِكَ كَلْبٌ
ঐটি কি একটি কুকুর?	ঐটি একটি কুকুর

এরুপ প্রশ্নের উত্তর দিতে / نَعَمْ হ্যাঁ বা / لا না অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

لا، هَٰذَا مَسْجِدٌ	نَعَمْ، هَٰذَا بَيْتٌ
না ,এটা একটা মাসজিদ	হ্যাঁ ,এটা একটা বাড়ি

অধ্যায়-৩

১। বাক্য جُمْلَةٌ

আরবীতে বাক্য جُمْلَةٌ দুই প্রকার।

اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ নামপ্রধান বাক্য (১)
যখন কোন বাক্য اِسْمٌ বা حَرْفٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ বলে। اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ এর দুইটি অংশ। مُبْتَدَأٌ উদ্দেশ্য ও خَبَرٌ বিধেয়।

اِسْمٌ দিয়ে শুরু	الكِتَابُ جَدِيْدٌ বইটি নতুন الكِتَابُ হল مُبْتَدَأٌ এবং جَدِيْدٌ হল خَبَرٌ
حَرْفٌ দিয়ে শুরু	فِي الْبَيتِ بَابٌ ঘরটিতে একটি দরজা আছে فِي الْبَيتِ হল خَبَرٌ এবং بَابٌ হল مُبْتَدَأٌ

مُبْتَدَأٌ অধিকাংশ সময় নির্দিষ্ট ও সর্বদা مَرْفُوْعٌ হবে। خَبَرٌ অধিকাংশ সময় অনির্দিষ্ট ও مَرْفُوْعٌ হবে। خَبَرٌ মোট পাঁচ প্রকার।

اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ ক্রিয়াপ্রধান বাক্য (২)	
যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ এর মৌলিক দুইটি অংশ। فِعْلٌ ক্রিয়া ও فَاعِلٌ কর্তা। কর্তা মারফু। ক্রিয়ার কর্ম থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।	
خَرَجَ حَامِدٌ হামিদ বের হল। خَرَجَ ক্রিয়া এবং حَامِدٌ কর্তা	فِعْلٌ দিয়ে শুরু
نَصَرَ خَالِدٌ حَامِدًا খালিদ হামিদকে সাহায্য করল। نَصَرَ ক্রিয়া, خَالِدٌ কর্তা এবং حَامِدًا কর্ম। কর্ম মানসুব।	

২। এক শব্দ বিশিষ্ট খবর اَلْخَبَرُ الْمُفْرَدُ

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ এর দুইটি অংশ مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ । الكِتَابُ جَدِيْدٌ বাক্যটিতে الكِتَابُ হল مُبْتَدَأٌ [নির্দিষ্ট ও مَرْفُوْعٌ] আর جَدِيْدٌ হল خَبَرٌ যা এক শব্দ বিশিষ্ট। এক শব্দ বিশিষ্ট خَبَرٌ এর আরও কিছু উদাহরণঃ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
কলমটি ভাঙ্গা	مَكْسُورٌ	اَلْقَلَمُ	রুমালটি নোংরা	وَسِخٌ	اَلْمِنْدِيلُ
খোলা দরজাটি	مَفْتُوحٌ	اَلْبَابُ	পানি ঠান্ডা	بَارِدٌ	اَلْمَاءُ
বালকটি বসা	جَالِسٌ	اَلْوَلَدُ	চাঁদটি সুন্দর	جَمِيلٌ	اَلْقَمَرُ
বইটি নতুন	جَدِيدٌ	اَلْكِتَابُ	ঘরটি নিকটে	قَرِيبٌ	اَلْبَيْتُ

৩। اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ (সুর্যাক্ষর) ও اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর)

কিছু অক্ষর আছে যাদের পুর্বে اَلْ আসলেও ل অক্ষর উচ্চারিত না হয়ে ঐ অক্ষরের উপর তাশদিদ হয়। এ ধরনের অক্ষর গুলোকে সুর্যাক্ষর বলে। আর বাকী অক্ষর গুলোর পুর্বের ل অক্ষর উচ্চারিত হয় যাদেরকে চন্দ্রাক্ষর বলা হয়।

اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ **সুর্যাক্ষর**		اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ **চন্দ্রাক্ষর**	
ব্যবসায়ী	(١) ت: اَلتَّاجِرُ	পিতা	(١) أ: اَلأَبُ
জুব্বা	(٢) ث: اَلثَّوبُ	দরজা	(٢) ب: اَلْبَابُ
মোরগ	(٣) د: اَلدِّيكُ	বাগান	(٣) ج: اَلْجَنَّةُ
স্বর্ন	(٤) ذ: اَلذَّهَبُ	গাধা	(٤) ح: اَلْحِمَارُ
পুরুষ	(٥) ر: اَلرَّجُلُ	রুটি	(٥) خ: اَلْخُبْزُ
ফুল	(٦) ز: اَلزَّهْرَةُ	চোখ	(٦) ع: اَلْعَيْنُ
মাছ	(٧) س: اَلسَّمَكُ	লাঞ্চ	(٧) غ: اَلْغَدَاءُ
সুর্য	(٨) ش: اَلشَّمْسُ	মুখ	(٨) ف: اَلْفَمُ
বক্ষ	(٩) ص: اَلصَّدْرُ	চাঁদ	(٩) ق: اَلْقَمَرُ
অতিথি	(١٠) ض: اَلضَّيْفُ	কুকুর	(١٠) ك: اَلْكَلْبُ
ছাত্র	(١١) ط: اَلطَّالِبُ	পানি	(١١) م: اَلْمَاءُ
পিঠ	(١٢) ظ: اَلظَّهْرُ	বালক	(١٢) و: اَلْوَلَدُ
গোস্ত	(١٣) ل: اَللَّحْمُ	বাতাস	(١٣) هـ: اَلْهَوَاءُ
তাঁরা	(١٤) ن: اَلنَّجْمُ	হাত	(١٤) ي: اَلْيَدُ

অধ্যায়-৪

১। জার মাজরুর খবর جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

আক্ষরিক অর্থে حَرْفُ جَرٍّ হল এমন অব্যয় যা কোন اِسْمٌ এর পুর্বে বসে তাকে مَجْرُوْرٌ করে। যেমন, اَلْبَيْتُ ঘরটি কিন্তু এর পুর্বে فِي বসালে হবে فِي الْبَيْتِ ঘরের মধ্যে। এখানে فِي হল حَرْفُ جَرّ এবং اَلْبَيْتِ হল اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ। কিছু বহুল ব্যবহৃত حَرْفُ جَرٍّ হলঃ

আল্লাহর রাস্তায়	فِيْ سَبِيْلِ اللهِ	فِي	মধ্যে
মুহাম্মাদের উপর শান্তি বর্ষন কর	صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ	عَلَىٰ	উপরে
বিতাড়িত শয়তান থেকে	مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	مِنْ	থেকে
মসজিদুল আকসার দিকে	إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	إِلَىٰ	দিকে
আল্লাহর নামের সাথে	بِسْمِ اللهِ	بِ	সাথে/দ্বারা
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য	اَلْحَمْدُ لِلَّهِ	لِ	জন্য
খড়কুটোর মত	كَعَصْفٍ	كَ	মত
আল্লাহর কসম	وَاللهِ	وَ	শপথের জন্য
আল্লাহর কসম	تَاللهِ	تَ	শপথের জন্য
উদয় পর্যন্ত	حَتَّى مَطْلَعِ	حَتَّى	পর্যন্ত
আল্লাহ ব্যতিত	غَيْرُ اللَّهِ	غَيرُ	ব্যতিত

এভাবে حَرْفُ جَرٍّ ও اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ মিলে গঠিত হয় جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ যেমন,

جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَاٌ	مُبْتَدَاٌ	جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ
عَلَى الْمَكْتَبِ كِتَابٌ টেবিলটির উপর একটি বই		اَلْكِتَابُ عَلَى الْمَكْتَبِ বইটি টেবলের উপর	

فِي الْمَطْبَخِ رَجُلٌ রান্না ঘরটিতে একজন লোক	الرَّجُلُ فِي الْمَطْبَخِ লোকটি রান্না ঘরে
فِي الْحَقْلِ حِصَانٌ খামারটিতে একটি ঘোড়া	الْحِصَانُ فِي الْحَقْلِ ঘোড়াটি খামারে

লক্ষ্যনীয়ঃ خَبَرٌ مَجْرُوْرٌ وَ جَرٌّ আগে আসাতে مُبْتَدَأٌ অনিৰ্দিষ্ট হয়েছে।

কিছু শব্দ মাজরুর হলেও শেষে যের না হয়ে যবর হয়। এদেরকে দ্বিত্ব বলে। বিস্তারিত পরে আসছে

لِ+حَمْزَةُ =لِحَمْزَةَ	لِ+سَلْمَى= لِسَلْمَى	لِ+زَيْنَبُ= لِزَيْنَبَ	لِ+ فَاطِمَةُ = لِفَاطِمَةَ

حَرْفُ جَرٍّ এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম এর কিছু উদাহরণঃ

فِيْهِمْ	فِيهِمَا	فِيْهِ		مِنْهُمْ	مِنهُمَا	مِنْهُ
فِيْهِنَّ	فِيهِمَا	فِيْهَا		مِنْهُنَّ	مِنهُمَا	مِنْهَا
فِيْكُمْ	فِيكُمَا	فِيْكَ		مِنْكُمْ	مِنْكُمَا	مِنْكَ
فِيْكُنَّ	فِيكُمَا	فِيْكِ		مِنْكُنَّ	مِنْكُمَا	مِنْكِ
فِيْنَا		فِيَّ		مِنَّا		مِنِّيْ

لَهُمْ	لَهُمَا	لَهُ		عَلَيهِمْ	عَلَيهِمَا	عَلَيْهِ
لَهُنَّ	لَهُمَا	لَهَا		عَلَيهِنَّ	عَلَيهِمَا	عَلَيْهَا
لَكُم	لَكُمَا	لَكَ		عَلَيكُمْ	عَلَيكُما	عَلَيْكَ
لَكُنَّ	لَكُمَا	لَكِ		عَلَيكُنَّ	عَلَيكُما	عَلَيْكِ
لَنَا		لِيْ		عَلَيْنَا		عَلَيَّ

بِ إِلَى عَلَى فِي এই চারটা হারফ জারের সাথে هُنَّ هُمْ هُمَا هُ সংযুক্ত সর্বনামগুলোর প্রথম অক্ষর যের বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ فِيْهِ عَلَيهِمْ عَلَيْهِ [ব্যতিক্রম সুরা ৪৮-১০]

কুরআনীয় উদাহরনঃ

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে	وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
লম্বা লম্বা খুঁটিতে	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
সে সুখীজীবন যাপন করবে	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে	الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত	إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন	وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب
এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা	رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
পরম করুনাময় আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ	إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

২। ضَمِيْرٌ সর্বনাম

ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ মুক্তসর্বনাম				
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		
هُمْ	هُما	هُوَ		
তারা	তারা দুজন	সে	পুং	الغَائِبُ
هُنَّ	هُما	هِيَ		৩য় পুরুষ
তারা	তারা দুজন	সে	স্ত্রী	
أَنْتُمْ	أَنْتُما	أَنْتَ		
তোমরা	তোমরা দুজন	তুমি	পুং	الْمُخَاطَبُ
أَنْتُنَّ	أَنْتُما	أَنْتِ		২য় পুরুষ
তোমরা	তোমরা দুজন	তুমি	স্ত্রী	
نَحْنُ		أَنَا	উভয়	الْمُتَكَلِّمُ
আমরা		আমি		১ম পুরুষ

ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ সংযুক্ত সর্বনাম				
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		
هُمْ	هُما	هُ		الغَائِبُ ৩য় পুরুষ
তাদের/ তাদেরকে	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	তার/ তাকে	পুং	
هُنَّ	هُما	هَا		
তাদের/ তাদেরকে	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	তার/ তাকে	স্ত্রী	
كُمْ	كُما	كَ		الْمُخَاطَبُ ২য় পুরুষ
তোমাদের/ তোমাদেরকে	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	তোমার/ তোমাকে	পুং	
كُنَّ	كُما	كِ		
তোমাদের/ তোমাদেরকে	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	তোমার/ তোমাকে	স্ত্রী	
نَا		ي	উভয়	الْمُتَكَلِّمُ ১ম পুরুষ
আমাদের/ আমাদেরকে		আমার/ আমাকে		

ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার

بَيْتُهُمْ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهُ
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُهُنَّ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهَا
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُكُمْ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكَ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيْتُكُنَّ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكِ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيتُنَا		بَيْتِي
আমাদের বাড়ি		আমার বাড়ি

ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার

رَأَيْتُهُمْ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهُ
তাদেরকে দেখেছিলাম	তাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُهُنَّ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهَا
তাদেরকে দেখেছিলাম	তাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُكُمْ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكَ
তোমাদেরকে দেখেছিলাম	তোমাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তোমাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُكُنَّ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكِ
তোমাদেরকে দেখেছিলাম	তোমাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তোমাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتَنَا		رَأَيْتَنِي
আমাদেরকে দেখেছিলে		আমাকে দেখেছিলে

৩। الإِسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক শব্দ

অর্থ	উদাহরণ	অর্থ	الاسْتِفْهَامُ
তোমার নাম কি ?	مَا اسْمُكَ؟	কি?	مَا...؟
তুমি কেমন আছ?	كَيْفَ حَالُكَ؟	কেমন?	كَيْفَ...؟
তুমি কোত্থেকে (এসেছো)?	مِنْ اينَ انْتَ؟	কোত্থেকে	مِنْ اينَ...؟
তুমি কি একজন ছাত্র?	هَلْ أَنْتَ طَالِبٌ؟	(তাই) কী?	هَلْ ...؟
তুমি কোন বইটি পাঠ করেছিলে?	ايُّ كِتَابٍ قَرَأْتَ؟	কোনটি?	ايُّ....؟
তোমার কি কোন ভাই আছে ?	أَ لَكَ أَخٌ ؟	(তাই) কী?	أَ...؟
তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে কেন?	لِمَاذَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى؟	কেন?	لِمَاذَا. ؟/لِمَ.. ؟
তুমি কখন বের হয়েছিলে?	مَتَى خَرَجْتَ؟	কখন?	مَتَى...؟
হামিদ কোথায় গেল ?	أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟	কোথায়?	أَيْنَ...؟
শোবার ঘরে কে ?	مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟	কে?	مَنْ...؟
টেবিলটির উপর কি ?	مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؟	কি?	مَاذَا...؟
এটি কার কলম?	لِمَنْ هٰذَاالْقَلَمُ؟	কার জন্য?	لِمَنْ...؟
তোমার কাছে কয়টি কলম আছে?	كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟	কত?	كَمْ....؟
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	কোন ব্যাপারে?	عَمَّ...؟
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ	কখন?	أَيَّانَ...؟
তারা কি করে বুঝবে?	أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ	কি করে?	أَنَّى...؟
না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে?	أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ	না কি?	أَمْ...؟

৪। الْفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া

الْمَاضِي -এর সাধারন গঠন হলঃ فَعَلَ ، فَعِلَ ، فَعُلَ ইত্যাদি।

-৯৫% ক্রিয়া তিন অক্ষর বিশিষ্ট!

–ক্রিয়ার মূল রুপ হল অতীত কাল,পুরুষবাচক ও একবচন।

- فِعْلٌ (ক্রিয়ার) সাথে সর্বদা فَاعِلٌ (ক্রিয়াকারক) থাকবে।

	فَعُلَ		فَعِلَ		فَعَلَ
সে করুনা করল	كَرُمَ	সে শুনল	سَمِعَ	সে সাহায্য করল	نَصَرَ
সে বড় হল	كَبُرَ	সে ভাবল	حَسِبَ	সে প্রহার করল	ضَرَبَ
সে ছোট হল	صَغُرَ	সে করল	عَمِلَ	সে লিখল	كَتَبَ
সে সহজ হল	سَهُلَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে পাঠ করল	دَرَسَ
সে কঠিন হল	صَعُبَ	সে বুঝল	فَهِمَ	সে পাঠালো	بَعَثَ
		সে প্রসংসা করল	حَمِدَ	সে খুলল	فَتَحَ
		সে আনন্দিত হল	فَرِحَ	সে গেল	ذَهَبَ
		সে রাগন্বিত হল	غَضِبَ	সে বের হল	خَرَجَ
		সে নিরাপদ হল	سَلِمَ	সে ফিরে আসল	رَجَعَ
		সে ক্লান্ত হল	تَعِبَ	সে খেলো	أَكَلَ
				সে বসলো	جَلَسَ

৫। الْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর

একটা পুর্ন اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ নামপ্রধান বাক্যে খবর হতে পারে। যেমন ,

মُبْتَدَأٌ	أَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ	বাংলা অর্থ
أَحْمَدُ	ذَهَبَ إِلَى الْجَامِعَةِ فِعْلٌ=ذَهَبَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	আহমাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেল
الْمُدَرِّسُ	خَرَجَ مِنَ الفَصْلِ فِعْلٌ=خَرَجَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	শিক্ষকটি ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে গেল
وَاللَّهُ	جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فِعْلٌ= جَعَلَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন

অধ্যায়-৫

১। مُضَافٌ অধিকৃত ও مُضَافٌ إِلَيْهِ অধিকারী

দুটি اِسْمٌ এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ হলে অধিকৃত ব্যাপারটিকে مُضَافٌ এবং অধিকারীকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলা হয়। مُضَافٌ এবং مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা পরপর আসে।

বাংলা অর্থ	مُضَافٌ إِلَيْهِ	مُضَافٌ	
হামিদের কলম	حَامِدٍ	قَلَمُ	قَلَمٌ + حَامِدٌ
একজন ব্যবসায়ীর বাড়ি	تَاجِرٍ	بَيْتُ	بَيْتٌ + تَاجِرٌ
ব্যবসায়ীটির বাড়ি	التَّاجِرِ	بَيْتُ	بَيْتٌ + التَّاجِرُ
তোমাদের বই	كِتَابُهُمْ		كِتَابٌ + هُمْ
আমার বই	كِتَابِيْ		كِتَابٌ + ي
মানবজাতির প্রতিপালক	النَّاسِ	رَبُّ	رَبٌّ + النَّاسُ
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	بَيْتٌ + اللهُ
শিক্ষকটির নাম	الْمُدَرِّسِ	اسْمُ	اسْمٌ + الْمُدَرِّسُ
জান্নাতটির দরজা	الجَنَّةِ	بَابُ	بَابٌ + الجَنَّةُ
গাছটির পাতা	الشَّجَرَةِ	وَرَقَةُ	وَرَقَةٌ + الشَّجَرَةُ
অদৃশ্যের জ্ঞানী	الغَيْبِ	عَالِمُ	عَالِمٌ + الغَيْبُ

مُضَافٌ কখনো ال এবং তানভীন বিশিষ্ট হয় না। مُضَافٌ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হতে পারে। এটা নির্ভর করে مُضَافٌ إِلَيْهِ এর নির্দিষ্টতার উপর। مُضَافٌ إِلَيْهِ নির্দিষ্ট হলে مُضَافٌ নির্দিষ্ট। প্রথম লাইনে قَلَمُ নির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে بَيْتُ অনির্দিষ্ট। مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা مَجْرُوْرٌ হবে।

লক্ষ্যনীয়ঃ

একজন শিক্ষকের কলম	قَلَمُ مُدَرِّسٍ	مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهِ	বাক্য নয়
শিক্ষকটির কলম	قَلَمُ الْمُدَرِّسِ	مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهِ	বাক্য নয়
কলমটি একজন শিক্ষকের	القَلَمُ لِمُدَرِّسٍ	جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	বাক্য
কলমটি শিক্ষকটির	القَلَمُ لِلْمُدَرِّسِ	جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	বাক্য

কুরআনীয় উদাহরনঃ

নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত।	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই।	وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে	فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

হাদিসের উদাহরনঃ

দুনিয়া মুমিনের জেলখানা ও কাফিরের জান্নাত	الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ	طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
কর্মের মূল হল ইসলাম	رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ

২। هَمْزَةُ الْوَصْلِ হামজাতুল ওয়াসলি

আরবীতে কোন কোন শব্দে ا কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না, এরূপ ا কে هَمْزَةُ الْوَصْلِ বলে। যথা: اللّٰه শব্দের ا । আবার কোন কোন শব্দে ا সবসময় উচ্চারিত হয় , এরূপ ا কে هَمْزَةُ الْقَطْعِবলে। যথা: أَنْتَ শব্দের ا

هَمْزَةُ الْوَصْلِ	هَمْزَةُ الْقَطْعِ
هُوَ ٱبْنُ ٱلْمُدَرِّسِ	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟
হুয়াবনুল মুদাররিসি	মিন আইনা আন্তা?
সে শিক্ষকটির পুত্র	তুমি কোত্থেকে?

৩। حَرْفُ النِّدَاءِ এর ব্যবহার

কাউকে ডাকার জন্য يَا অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। একে حَرْفُ النِّدَاءِ বলে। হারফু নিদার পর নির্দিষ্ট কাউকে ডাকলে ইসম গুলো মারফু হয় এবং শেষে তানভীন হয় না। তবে এর পর مُضَافٌ থাকলে কিংবা তা দ্বারা অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকলে মানসুব হয়। যেমনঃ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنِ । আবার يَا এর পর اَلْ বিশিষ্ট পুরুষবাচক اِسْم আসলে اَيُّهَا এবং اَلْ বিশিষ্ট স্ত্রীবাচক اِسْم আসলে اَيَّتُهَا যোগ করতে হয়।

হে আল্লাহ!	يَا اللهُ	নির্দিষ্ট নামকে ডাকা
হে ওস্তায!	يَا أُسْتَاذُ	
হে আমিনাহ!	يَا آمِنَةُ	
হে মারইয়াম!	يَا مَرْيَمُ	
হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক!	يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنِ	মুদাফকে ডাকা
হে আবু বাকর!	يَا أَبَابَكْرٍ	
হে লেবাননের পথযাত্রী!	يَا مُسَافِرًا إِلَى لُبْنَانَ	কোন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকা
হে বই হারানো ব্যক্তি!	يَا ضَائِعًا كِتَابُهُ	
হে জালিম! পরিনাম ভেবে দেখ	يَا ظَالِمًا! تَبَصَّرْ فِي العَوَاقِبِ	সাধারনভাবে অনির্দিষ্ট সকলকে ডাকা
হে তাড়াহুড়াকারী!	يَا مُسْرِعًا!	
হে মুমিনগণ!	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اَلْ বিশিষ্ট কাউকে ডাকা
হে প্রশান্ত মন!	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	

অনেক সময় يَا এর পর ইয়ামুতাকাল্লিম উঠে যায়। যেমনঃ يَا أَبَتِ হে আমার বাবা

আবার কখনও يَا উঠে যায়। قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

আল্লাহকে ডাকতে অনেক সময় يَا এর বদলে مَّ যুক্ত হয়। যেমনঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

মুনাদা যদি ي ইয়া মুতাকাল্লিম এর সাথে থাকে তবে এর অনেকগুলো গঠন আছে। যেমনঃ

يَا رَبَّاهْ নেয় ه এটা শেষে يَا رَبَّا আবার يَا رَبِّي، يَا رَبِّ، يَا رَبِّي، يَا رَبَّ

৪। জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ

সময় এবং স্থান বাচক اِسْمٌ গুলোকে ظَرْفٌ বলা হয়। ظَرْفٌ হল مُضَافٌ । সুতরাং এর পরবর্তী শব্দ مُضَافٌ إِلَيْهِ। শুধু ظَرْفٌ গুলোই خَبَرٌ । ظَرْفٌ গুলো সাধারণত মানসুব। কিন্তু কিছু কিছু ظَرْفٌ মাবনী। যেমনঃ مَتَى , هُنَا ,قَطُّ, حَيْثُ , امْسِ, ايْنَ ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু শব্দ যেমন كُلُّ بَعْضَ غَيْرَ دُوْنَ ইত্যাদি জারফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ظَرْفٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	ظَرْفٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
تَحْتَ الْمَكْتَبِ كِتَابٌ টেবিলটির নীচে একটি ব্যাগ		تَحْتَ الْمَكْتَبِ	الحَقِيْبَةُ ব্যাগটি টেবিলের নীচে
فَوْقَ السَّقْفِ رَجُلٌ ছাদটির উপরে একজন লোক		فَوْقَ السَّقْفِ	الرَّجُلُ লোকটি ছাদের উপরে
خَلْفَ الْمَسْجِدِ بَيْتٌ মসজিদটির পিছনে একটি বাড়ি		خَلْفَ الْمَسْجِدِ	البَيتُ ঘরটি মসজিদের পিছনে

লক্ষ্যনীয়ঃ ظَرْفٌ خَبَرٌ আগে আসাতে مُبْتَدَأٌ অনির্দিষ্ট হয়েছে।

উদাহরনঃ

তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে	عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো।	وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।	بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ	আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না।
إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ	নিশ্চয়ই আল্লাহ আরশের উপর এবং তার আরশ তার আকাশ সমুহের উপর

ظَرْفٌ দুই প্রকার।

ظَرْفُ الْمَكَانِ স্থান বাচক জারফ		ظَرْفُ الزَّمَانِ সময় সূচক জারফ	
هُنَا	এখানে	بَعْدَ	পরে
هُنَاكَ	সেখানে	قَبْلَ	আগে
بَيْنَ	মধ্যে	صَبَاحً	সকাল
قُرْب	নিকটে	ظُهْرًا	দুপুর
بَعِيْدًا	দূরে	مَسَاءً	বিকাল
فَوْق	উপরে	لَيْلاً	রাত
وَرَاءَ	পিছনে	الْيَوْمَ	আজ
اَمَامَ	সামনে	غَدًا	আগামীকাল
بِجَانِبِ	পাশে	أَمْسِ	গতকাল
دَاخِلَ	ভিতরে	الْآنَ	এখন
لَا مَكَان	কোন স্থানে নয়	ثُمَّ	অতঃপর
خَارِجَ	বাহির	فَوْرًا	তাড়াতাড়ি
وَسَطَ	মধ্য	قَرِيْبًا	শীঘ্রই
حَوْلَ	চারপাশ	سَابِقًا	ইতোমধ্যে
أَسْفَلَ	নীচ	لَا يَزَالُ	এখনও
مُقَابِلَ	বিপরীত	لَيْلَةُ أَمْسِ	গত রাত
يَمِيْن	ডান	هَذَا الصَّبَاحَ	এই সকাল
يَسَارَ	বাম	الْأُسْبُوْعُ الْمُقْبِلُ	আগামী সপ্তাহ

আগামী পরশু	بَعْدَ غَدًا	উত্তর	شَمَالَ
গত পরশু	أَوَّلَ أمْـسِ	দক্ষিণ	جَنُوبَ
মাঝে মাঝে	أَحْيانًا	পুর্ব	شَرْقَ
প্রায়ই	غَالِبًا	পশ্চিম	غَرِبَ
প্রতিদিন	يَوْمِيًّا	যেখানে	حَيْثُ

১। الْمُذَكَّرُ এবং الْمُؤَنَّثُ

আরবীতে প্রত্যেকটা اِسْمٌ হয় الْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক অথবা الْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক। ক্লীব লিঙ্গ বলে কিছু নাই। স্ত্রীবাচক শব্দ কয়েকভাবে হতে পারে ,

১ .স্ত্রীবাচক নামঃ

سُعَادُ	زَيْنَبُ	مَرْيَمُ
সুয়াদু	যায়নাবু	মারইয়ামু

২ .স্ত্রীবাচক সম্পর্কঃ

بِنْتٌ	أُخْتٌ	عَرُوْسٌ	أُمٌّ
কন্যা	বোন	বধু	মা

৩ .দেহের যে অঙ্গসমুহ দুটো করে আছেঃ

عَيْنٌ	يَدٌ	أُذُنٌ	رِجْلٌ
চোখ	হাত	কান	পা

৪ .শেষে তা التَّاءُ مَرْبُوْطَةُ বিশিষ্টঃ

زَوجَةٌ	دَرَّاجَةٌ	بَقَرَةٌ	حَقِيْبَةٌ	قَرْيَةٌ	أُمَّةٌ	زِلَّةٌ	جَنَّةٌ	زَكَاةٌ	صَلَاةٌ
স্ত্রী	সাইকেল	গাভী	ব্যাগ	গ্রাম	জাতি	লাঞ্চনা	বাগান	যাকাত	সালাত

কিছু শব্দে শেষে ة থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন خَلِيْفَةٌ

৫ .শেষে الاَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ বিশিষ্টঃ

كُبْرَى	سَلْمَى	لَيْلَى	بُشْرَى
বড় (মহিলা)	সালমা	লায়লা	সুসংবাদ

৬ .শেষে الاَلِفُ الْمَمْدُودَةُ বিশিষ্টঃ اء

حَسْنَاءُ	اَسْمَاءُ	خَضْرَاءُ	حَمْرَاءُ	سَمَاءُ
সুন্দরী নারী	নাম সমুহ	সবুজ	লাল	আকাশ

কিছু শব্দে শেষে اء থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন عُلَمَاءُ ، فُقَرَاءُ ، شُهَدَاءُ

৭ .পুরুষবাচক শব্দের শেষে ة যোগ করে

طَبِيْبَةٌ	اِبْنَةٌ	لَيْلَةٌ	مُسْلِمَةٌ	جَدِيْدَةٌ
ডাক্তারনী	কন্যা	রাত	মুসলিমাহ	নতুন

৮. আগুনের কিছু নাম

جَهَنَّمُ	نَارٌ	سَعِيْرٌ	جَحِيْمٌ	سَقَرٌ
জাহান্নাম	আগুন	সায়ির	জাহিম	সাকার

৯. বাতাসের কিছু নাম

رِيْحٌ	سَمُوْمٌ	صَرْصَرٌ	عَاصِفٌ
বাতাস	ঘুর্নি ঝড়	হিমবাহ	ঝড়ো বাতাস

১০. কিছু দৈনন্দিন শব্দ ও দেশ বা শহরের নাম

خَمْرٌ	دَارٌ	طَرِيْقٌ	نَفْسٌ	اَرْضٌ	شَمْسٌ	حَرْبٌ	مِصْرُ	دِمَشْقُ
মদ	বাড়ি	পথ	সত্তা	মাটি	সুর্য	যুদ্ধ	মিশর	দামেস্ক

২। أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ইশারা বাচক বিশেষ্য

ইশারাবাচক বিশেষ্য (أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هٰؤُلاءِ এরা/এইগুলো (উভয়)	هٰذَانِ এই দুটি/এই দুজন (পুং)	هٰذَا এটি/ইনি (পুং)	(لِلْقَرِيبِ) নিকটের জন্য
	هَاتَانِ এই দুটি/এই দুজন (স্ত্রী)	هٰذِهِ এটিইনি/ (স্ত্রী)	
أُوْلَئِكَ ওরা/ঐগুলো (উভয়)	ذٰنِكَ ঐ দুটি/ঐ দুজন (পুং)	ذٰلِكَ ওটি/উনি)পুং(	(لِلْبَعِيدِ) দূরের জন্য
	تَانِكَ ঐ দুটি/ঐ দুজন (স্ত্রী)	تِلْكَ ওটি/উনি (স্ত্রী)	

অধ্যায়-৮

১। بَدَلٌ وَ مُبْدَلٌ বাদাল ও মুবদাল

এটা নতুন	هٰذَا جَدِيْدٌ
বইটি নতুন	اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ

প্রথম বাক্যটিতে ইশারা করে বলা হচ্ছে এটা নতুন, অতঃপর "এটা" এর বদলে "বইটি" ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্যদুটি কে একসাথে করে বলা যায় , هَذَاالْكِتَابُ جَدِيْدٌ "এই বইটি নতুন"। এখানে الْكِتَابُ শব্দটিকে هٰذَا এর "বাদাল" বলা হয় এবং هٰذَا কে বলা হয় مُبْدَلٌ। সহজে মনে রাখার জন্য বলা যায় أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ এর পর اَلْ বিশিষ্ট إِسْمٌ আসলে সেটাই بَدَلٌ

বাদল ও মুবদালের الإِعْرَابُ (বিভক্তি) একই। অর্থাৎ মুবদাল মারফু হলে বাদলও মারফু, মুবদাল মানছুব হলে বাদলও মানছুব ইত্যাদি। তবে নির্দিষ্টতায় মিল থাকা জরুরী নয়।

هٰذَا=مُبْتَدَأٌ وَ هُوَ مُبْدَلٌ الْبَيْتُ=بَدَلٌ كَبِيْرٌ=خَبَرٌ	هٰذاالْبَيْتُ كَبِيْرٌ এই বাড়িটি বড়
هُوَ= مُبْتَدَأٌ صَدِيْقٌ= خَبَرٌ وَ هُوَ مُبْدَلٌ وَ هُوَ مُضَافٌ ي= مُضَافٌ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ= بَدَلٌ	هُوَ صَدِيْقِي مُحَمَّدٌ সে আমার বন্ধু মুহাম্মাদ

লক্ষ্যনীয়ঃ

هٰذاالْبَيْتُ الكَبِيْرُ	هٰذاالْبَيْتُ كَبِيْرٌ
এই বড় বাড়িটি	এই বাড়িটি বড়

কুরআনীয় উদাহরনঃ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ
আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব।	نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
এবং বলা হবেঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে	هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
এই নদী গুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়	وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي
এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

অধ্যায়-৯

১। نَعْتٌ বিশেষণ

যখন একটা اِسْمٌ বা বাক্য অন্য কোন اِسْمٌ এর দোষ-গুন বর্ননা করে তখন তাকে نَعْتٌ বলে। যার গুন বর্ননা করা হয় তাকে مَنْعُوتٌ বলে। نَعْتٌ ও مَنْعُوتٌ এর মধ্যে চারটি বিষয়ে মিল থাকতে হবে,

১ .লিঙ্গ اَلْمُذَكَّرُ /اَلْمُؤَنَّثُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَأٌ
সে একজন মেধাবী ছাত্র	ذَكِيٌّ	طَالِبٌ	هُوَ
সে একজন মেধাবী ছাত্রী	ذَكِيَّةٌ	طَالِبَةٌ	هِيَ

২ .এর সমাপ্তি مَرْفُوْعٌ/مَنْصُوْبٌ/ مَجْرُوْر

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَأٌ
কলমটি ছোট ব্যাগটির মধ্যে	الصَّغِيرَةِ	فِي الْحَقِيبَةِ	اَلْقَلَمُ
ইনি একজন নতুন শিক্ষক	جَدِيدٌ	مُدَرِّسٌ	هَٰذَا

৩ .এর নির্দিষ্টতা نَكِرَةٌ / مَعْرِفَةٌ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	نَعْتٌ	مُبْتَدَأٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ
নতুন শিক্ষকটি লম্বা	طَوِيلٌ	الجَدِيْدُ	اَلْمُدَرِّسُ

৪ .বচন اَلْمُفْرَدُ /اَلتَّثْنِيَّةُ/ اَلْجَمْعُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَأٌ
সে একজন নতুন ছাত্র	جَدِيْدٌ	طَالِبٌ	هُوَ
তারা নতুন ছাত্র	جُدُدٌ	طُلَّابٌ	هُمْ

نَعْتٌ এর পরপরই مَنْعُوتٌ নাও আসতে পারে। যেমনঃ بَيْتُ اللهِ الحَرَامُ আল্লাহর পবিত্র ঘর

কোন একটি শব্দের نَعْتٌ বাক্য হিসেবেও আসতে পারে,

এটা এমন একটা কাজ যা উপকারে আসে	هٰذَا عَمَلٌ يَنْفَعُ
একটি দিন অতিবাহিত হয়েছে যার গরম তীব্র	مَضَى يَوْمٌ حَرَّهُ شَدِيْدٌ
আমি একটা জাহাজ দেখেছিলাম যা ডুবছিল	نَظَرْتُ إلَى سَفِيْنَةٍ تَغْرَقُ
এবং যে ইলম উপকার করে না তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও	وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ
এবং তিনি তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত	وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম।	سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ
তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
সে সুখীজীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
বরং এটা মহান কোরআন	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য।	ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
সেই মহাদিবসে,	لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

২। الاسْمُ الْمَوْصُولُ সম্মন্ধ কারক সর্বনাম

দুটি বিশেষ্যের মধ্যে সংযোগকারী اسم যেমন الَّذِيْ (যিনি/যা/যার/যাকে), مَا (যা/যাকে/যার) , مَنْ (যিনি/যাকে/যার) ইত্যাদিকে আরবীতে الاسْمُ الْمَوْصُولُ বলে। সংযোগকারী বাক্য বা শব্দগুচ্ছকে صِلَّةُ الْمَوْصُوْلِ বলে। যেমন,

যে কলমটি টেবিলের উপর সেটি শিক্ষকটির জন্য	الْقَلَمُ الَّذِي عَلَىٰ الْمَكْتَبِ لِلْمُدَرِّسِ
যে পরীক্ষায় সফল হয়েছে সে আমার বন্ধু	الَّذِي فَازَ فِي الإمْتِحَانِ صَدِيقِيْ
তিনিই হলেন আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন	هُوَاللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
যে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের রিজিকও দিয়েছেন	اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ رَزَقَكُم أيْضًا
যে রাশেদ সফল হয়েছে সে মেধাবী	رَاشِدٌ الَّذِي فَازَ ذَكِيٌّ
যার পিতা মারা গেছেন তিনি একজন শিক্ষক	أَبُو الَّذِي مَاتَ مُدَرِّسٌ
যাদের আমি মসজিদে দেখেছিলাম তারা শিক্ষক	الَّذِينَ رَأَيتُهُم فِي المَسجِدِ مُدَرِّسُونَ
আমি তাদেরকে দেখেছি যারা মসজিদের দিকে গিয়েছিল	رَأَيتُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى المَسجِدِ
তাকে দেখেছিলাম যিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিল	رَأَيْتُ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ
অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন সেই রুপে যেরূপ তারা চেনে	فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ
আমি হারিয়েছি তাকে যে আমাকে হারিয়েছিল	غَلَبْتُ الَّذِي غَلَبَنِيْ
আমি তাই করেছিলাম যা হামিদ বলেছিল	فَعَلْتُ مَا قَالَ حَامِد
যার কলম হারিয়েছে সে ভারত থেকে আগত একজন ছাত্র	الَّذِي قَلَمُهُ ضَاعَ طَالِبٌ مِنَ الهِنْدِ
যার কলম হারিয়েছে সে ভারত থেকে আগত একজন ছাত্র	قَلَمُ الَّذِي ضَاعَ هُوَطَالِبٌ مِنَ الهِنْدِ
কার কলম এটা যেটা আমি টেবিলের নিচে পেয়েছি	قَلَمُ مَنْ هٰذَا الَّذِي وَجَدْتُهُ تَحْتَ المَكْتَبِ؟
যে বাড়িটা সুন্দর সেটা কার?	لِمَنْ البَيتُ الَّذِي جَمِيْلٌ؟
সেটা কার বাড়ি যেটা সুন্দর?	بَيتُ مَنْ هُوَ الَّذِي جَمِيْلٌ؟

কিন্তু অনির্দিষ্ট ইসমের ক্ষেত্রে الاسْمُ الْمَوْصُولُ দরকার হয় না। যেমনঃ

আমার এক বন্ধু (আছে) যে ভারত থেকে (এসেছে)	لِيْ زَمِيْلٌ مِن الهِنْدِ
যে তা বলেছিল সে একজন শিক্ষক হামিদ	حَامِدٌ مُدَرِّسٌ قَالَ ذٰلِكَ
শীঘ্রই আমার শেষ উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক আসবে যারা তোমাদের এমন হাদিস বলবে যা তোমারা শোননি এবং তোমাদের বাপদাদারাও শোনে নি	سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ

লিংগ ও বচন ভেদে الَّذِي এর রূপ

الَّذِيْنَ যারা (পুং)	الَّذَانِ যে দুজন (পুং)	الَّذِي যে (পুং)
الَّاتِيْ যারা (স্ত্রী)	الَّتَانِ যে দুজন) (স্ত্রী)	الَّتِي যে (স্ত্রী)

কুরআনীয় উদাহরণঃ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট।	ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ যা তারা করত।	وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অধ্যায়-১০

১। নাম প্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ

একটা পুর্ন اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ অন্য একটি নামপ্রধান বাক্যের খবর হতে পারে। সেক্ষেত্রে খবরে একটা সর্বনাম আসে যা পুর্বোক্ত মুবতাদাকে নির্দেশ করে।

বাংলা অর্থ	اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ(١)	مُبْتَدَأٌ (١)
আহমাদ, তার একটি ছোট শিশু আছে	لَهُ طِفْلٌ صَغِيْرٌ مُبْتَدَأ(٢)= طِفْلٌ خَبَرٌ(٢)=لَهُ	أَحْمَدُ
আমিনাহ তার সাথে তার বর	مَعَهَا زَوْجُهَا مُبْتَدَأ(٢)= زَوْجٌ خَبَرٌ(٢)=مَعَهَا	آمِنَةُ
এবং আল্লাহ তার কাছে আছে বিরাট পুরস্কার	عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ مُبْتَدَأ(٢)= أَجْرٌ خَبَرٌ(٢)= عِندَهُ	وَاللَّهُ

অধ্যায়-১১, ১২

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি

অধ্যায়-১৩

১। الْمُفْرَدُ একবচন, الْمُثَنَّى দ্বিবচন, الْجَمْعُ বহুবচন

দ্বিবচন করার নিয়মঃ

ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اَنِ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْر অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنِ যোগ করে দ্বিবচন করতে হয়।*

الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
عِنْدِيْ كِتَابَانِ আমার কাছে দুইটি বই	عِنْدِيْ كِتَابٌ আমার কাছে একটি বই	مَرْفُوْعٌ
رَايْتُ طَا لِبَيْنِ দুজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَايْتُ طَالِبًا একজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِطَا لِبَيْنِ এটা দুজন ছাত্রের জন্য	هٰذَا لِطَالِبٍ এটা একজন ছাত্রের জন্য	مَجْرُوْر

الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
عِنْدِيْ حَقِيْبَتَانِ আমার কাছে দুইটি ব্যাগ	عِنْدِيْ حَقِيْبَةٌ আমার কাছে একটি ব্যাগ	مَرْفُوْعٌ
رَايْتُ طَالِبَتَيْنِ দুজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	رَايْتُ طَالِبَةً একজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِطَالِبَتَيْنِ এটা দুজন ছাত্রীর জন্য	هٰذَا لِطَالِبَةٍ এটা একজন ছাত্রীর জন্য	مَجْرُوْر

*শেষে ء ي و ا ইত্যাদি থাকলে ব্যতিক্রম যা আমরা পরে শিখব ইনশাল্লাহ।

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি	خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ
দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে	جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি	مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ
আপনি তাদের কাছে দু ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন	وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ
আমি রাত্রি ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

বহুবচন করার নিয়মঃ

আরবীতে বহুবচন দুপ্রকার ১। جَمْعٌ سَالِمٌ সুগঠিত বহুবচন ২। جَمْعٌ تَكْسِيرٌ ভঙ্গুর বহুবচন

সুগঠিত বহুবচন দুই প্রকারঃ ٢. الجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ ١ . الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ

الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে وْنَ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنَ যোগ করে বহুবচন করতে হয়।

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
هُمْ مُسْلِمُوْنَ তারা মুসলিম	هُوَ مُسْلِمٌ সে একজন মুসলিম	مَرْفُوْعٌ
رَايْتُ مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদেরকে দেখেছিলাম	رَايْتُ مُسْلِمًا একজন মুসলিমকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِمُهَنْدِسِيْنَ এটা প্রকৌশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسٍ এটা একজন প্রকৌশলীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

الْجَمَعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٌ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٍ যোগ করে দ্বিবচন করতে হয়।

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
هُنَّ مُسْلِمَاتٌ তারা মুসলিমা	هِيَ مُسْلِمَةٌ সে একজন মুসলিমা	مَرْفُوْعٌ
رَأيْتُ مُسْلِمَاتٍ মুসলিমাদের দেখেছিলাম	رَأيْتُ مُسْلِمَةً একজন মুসলিমাকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِمُهَنْدِسَاتٍ এটা নারী প্রকৌশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسَةٍ এটা একজন নারী প্রকৌশলীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

সম্পুর্ন নতুন শব্দ বিশিষ্ট। যেমন

	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ
নারী	نِسَاءٌ	إِمْرَأَةٌ

جَمْعُ تَكْسِيرٍ ভঙ্গুর বহুবচনঃ

অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	গঠন	অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	গঠন
পরিবার	أُسَرٌ	أُسْرَةٌ		নতুন	جُدُدٌ	جَدِيْدٌ	
রুম	غُرَفٌ	غُرْفَةٌ	فُعَلٌ	বই	كُتُبٌ	كِتَابٌ	فُعُلٌ
বাক্য	جُمَلٌ	جُمْلَةٌ		রসূল	رُسُلٌ	رَسُوْلٌ	
প্রশ্ন	أَسْئِلَةٌ	سُؤَالٌ		পাঠ	دُرُوْسٌ	دَرْسٌ	
উত্তর	أَجْوِبَةٌ	جَوَابٌ	أفْعِلَةٌ	ঋতু	فُصُوْلٌ	فَصْلٌ	فُعُوْلٌ
				বাড়ি	بُيُوْتٌ	بَيْتٌ	
যুবক	فِتْيَةٌ	فَتًى		শ্রমিক	عُمَّالٌ	عَامِلٌ	
ভাই	إِخْوَةٌ	أَخٌ	فِعْلَةٌ	লেখক	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ	فُعَّالٌ
				পাঠক	قُرَّاءٌ	قَارِئٌ	
সহপাঠি	زُمَلَاءُ	زَمِيْلٌ		দেশ	بِلَادٌ	بَلَدٌ	

জ্ঞানী	حُكَماءُ	حَكِيْمٌ	فُعَلَاءُ	লোক	رِجَالٌ	رَجُلٌ	فِعَالٌ
অপরিচিত	غُرَباءُ	غَرِيبٌ		বয়স্ক	كِبارٌ	كَبِيْرٌ	
জিহবা	أَلْسُنٌ	لِسَانٌ		আত্মীয়	أَقْرِباءُ	قَرِيْبٌ	
মাস	أَشْهُرٌ	شَهْرٌ	أَفْعُلٌ	বন্ধু	أَصْدِقاءُ	صَدِيقٌ	أَفْعِلَاءُ
পা	أَرْجُلٌ	رِجْلٌ		ধনী	أَغْنِيَاءُ	غَنِيٌّ	
ফ্যাক্টরি	مَصَانِعُ	مَصْنَعٌ		বালক	أَولَادٌ	وَلَدٌ	
স্কুল	مَدَارِسُ	مَدْرَسَةٌ	مَفاعِلُ	পুত্র	أَبْنَاءٌ	اِبْنٌ	أَفْعَالٌ
অফিস	مَكَاتِبُ	مَكْتَبٌ		চাচা	أَعْمَامٌ	عَمٌّ	

কুরআনীয় উদাহরনঃ

এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে	وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার	وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে।	أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا
এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ	وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি	ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না।	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ
তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে	فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে।	وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ

২। كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ

বুদ্ধিহীন বহুবচনকে নির্দেশ করতে স্ত্রীবাচক একবচন ইসম ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে একে كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ বলে। যেমনঃ

হে মুহাম্মাদ! এই কলমগুলো কার জন্য?	لِمَنْ هٰذِهِ الْأَقْلَامُ يَا مُحَمَّدُ؟
মসজিদটির দরজাগুলি খোলা।	أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوْحَةٌ
টেবিলের উপর যে বইগুলো (আছে) তা আমার	اَلْكُتُبُ الَّتِي عَلَى الْمَكْتَبِ هِيَ لِيْ
বাড়িগুলো সুন্দর	اَلْبُيُوْتُ جَمِيْلَةٌ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অতএব, আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা পহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ।	اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে	وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ।	لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববতী কিতাবসমূহে	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
এগুলোই এখন তাদের ঘর- বাড়ী।	فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ
এই তো তাদের বাড়ীঘর- তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।	فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا

অধ্যায়-১৪

১। اَيٌّ (কোন) শব্দের ব্যাবহার

اَيٌّ শব্দের অর্থ ''কোন''। এটা مُضَافٌ এবং এর পরবর্তী শব্দ হবে অনির্দিষ্ট ও মাজরুর।

أَيُّ طَالِبٍ خَرَجَ؟ কোন ছাত্রটি বের হয়েছিলো?	مَرْفُوْعٌ
أَيَّ كِتَابٍ قَرَأْتَ؟ কোন বইটি তুমি পড়েছিলে?	مَنْصُوْبٌ
بِاَيِّ قَلَمٍ كَتَبْتَ؟ কোন কলম দিয়ে তুমি লিখেছিলে?	مَجْرُوْرٌ

অধ্যায়-১৫,১৬,১৭

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি

অধ্যায়-১৮

১। كَمْ [কত] শব্দের ব্যাবহার

كَمْ كِتَاباً لَكَ ؟ তোমার কয়টি বই আছে?	প্রশ্ন করতে كَمْ এর পরবর্তী ইসম একবচন, অনির্দিষ্ট ও مَنْصُوْبٌ হবে।
كَمْ مِنَ الكِتَابِ عِنْدَكَ؟ কয়টি বই তোমার কাছে? كَم مِّن حُجرَةٍ فِي البَيتِ؟ কয়টি রুম আছে ঘরটিতে?	كَمْ مِنْ হলে এর পরবর্তী ইসম নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ি হতে পারে।
بِكَمْ رِيَالاً هٰذَا؟ অথবা بِكَمْ رِيَالٍ هٰذَا؟ এটা কত রিয়াল?	كَمْ এর পুর্বে হারফ জার থাকলে ইসমটি مَجْرُوْر বা مَنْصُوْبٌ উভয়ই হতে পারে

**শব্দের শেষে ة ছাড়া অন্য হরফের উপর দুই যবর হলে আলিফ যোগ করতে হয়।

কুরআনীয় উদাহরনঃ

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন	كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায়	كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি	وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ
আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়?	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ

অধ্যায়-১৯

১। الْعَدَدُ নম্বর

স্ত্রী বাচক عَدَدٌ	পুং বাচক عَدَدٌ	অঙ্ক
وَاْحِدَةٌ	وَاْحِدٌ	١
اِثْنَتَاْنِ	اِثْنَاْنِ	٢
ثَلاثَةٌ	ثَلاثٌ	٣
أَرْبَعَةٌ	أَرْبَعٌ	٤
خَمْسَةٌ	خَمْسٌ	٥
سِتَّةٌ	سِتٌّ	٦
سَبْعَةٌ	سَبْعٌ	٧
ثَمَاْنِيَةٌ	ثَمَاْنٍ	٨
تِسْعَةٌ	تِسْعٌ	٩
عَشَرَةٌ	عَشْرٌ	١٠

গননাঃ ১–২

সংখ্যা গুলোকে عَدَدٌ ও যাকে গননা করা হয় তাকে مَعْدُوْدٌ বলে। ১-২ এর ক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ গুলো نَعْتٌ ও مَنْعُتٌ এর মত কাজ করে।

طَالِبَةٌ وَاحِدَةٌ	طَالِبٌ وَاحِدٌ
طَالِبَتَانِ اِثْنَتَانِ	طَالِبَانِ اِثْنَانِ

গননাঃ ৩-৯

এক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ যথাক্রমে مُضَافٌ إِلَيْهِ ও مُضَافٌ এর মত কাজ করে। পুরুষবাচক শব্দ গননা করতে হয় স্ত্রীবাচক عَدَدٌ দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় পুরুষবাচক عَدَدٌ দিয়ে। বিভক্তি পরিবর্তনশীল।

ثَلَاثُ طَالِبَاتٍ	ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ
أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ	أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ
خَمْسُ طَالِبَاتٍ	خَمْسَةُ طُلَّابٍ
سِتُّ طَالِبَاتٍ	سِتَّةُ طُلَّابٍ
سَبْعُ طَالِبَاتٍ	سَبْعَةُ طُلَّابٍ
ثَمَانِي طَالِبَاتٍ	ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ
تِسْعُ طَالِبَاتٍ	تِسْعَةُ طُلَّابٍ
عَشْرُ طَالِبَاتٍ	عَشَرَةُ طُلَّابٍ

অধ্যায়-২০,২১

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি

অধ্যায়-২২

১। اَللَّوْنُ রঙ

বহুবচন (فُعْلٌ)	স্ত্রী (فَعْلَاءُ)	পুং (اَفْعَلُ)	রঙ (لَوْنٌ)
بِيْضٌ	بَيْضَاءُ	اَبْيَضُ	সাদা
سُوْدٌ	سَوْدَاءُ	اَسْوَدُ	কালো
حُمْرٌ	حَمْرَاءُ	اَحْمَرُ	লাল
خُضْرٌ	خَضْرَاءُ	اَخْضَرُ	সবুজ
صُفْرٌ	صَفْرَاءُ	اَصْفَرُ	হলুদ
زُرْقٌ	زَرْقَاءُ	اَزْرَقُ	নীল
سُمْرٌ	سَمْرَاءُ	اَسْمَرُ	বাদামী

আমার একটি হলুদ জামা আছে	عِنْدِيْ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ
তোমার কাছে কি লাল কলম আছে?	هَلْ عِنْدَكَ قَلَمٌ أَحْمَرُ؟
আকাশের রঙ নীল	لَوْنُ السَّمَاءِ اَزْرَقُ
নীল রঙ্গের কলমগুলো কার?	لِمَنِ الأَقْلَامُ الزَّرْقَاءُ
আমাকে একটা সবুজ জামা দাও	أَعْطِنِي قَمِيْصًا اخْضَرَ
আমি লাল ফুল ভালোবাসি	أُحِبُّ الزُّهُوْرَ الْحَمْرَاءَ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম	عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ
আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়	وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী–যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে	قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ–সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ।	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও।	الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ
সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়।	وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

২। الْمِمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ দ্বিরূপী

কিছু শব্দ আছে যারা تَنْوِيْنٌ গ্রহন করে না এবং مَجْرُوْر অবস্থায় যের এর বদলে যবর গ্রহন করে। আরবীতে এদেরকে المِمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ বলে। যেমনঃ

এই বইটি হামজার	هٰذَا الْكِتَابُ لِحَمْزَةَ
হামিদ লন্ডনে গেল	حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى لَنْدَنَ
উসমানের কলমটি লাল	قَلَمُ عُثْمَانَ أَحْمَرُ

এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরুপঃ

حَدَاءِقُ، اَسَاوِرُ، مَدَارِسُ، مَسَاجِدُ، مَنَادِيْلُ، فَنَادِقُ، اَنَامِلُ، سَلاَسِلُ কিন্তু مَفَاعِلَةٌ গঠন দ্বিত্ব নয়। যেমন دَكَاتِرَةٌ، تَلاَمِذَةٌ , এমনকি এই প্যাটার্নের একবচনও দ্বিত্ব নয়। যেমন طَمَاطِمُ، بَطَاطِسُ، طَبَاشِيْرُ، سَرَاوِيْلُ ,ইত্যাদি।	مَفَاعِلُ বা مَفَاعِيْلُ গঠনের বহুবচন।
حَمْزَةُ، زَيْنَبُ، اٰمِنَةُ কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব উভয়ই হতে পারে। যদিও ত্রিত্ব হিসেবে ব্যবহারই উত্তম। যেমন هِنْدٌ، دَعْدٌ، رِيْمٌ ,	স্ত্রীবাচক নামঃ
بَاكِسْتَانُ، وِلْيَامُ، إِبْرَاهِيْمُ ইত্যাদি। কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন তারা ত্রিত্ব। যেমন , شِيْثٌ، نُوْحٌ، لُوْطٌ، جُرْجٌ কিন্তু নারীবাচক হলে আবার দ্বিত্ব। যেমন مُوْشُ، نِبْسُ، حِمْصُ، بَلْخُ ,	আযমী নামঃ
هُبَلُ، زُحَلُ، زُفَرُ، عُمَرُ	পুরুষবাচক আরবী নাম যা فُعَلُ গঠনের।
عُثْمَانُ، شَعْبَانُ، مَرْوَانُ، رَمْضَانُ কিন্তু فَعَّالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব নয়। যেমন حَسَّانٌ ,	যদি শেষে একটি অতিরিক্ত আলিফ ও নুন থাকে।
যেমন, اَحْمَدُ، اَجْمَلُ যা اَذْهَبُ এর মত বা يَزِيْدُ যা يَبِيْعُ এর মত।	যদি ক্রিয়ার গঠনের মত হয়।

حَضْرَمَوْتُ، مَعْدِيْكَرِبُ	যদি দুটি اِسْمٌ জোড়া দিয়ে হয়।
(كُبْرَى) اَحْمَرُ (حَمْرَاءُ) ، اَكْبَرُ কিন্তু اَرْمَلٌ দ্বিত্ব নয় কারণ তার স্ত্রীবাচক اَرْمَلَةٌ	اَفْعَلٌ গঠনের বিশেষণ যা ة যোগে স্ত্রীবাচক হয় না।
مَلْاَنُ، عَطْشَانُ، شَبْعَانُ، جَوْعَانُ	فَعْلاَنُ গঠনের বিশেষণ
اُخَرُ যা اُخْرَى শব্দের বহুবচন।	

অধ্যায়-২৩

১। পুর্ববর্তী অধ্যায়ের সমষ্টি

বুক-২

অধ্যায়-১

১। إِنَّ এর ব্যবহার

إِنَّ অর্থ "নিশ্চয়ই"। একে বলা হয় حَرْفُ تَوْكِيْدٍ وَ نَصْبٍ যা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ইসমের পুর্বে বসে তাকে মানসুব করে। যেমন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
নিশ্চয়ই হামিদ একজন ছাত্র	إِنَّ حَامِدًا طَالِبٌ
নিশ্চয়ই শিক্ষকটি নতুন	إِنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ

إِنَّ এর পর মুবতাদাকে বলা হয় إِسْمُ إِنَّ এবং খবরকে বলা হয় خَبَرُ إِنَّ । উপরোক্ত বাক্য সমুহে ,اللَّهَ ,حَامِدًا الْمُدَرِّسَ হল إِسْمُ إِنَّ এবং ,الصَّابِرِينَ ,طَالِبٌ جَدِيْدٌ হল خَبَرُ إِنَّ।

إِنَّ এর পরপরই إِسْمُ إِنَّ নাও থাকতে পারে।যেমনঃ

নিশ্চয়ই আমার পাঁচজন ভাই আছে	إِنَّ لِيْ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ
নিশ্চয়ই পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

إِنَّ এর সাথে সর্বনামের ব্যবহারঃ

إِنَّهُمْ	إِنَّهُمَا	إِنَّهُ
إِنَّهُنَّ	إِنَّهُمَا	إِنَّهَا
إِنَّكُمْ	إِنَّكُمَا	إِنَّكَ
إِنَّكُنَّ	إِنَّكُمَا	إِنَّكِ
إِنَّنَا/ إِنَّا		إِنَّنِيْ/ إِنِّيْ

إِنَّ এর মত আরও কিছু حَرْفٌ আছে যাদেরকে إِنَّ এর বোন বলা হয়। যেমন, أَنَّ كَأَنَّ لَعَلَّ وَلَكِنَّ لَيْتَ ইত্যাদি।

শুনেছিলাম যে শিক্ষকটি নতুন	سَمِعْتُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ	যে	أَنَّ
ইমামটি যেন অসুস্থ	كَأَنَّ الْإِمَامَ مَرِيْضٌ	যেন	كَأَنَّ
হামিদ পরিশ্রমী কিন্তু খালিদ অলস	حَامِدٌ مُجْتَهِدٌ وَلَكِنَّ خَالِدًا كَسْلَانُ	কিন্তু	وَلَكِنَّ
তবে আল্লাহর আযাব কঠিন	وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ	তবে	وَلَكِنَّ
হয়ত ছাত্রটি অসুস্থ	لَعَلَّ الطَّالِبَ مَرِيْضٌ	হয়ত (ভয়)	لَعَلَّ
হয়ত আবহাওয়া ভালো	لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِيْلٌ	হয়ত (আশা)	لَعَلَّ
যদি যৌবন ফিরে আসতো !	لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ	হায়, যদি!	لَيْتَ

قَالَ , ইসমুল মাউসুলি, হারফু কসামিন (وَ، تَ، بِ) এগুলোর পরে এবং শব্দের শুরুতে إِنَّ ব্যবহৃত হয়। বাকী স্থানে أَنَّ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন।	وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ
কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।	وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম	يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
এবং কাফের বলবেঃ হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।	وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا
নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারনা পাপ	إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

২। ذُوْ এর ব্যবহার

ذُوْ অর্থ “অধিকারী/বিশিষ্ট/ওয়ালা”। এটা খবর বা নাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ذُوْ হল মুদাফ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি হবে মুদাফ ইলাইহি।

অর্থ	উদাহরণ	ذُوْ এর অবস্থা
বেলাল জ্ঞানের অধিকারী	بِلَالٌ ذُوْ عِلْمٍ	خَبَرٌ
এই ছাত্রটি চরিত্রবান	هٰذَا الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ	خَبَرٌ
মিনার সহ মসজিদটি বড়	اَلْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ	نَعْتٌ
আমাদের মহল্লায় মিনারসহ একটি মসজিদ আছে	فِيْ حَيِّنَا مَسْجِدٌ ذُوْ مَنَارَةٍ	نَعْتٌ
আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের উপর নিয়ামত পুর্ন	اَللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ	خَبَرٌ
আমি দাড়ি ওয়ালা লোকটিকে চিনি	أَعْرِفُ الرَّجُلَ ذَا اللِّحْيَةِ	نَعْتٌ

লক্ষ্যনীয়ঃ ذُوْ যখন নির্দিষ্ট اسم এর نَعْت হিসেবে আসে তখন মুদফ ইলাহীতে اَلْ যোগ হয়। এটা এ কারনে যে, মুদফ হওয়ার দরুন ذُوْ এর সাথে ال হতে পারেনা। যেমন اَلْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ বাক্যে اَلْمَسْجِدُ নির্দিষ্ট হওয়াতে মুদাফ ইলাইহি اَلْ বিশিষ্ট হয়েছে اَلْمَنَارَةِ

একজন দাড়ি ওয়ালা লোক	رَجُلٌ ذُوْ لِحْيَةٍ
দাড়ি ওয়ালা লোকটি	اَلرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই দাড়ি ওয়ালা লোকটি	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই লোকটি দাড়ি ওয়ালা	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ لِحْيَةٍ

ذُوْ এর রুপ তার দ্বারা নির্দেশিত ইসমটির বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

বহুবচন	একবচন		
الطُّلَّابُ ذَوُوْ العِلْمِ ذَهَبُوْا أَمْسِ জ্ঞানী ছাত্ররা গতকাল গিয়েছিল	الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ ছাত্রটি চরিত্রবান	মারফু	পুরুষ
رَأَيْتُ الطُّلَّابَ ذَوِيْ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রদেরকে দেখেছিলাম	أَعْرِفُ الطَّالِبَ ذَا النَّظَّارَةِ চশমা পড়া ছাত্রটিকে আমি চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طُلَّابٍ ذَوِيْ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ إِلَى رَجُلٍ ذِيْ مَالٍ সম্পদশালী এক লোকের কাছে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

هَؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ ذَوَاتُ عِلْمٍ এই ছাত্রীগন জ্ঞানী	الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ ছাত্রীটি চরিত্রবান	মারফু	স্ত্রী
أَعْرِفُ طَالِبَاتٍ ذَوَاتِ خُلُقٍ আমি চরিত্রবান ছাত্রীদেরকে চিনি	أَعْرِفُ طَالِبَةً ذَاتَ خُلُقٍ আমি একজন চরিত্রবান ছাত্রীকে চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طَالِبَاتٍ ذَوَاتِ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রীদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ مَعَ الطَّالِبَةِ ذَاتِ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রীটির সাথে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

কুরআনীয় উদাহরনঃ

এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ	فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
শপথ চক্রশীল আকাশের	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে	سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি	فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

৩। أَوْ এর ব্যবহার

أَوْ অর্থ 'অথবা'। যেমনঃ

বেলাল অথবা হামিদ বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ أَوْ حَامِدٌ
আমি বেলাল অথবা হামিদকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ بِلَالًا أَوْ حَامِدًا
গাড়িটি বেলালের অথবা হামিদের	السَّيَّارَةُ لِبِلَالٍ أَوْ لِحَامِدٍ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে...	فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে	كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না	إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

লক্ষ্যনীয়ঃ বিবৃতি মুলক বাক্যে 'অথবা' অর্থে أَوْ কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ব্যবহৃত হয়।

৪। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أَ ব্যবহার

তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ডাক্তার ?	أَ مُهَنْدِسٌ أَنْتَ أَمْ طَبِيْبٌ؟
তুমি পাকিস্তান থেকে নাকি ভারত থেকে ?	أَمِنْ بَاكِسْتَانَ أَنْتَ أَمْ مِنَ الهِنْدِ؟
এটা আমার নাকি তোমার ?	أَلِيْ هٰذَا أَمْ لَكَ؟

৫। أَلْفٌ ও مِائَةٌ

مِائَةٌ = এক শত এবং أَلْفٌ = এক হাজার। এই দুটি নম্বরের পর মাদুদ (যাকে গননা করা হয়) একবচন মাজরুর হয়। পুরুষ ও স্ত্রী বাচকের জন্য এর রুপ পরিবর্তন হয় না। তবে এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল।

فِي فَصْلِنَا الْفُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে এক হাজার ছাত্র	فِي فَصْلِنَا مِائَةُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে একশত ছাত্র	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ الْفَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ আমি মসজিদে একশত লোক দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مِائَةَ طَالِبٍ فِيْ الشَّارِعِ আমি রাস্তায় একশত ছাত্র দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ কদরের রাতটি হাজার মাস হতে উত্তম	إِشْتَرَيْتُ هٰذَا الْكِتَابَ بِمِائَةِ رُبِيَّةٍ এই বইটি একশত রুপি দিয়ে কিনেছিলাম	مَجْرُوْرٌ

কুরআনীয় উদাহরণঃ

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।	أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।	قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে;	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর।	فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

৬। ‘যে’ অর্থে قَالَ এর পরে إِنَّ অন্যথায় أَنَّ

শিক্ষক বলল যে অবশ্যই আগামিকাল পরীক্ষা	قَالَ الْمُدَرِّسُ اِنَّ الْإِمْتِحَانَ غَدًا
আমি শুনলাম যে আগামিকাল পরীক্ষা	سَمِعْتُ اَنَّ الْإِمْتِحَانَ غَدًا
হামিদ বলল যে সে অসুস্থ	قَالَ حَامِدٌ اِنَّهُ مَرِيضٌ
আমরা বুঝলাম যে পাঠটি সহজ	فَهِمْنَا اَنَّ الدَّرْسَ سَهْلَةٌ

অধ্যায়-২

১। لَيْسَ এর ব্যবহার

لَيْسَ হল সহায়ক ক্রিয়া যার অর্থ “নয়” ইংরেজিতে “is not”। এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَيْسَ حَامِدٌ بِمُدَرِّسٍ ‘হামিদ শিক্ষক নয়’। এখানে حَامِدٌ হল إِسْمُ لَيْسَ এবং بِمُدَرِّسٍ হল خَبَرٌ لَيْسَ। لَيْسَ এর পর সাধারণত بِ যোগ হয়।

না বাচক	হ্যাঁ বাচক
لَيْسَ الْقَلَمُ بِمَكْسُوْرٍ	اَلْقَلَمُ مَكْسُوْرٌ
কলমটি ভাঙ্গা নয়	কলমটি ভাঙ্গা
لَيْسَ الْكِتَابُ بِجَدِيْدٍ	اَلْكِتَابُ جَدِيدٌ
বইটি নতুন নয়	বইটি নতুন
لَيْسَ لِيْ أَخٌ	لِيْ أَخٌ
আমার কোন ভাই নাই	আমার এক ভাই

তবে لَيْسَ এর পর حَرْفُ جَرٍّ থাকলে بِ যোগ হয় না যেমন

তাদের হেদায়েত তোমার উপর নয় বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দেন	لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
সিদ্ধান্তের কোন কিছুই তোমার নয়	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
কাফেররা বলেঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا
সে আমাদের অন্তরভুক্ত নয় যে গোত্রবাদের দিকে আহবান করে	لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ

لَيْسَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

لَيْسُوْا	هُمْ	لَيْسَا	هُما	لَيْسَ	هُوَ
لَسْنَ	هُنَّ	لَيْسَتَا	هُما	لَيْسَتْ	هِيَ
لَسْتُمْ	انْتُمْ	لَسْتُمَا	انْتُما	لَسْتَ	أَنْتَ
لَسْتُنَّ	انْتُنَّ	لَسْتُمَا	انْتُما	لَسْتِ	أَنْتِ
لَسْنَا	نَحْن			لَسْتُ	أَنَا

অধ্যায়-৩

১। إِسْمُ التَّفْضِيْلِ তুলনার্থে ব্যবহৃত বিশেষ্য

তুলনার্থে ব্যবহৃত ইসমগুলোকে إِسْمُ التَّفْضِيْلِ বলে। এগুলো أَفْعَلُ গঠনের। যেমনঃ أَكْبَرُ، أَطْوَلُ، أَحْسَنُ ইত্যাদি। দুইয়ের মধ্যে তুলনা إِسْمُ التَّفْضِيْلِ এরপর مِنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয় না।

বেলাল হামিদের থেকে ভালো	بِلَالٌ أَحْسَنُ مِنْ حَامِدٍ
বেলাল হামিদের থেকে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أَحْسَنُ طَالِبٍ مِنْ حَامِدٍ
আয়িশা আমিনার চেয়ে ভালো ছাত্রী	عَائِشَةُ أَحْسَنُ طَالِبَةٍ مِنْ آمِنَةَ
তারা তোমাদের থেকে ভালো ছাত্র	هُمْ أَفْضَلُ طُلَّابٍ مِنْكُمْ

বিশেষঃ তিনের অধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি সম্বলিত কিংবা أَفْعَلُ/ فَعْلَاءُ প্যাটার্নের إِسْمٌ গুলোর পিছনে أَشَدُّ বা أَعْظَمُ বা أَكْثَرُ যোগ করে এবং ইসমটিকে মানসুব করে তুলনা করতে হয়।

أَكْثَرُ أَبْيَضَ	أَبْيَضُ
অধিকতর সাদা	সাদা

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ।	وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا
আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

সবার সাথে তুলনা দুইভাবে করা যায়।

১। ال যুক্ত করে (এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয়)

সবচেয়ে বড় ঘরটি আরামদায়ক	الْبَيْتُ الأَكبَرُ مُرِيْحٌ
সবচেয়ে বড় ঘরটি সুন্দর	الدَّارُ الكُبْرَى جَمِيْلَةٌ
হামিদ সবচেয়ে বড়	حَامِدٌ الْأكْبَرُ
খদিজা সবচেয়ে বড়	خَدِيْجَةُ الكُبْرَى
সবচেয়ে মহান শহীদগন	الشُّهَدَاءُ الأَكَابِرُ

২। মুদাফ ইলাইহি যোগ করে

আলিয়া সবচেয়ে ভালো ছাত্রী	عَالِيَةُ أحسَنُ طَالِبَةٍ
বেলাল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أحْسَنُ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ
সালমানের বাড়িটি সবচেয়ে বড়	بَيتُ سَلْمَانَ أكبَرُ بيتٍ
আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ভাষা	اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ أَسْهَلُ لُغَةٍ فِي الْعَالَمِ
ফাতিমা আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী	فَاطِمَةُ أفْضَلُ طَالِبَةٍ فِي فَصْلِنَا
এই যুবকেরা সবচেয়ে লম্বা হাজ্জী	هَاؤُلَاءِ الفِتيَةُ أطْوَلُ حُجَّاجٍ
আমার রব আমার কাছে এসেছিল সর্বোত্তম আকৃতিতে	أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ
সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল জালিম বাদশার সামনে ন্যায় কথা বলা	أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।	وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।	وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন?	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
তিনি সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী	وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

২। নম্বর ১১-২০

গননাঃ ১১–১২

সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ। দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।১২ এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল

إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفُوْعٌ مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ
إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً	إِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفُوْعٌ
إِثْنَتَي عَشْرَةَ طَالِبَةً	إِثْنَي عَشَرَ طَالِبًا	مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ

গননাঃ ১৩–১৯

সংখ্যা গুলোর কেবল দ্বিতীয় অংশ مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।

ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا
أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا
سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا
سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
ثَمَانِيْ عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا
تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
আমার কাছে তেরো রিয়াল আছে	عِنْدِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
আমি তেরো রিয়াল চাই	أُرِيْدُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
এই বইটি তেরো রিয়াল	هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا

গননাঃ ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ...৯০ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক مَعْدُوْدٌ এর জন্য এগুলোর রূপ পরিবর্তন হয় না। মাদুদ একবচন মানসুব। বিভক্তির পরিবর্তন সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচনের বিভক্তির ন্যায়।	
عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً	ثَلاثُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا
خَمْسُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسُوْنَ طَالِبًا
سِتُّوْنَ طَالِبَةً	سِتُّوْنَ طَالِبًا
سَبْعُوْنَ طَالِبَةً	سَبْعُوْنَ طَالِبًا
ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً	ثَمَانُوْنَ طَالِبًا
تِسْعُوْنَ طَالِبَةً	تِسْعُوْنَ طَالِبًا

৩। ক্রমবাচক সংখ্যা

স্ত্রী বাচক	পুরুষ বাচক	
الأُوْلىٰ	الأَوَّلُ	প্রথম
الثَّانِيَةُ	الثَّانِي	দ্বিতীয়
الثَّالِثَةُ	الثَّالِثُ	তৃতীয়
الرَّابِعَةُ	الرَّابِعُ	চতুর্থ
الْخَامِسَةُ	الخَامِسُ	পঞ্চম
السَّادِسَةُ	السَّادِسُ	ষষ্ঠ
السَّابِعَةُ	السَّابِعُ	সপ্তম
الثَّامِنَةُ	الثَّامِنُ	অষ্টম
التَّاسِعَةُ	التَّاسِعُ	নবম
العَاشِرَةُ	العَاشِرُ	দশম

ক্রমবাচক সংখ্যার উদাহরণ

আমি প্রথম পাঠ পড়েছিলাম	قَرَأْتُ الدَّرْسَ الأَوَّلَ	প্রথম পাঠ	الدَّرْسُ الأَوَّلُ
আমি দ্বিতীয় তলায় থাকি	أَسْكُنُ فِيْ الطَّابِقِ الثَّانِي	দ্বিতীয় তলা	الطَّابِقُ الثَّانِي
আমরা ৩য় ফ্লাটে গিয়েছিলাম	ذَهَبْنَا إِلَى الشَّقَّةِ الثَّالِثَةِ	তৃতীয় ফ্ল্যাট	الشَّقَّةُ الثَّالِثَةُ
হামিদ চতুর্থ বছরে পাস করেছিলো	نَجَحَ حَامِدٌ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ	চতুর্থ বছর	السَّنَةُ الرَّابِعَةُ
আমরা পঞ্চম দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْنَا مِنَ الْبَابِ الْخَامِسِ	পঞ্চম দরজা	الْبَابُ الْخَامِسُ
ষষ্ঠ পরীক্ষা আসছে	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ قَادِمٌ	ষষ্ঠ পরীক্ষা	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ
সপ্তম ঘরটি পরিচালকের	الْبَيْتُ السَّابِعُ لِلْمُدِيْرِ	সপ্তম ঘর	الْبَيْتُ السَّابِعُ
আব্বাস অষ্টম পৃষ্ঠা খুলেছিল	فَتَحَ عَبَّاسٌ الصَّفْحَةَ الثَّامِنَةَ	অষ্টম পৃষ্ঠা	الصَّفْحَةُ الثَّامِنَةُ
আমরা সেখানে নবম দিনে পৌছেছিলাম	وَصَلْنَا إِلَى هُنَاكَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ	নবম দিন	الْيَوْمُ التَّاسِعُ
আমরা এখানে দশম বছরে ফিরে এসেছিলাম	رَجَعْنَا هُنَا فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ	দশম বছর	السَّنَةُ الْعَاشِرَةُ

পুনরাবৃত্তিঃ

مَرَّةً أُخْرَى	أَوَّلُ مَرَّةٍ	كُلُّ مَرَّةٍ	ثَلَاثَ مَرَّاتٍ	مَرَّتَانِ	مَرَّةً
দ্বিতীয়বার	প্রথমবার	সব সময়	তিন বার	দুইবার	একবার

উদাহরণ

যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম।	كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অধ্যায়-৪

১। الْفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া

الْمَاضِي -এর সাধারন গঠন হলঃ فَعَلَ ،فَعِلَ ،فَعُلَ ইত্যাদি।

-৯৫% ক্রিয়া তিন অক্ষর বিশিষ্ট!

-ক্রিয়ার মূল রুপ হল অতীত কাল,পুরুষবাচক ও একবচন।

- فِعْلٌ (ক্রিয়ার) সাথে সর্বদা فَاعِلٌ (ক্রিয়াকারক) থাকবে।

	فَعُلَ		فَعِلَ		فَعَلَ
সে করুনা করল	كَرُمَ	সে শুনল	سَمِعَ	সে সাহায্য করল	نَصَرَ
সে বড় হল	كَبُرَ	সে ভাবল	حَسِبَ	সে প্রহার করল	ضَرَبَ
সে ছোট হল	صَغُرَ	সে করল	عَمِلَ	সে লিখল	كَتَبَ
সে সহজ হল	سَهُلَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে পাঠ করল	دَرَسَ
সে কঠিন হল	صَعُبَ	সে বুঝল	فَهِمَ	সে পাঠালো	بَعَثَ
		সে প্রসংসা করল	حَمِدَ	সে খুলল	فَتَحَ
		সে আনন্দিত হল	فَرِحَ	সে গেল	ذَهَبَ
		সে রাগন্বিত হল	غَضِبَ	সে বের হল	خَرَجَ
		সে নিরাপদ হল	سَلِمَ	সে ফিরে আসল	رَجَعَ
		সে ক্লান্ত হল	تَعِبَ	সে খেলো	أَكَلَ
				সে বসলো	جَلَسَ

গঠনানুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الصَّحِيْحَةُ সবল ক্রিয়া যে ক্রিয়াগুলোতে ي এবং و থাকে না। যেমনঃ

সে বড় হল	كَبُرَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে লিখল	كَتَبَ

খ) الفِعْلُ الْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া যে ক্রিয়াগুলোতে ي এবং و থাকে। যেমনঃ

সে পথ দেখালো	هَدَى (هَدَيَ)	সে হাটল	سَارَ (سَيَرَ)	সে পেল	وَجَدَ

কাল অনুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ ذَهَبَ সে গেল

খ) الفِعْلُ المضَارِعُ বর্তমান/ভবিষ্যত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ يَذْهَبُ সে যায়/যাবে

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

২। না বোধক অতীত

অতীত কালের ক্রিয়ায় না অর্থে ما ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

আমি কফি পান করিনি	مَا شَرِبْتُ الْقَهْوَةَ
আমি আজ অফিসে যাইনি	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ الْيَوْمَ
তুমি কি পাঠটি লিখনি ?	أمَا كَتَبْتَ الدَّرْسَ؟
আয়েশা আমার সাথে যায়নি	مَا ذَهَبَتْ عَائِشَةُ مَعِي

৩। দূর অতীত কাল = كَانَ + الْمَاضِي

অতীতে একটা কাজ অনেক পুর্বে হয়েছিল এরুপ বোঝাতে كَانَ + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

সামির আরবী ভাষা পড়েছিল	كَانَ سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
আমি আরবী ভাষা পড়েছিলাম	كُنْتُ دَرَسْتُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ

৪। অতীতে সম্ভাবনা = يَكُونُ + الْمَاضِي অথবা لَعَلَّمَا + الْمَاضِي

সামির সম্ভবত আরবী ভাষা পড়েছিল	لَعَلَّمَا سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ সম্ভবত মাসজিদে গিয়েছিল	لَعَلَّمَا حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ
সামির আরবী ভাষা পড়ে থাকবে	يَكُونُ سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ মাসজিদে যেয়ে থাকবে	يَكُوْنُ حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

৫। অতীতে কাজের জন্য আফসোস = لَيْتَمَا + الْمَاضِي

অতীতে কাজের জন্য আফসোস বোঝাতে لَيْتَمَا + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

যদি সামির আরবী ভাষা পড়ত!	لَيْتَمَا سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
যদি তোমরা জানতে!	لَيْتَمَا عَلِمْتُمْ

৬। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার

ক্রিয়ার সাথে হারফ জার		فِعل + صِلَةُ الْفِعْل	
স্বচেষ্ট হল	ضَرَبَ فِي	সে আসল	أَتَى
উল্লেখিত	ضَرَبَ لِ	নিয়ে আসল	أَتَى بِ
জমা করল	ضَرَبَ عَلَى	খোজা	بَغَى
উদাহরণ দিল	ضَرَبَ مَثَلًا	অবিচার করল	بَغَى عَلَى
ছাপিয়ে গেল	عَفَا	তাওবা করল	تَابَ،تَابَ إِلَى

ক্ষমা করল	عَفَا عَنْ	তাওবা গ্রহন করল	تَابَ عَلَى
পুর্ন করল	قَضَى	আসল	جَاءَ
বিচার করল	قَضَى بَيْنَ	নিয়ে আসল	جَاءَ بِ
হত্যা করল	قَضَى عَلَى	গেলো	ذَهَبَ
রাখলো	وَضَعَ	নিয়ে গেলো	ذَهَبَ بِ
মুছে দিল	وَضَعَ عَنْ	চলে গেল	ذَهَبَ عَنْ
ফিরে গেল	وَلَّى	সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ
একটা দিকে ফিরে যাওয়া	وَلَّى إِلَى	)কারও উপর (সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ عَنْ
কিছু হতে ফিরে গেল	وَلَّى عَنْ	সাক্ষ্য দেওয়া	شَهِدَ
		বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া	شَهِدَ عَلَى

৭। ঘটমান অতীত কাল = كَانَ + الْمُضَارِعُ

অতীতে একটা কাজ চলছিল এরুপ বোঝাতে كَانَ + الْمُضَارِعُ ব্যবহৃত হয়।

হামিদ খাচ্ছিল	كَانَ حَامِدٌ يَأْكُلُ
খাদিজা খাচ্ছিল	كَانَتْ خَدِيْجَةُ تَأْكُلُ
তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন	كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত	وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
আযাব আস্বাদন কর যেহেতু তোমরা কুফরী করতে	فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

৮। প্রশ্নের উত্তরে بَلَى، لا، نَعَمْ ইত্যাদির ব্যবহার

হাঁ বোধক প্রশ্নের উত্তর হাঁ বোধক হলে نَعَمْ এবং না বোধক হলে لا

না বোধক প্রশ্নের উত্তর হ্যা বোধক হলে بَلَى এবং না বোধক হলে نَعَمْ

তুমি কি গতকাল স্কুলে গিয়েছিলে?	اَذَهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ؟	প্রশ্ন
হ্যাঁ ,আমি গিয়েছিলাম।	نَعَمْ، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
না ,আমি যাইনি।	لا، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর
তুমি কি আজ লাইব্রেরীতে যাওনি ?	اَمَا ذَهَبْتَ اِلَى الْمَكْتَبَةِ الْيَوْمَ ؟	প্রশ্ন
অবশ্যই !গিয়েছিলাম ।	بَلَى، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
হ্যা ,আমি যাইনি ।	نَعَمْ، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর

প্রশ্নবোধক বাক্যের কুরআনীয় উদাহরণঃ

তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ!	قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ
তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ?	أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ
আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ?	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে,	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি?	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ
তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে?	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে	قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ
বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে?	قَالَ كَمْ لَبِثْتَ

আজ রাজত্ব কার?	لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?	أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

৯। لِأَنَّ ও فَإِنَّ এর ব্যবহার

কারন অর্থে لِأَنَّ এবং যেহেতু/ অতএব/ তবে অর্থে فَإِنَّ এর ব্যবহার লক্ষ্য করি

শার্টটি পরিষ্কার কর যেহেতু সেটা ময়লা।	اِغْسِلِ القَمِيْصَ فَاِنَّهُ وَسِخٌ
আমি আজ স্কুলে যাইনি কারণ আমি অসুস্থ	مَا ذَهَبْتُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَ لِأَنِّي مَرِيْضٌ
আমরা আরবী ভাষা শিখেছিলাম কারন সেটা কুরআনের ভাষা	دَرَسْنَا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِأَنَّهَا لُغَةُ القُرْآنِ
বাড়ি থেকে বের হইনি কারন আবহাওয়া ঠান্ডা	مَا خَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ لِأَنَّ الجَوَّ بَارِدٌ
এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
অতএব, আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম	فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ
যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া।	إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে	فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

অধ্যায়-৫

১। فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمَاضِي এর পরিবর্তন

هُمْ ذَهَبُوْا	هُمَا ذَهَبَا	هُوَ ذَهَبَ
তারা সকলে (পুং) গিয়েছিল	তারা দুজন (পুং) গিয়েছিল	সে একজন (পুং) গিয়েছিল
هُنَّ ذَهَبْنَ	هُمَا ذَهَبَتَا	هِيَ ذَهَبَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছিল	তারা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছিল	সে একজন (স্ত্রী) গিয়েছিল
اَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ	اَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	أَنْتَ ذَهَبْتَ
তোমরা সকলে (পুং) গিয়েছিলে	তোমরা দুজন (পুং) গিয়েছিলে	তুমি একজন (পুং) গিয়েছিলে
اَنْتُنَّ ذَهَبْتُنَّ	اَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	أَنْتِ ذَهَبْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছিলে	তোমরা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছিলে	তুমি একজন (স্ত্রী) গিয়েছিলে
نَحْنُ ذَهَبْنَا		أَنَا ذَهَبْتُ
আমরা গিয়েছিলাম		আমি গিয়েছিলাম

هُمْ سَمِعُوْا	هُمَا سَمِعَا	هُوَ سَمِعَ
তারা সকলে (পুং) শুনেছিলো	তারা দুজন (পুং) শুনেছিলো	সে একজন (পুং) শুনেছিলো
هُنَّ سَمِعْنَ	هُمَا سَمِعَتَا	هِيَ سَمِعَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) শুনেছিলো	তারা দুজন (স্ত্রী) শুনেছিলো	সে একজন (স্ত্রী) শুনেছিলো
اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ	اَنْتُمَا سَمِعْتُمَا	أَنْتَ سَمِعْتَ
তোমরা সকলে (পুং) শুনেছিলা	তোমরা দুজন (পুং) শুনেছিলা	তুমি একজন (পুং) শুনেছিলা
اَنْتُنَّ سَمِعْتُنَّ	اَنْتُمَا سَمِعْتُمَا	أَنْتِ سَمِعْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) শুনেছিলা	তোমরা দুজন (স্ত্রী) শুনেছিলা	তুমি একজন (স্ত্রী) শুনেছিলা
نَحْنُ سَمِعْنَا		أَنَا سَمِعْتُ
আমরা শুনেছিলাম		আমি শুনেছিলাম

هُمْ كَرُمُوْا	هُمَا كَرُمَا	هُوَ كَرُمَ
তারা সকলে (পুং) করুণা করেছিল	তারা দুজন (পুং) করুণা করেছিল	সে একজন (পুং) করুণা করেছিল
هُنَّ كَرُمْنَ	هُمَا كَرُمَتَا	هِيَ كَرُمَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) করুণা করেছিল	তারা দুজন (স্ত্রী) করুণা করেছিল	সে একজন (স্ত্রী) করুণা করেছিল
اَنْتُمْ كَرُمْتُمْ	اَنْتُمَا كَرُمْتُمَا	أَنْتَ كَرُمْتَ
তোমরা সকলে (পুং) করুণা করেছিলা	তোমরা দুজন (পুং) করুণা করেছিলা	তুমি একজন (পুং) করুণা করেছিলা
اَنْتُنَّ كَرُمْتُنَّ	اَنْتُمَا كَرُمْتُمَا	أَنْتِ كَرُمْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) করুণা করেছিলা	তোমরা দুজন (স্ত্রী) করুণা করেছিলা	তুমি একজন (স্ত্রী) করুণা করেছিলা
نَحْنُ كَرُمْنَا		أَنَا كَرُمْتُ
আমরা করুণা করেছিলাম		আমি করুণা করেছিলাম

২। الْفِعْلُ الْمَاضِي এর فَاعِلٌ বা কর্তা

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ذَهَبُوْا	ذَهَبَا	ذَهَبَ	পুং
فَاعِلٌ=وْ=هُمْ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِرٌ=هُوَ	
ذَهَبْنَ	ذَهَبَتَا	ذَهَبَتْ	স্ত্রী
فَاعِلٌ=نَ=هُنَّ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِرٌ=هِيَ	
ذَهَبْتُمْ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتَ	পুং
فَاعِلٌ=تُ=اَنْتُمْ	فَاعِلٌ=تُ=اَنْتُمَا	فَاعِلٌ=تَ=اَنْتَ	
ذَهَبْتُنَّ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتِ	স্ত্রী
فَاعِلٌ=تُ=اَنْتُنَّ	فَاعِلٌ=تُ=اَنْتُمَا	فَاعِلٌ=تِ=اَنْتِ	
ذَهَبْنَا		ذَهَبْتُ	উভয়
فَاعِلٌ=نَا=نَحْنُ		فَاعِلٌ=تُ=اَنَا	

উহ্য কর্তার নির্দেশকঃ

ذَهَبَ (একবচন পুং) এবং ذَهَبَتْ (একবচন স্ত্রী) এদুটি ক্রিয়ার কর্তা উহ্য বা مُسْتَتِر ।

সেক্ষত্রে এগুলোর পরে আগত প্রকাশ্য ইসমই ক্রিয়ার ফায়িল হবে।

যেমনঃ ذَهَبَ الْمُدَرِّسُ إِلَى الْمَسْجِدِ এখানে কর্তা الْمُدَرِّسُ । তবে এর পুর্বে যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলির কোনটি থাকে তাহলে উহ্য কর্তা তার দিকে ফিরে যাবে। এগুলোকে مَرْجِعٌ বলে।

مَرْجِعٌ মোট পাঁচ প্রকারঃ

হামিদ বাজারের দিকে গেল	حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى السُّوقِ	مُبْتَدَأٌ
যে মারা গেছে সে একজন শিক্ষক	اَلَّذِي مَاتَ مُدَرِّسٌ	إِسْمُ الْمَوصُولِ
এই একটা জাতি অবশ্যই অতীত হয়েছে	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ	مَنْعُوتٌ
হেডমাষ্টারকে আমি কুরআন পড়া অবস্থায় দেখেছি	رَأَيتُ الْمُدِرَ يَقْرَأُ القُرْآنَ	ذُو الْحَالِ
শিক্ষকটি আমাকে মেরেছেন ও ক্লাস থেকে আমাকে বের করেছেন	ضَرَبَنِي الْمُدَرِّسُ وَ أَخْرَجَنِي مِنْ الفَصْلِ	مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ

الحَال হল ক্রিয়ার সম্পাদনের অবস্থা। যার অবস্থা বর্ননা করা হয়েছে তাকে বলা হয় ذُو الْحَالِ । আর مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ হল যাকে যুক্ত করা হয়েছে।

দুই কর্তার মিলন অসম্ভব

একটি ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুটি কর্তা থাকতে পারে না। যেমনঃ ذَهَبُوْا الطُّلاَّبُ বাক্যটি সঠিক নয় কারন ذَهَبُوْا এর و এবং الطُّلاَّبُ উভয়ই হল فَاعِلٌ । সেক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ হবে, ذَهَبَ الطُّلاَّبُ । তবে اَلطُّلاَّبُ ذَهَبُوْا এর ব্যবহার সঠিক যেহেতু তা নামপ্রধান বাক্য এবংذَهَبُوْا সেখানে একটি স্বতন্ত্র জুমলা ফেলিয়া খবর।

ذَهَبَ الطُّلاَّبُ √	ذَهَبُوْا الطُّلاَّبُ ×

৩। الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّىْ সকর্মক ক্রিয়া ও الْفِعْلُ الْلاَّزِمُ অকর্মক ক্রিয়া

ক্রিয়াকে কি/কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাই হল“ ক্রিয়ার কর্ম ”আরবীতে এটাকে বলা হয় مَفْعُوْلٌ بِهِ । مَفْعُوْلٌ بِهِ সর্বদা মানসুব। কর্ম থাকা না থাকার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে দুটি ভাগ করা হয়েছে,

মুহাম্মাদ কুরআন পড়ল	قَرَأَ مُحَمَّدٌ الْقُرْأَنَ	الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى সকর্মক ক্রিয়া فِعْلٌ + فَاعِلٌ + مَفْعُوْلٌ بِهِ
হামিদ দরজাটি খুলল	فَتَحَ حَامِدٌ الْبَابَ	
আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ كُلَّ شَيْءٍ	
আমরা খালিদকে সাহায্য করেছিলাম	نَصَرْنَا خَالِدًا	
হামিদ বাজারের দিকে গেল	ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَي السُّوْقِ	الْفِعْلُ الْلاَّزِمُ অকর্মক ক্রিয়া فِعْلٌ + فَاعِلٌ
মুহাম্মাদ আমার সাথে বসল	جَلَسَ مُحَمَّدٌ مَعِي	
বেলাল মসজিদ থেকে বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ مِنَ الْمَسْجِدِ	

৪। إِلْتِقَاءِالسَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন

পর পর দুটি সাকিন আসলে তাকে উচ্চারন করা যায় না। সেক্ষেত্রে একটা সাকিন কে বিলুপ্ত করে যথাযথ হারকতের সাহায্য নিয়ে উচ্চারন করতে হয়। সাধারনত এরুপ অবস্থা দুটি ক্ষেত্রে হয়।

১। তানভীন এর পর হামজাতুল ওয়াসলি আসলে, যেমন, سَأَلَ بِلاَلٌ ابْنَهُ এক্ষেত্রে তানভীন কে نِ তে রুপান্তর করে পড়তে হবে। অর্থাৎ سَأَلَ بِلاَلُنِ ابْنَهُ

২। পরপর দুটি সাকিন হলে, যেমন

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
هُوَ مِنَ الْهِنْدِ	هُوَ مِنْ الْهِنْدِ
وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ	وَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ
شَرِبَتِ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ	شَرِبَتْ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ

অধ্যায়-৬

১। أَظُنُّ এর ব্যবহার

ظَنَّ অর্থ "সে মনে করেছিল" এর বর্তমান কালের রূপ يَظُنُّ "সে মনে করে"। أَظُنُّ অর্থ "আমি মনে করি" । এর পরে সাধারণত "যে" অর্থে اَنَّ বা اَنْ ব্যবহৃত হয়।

আমি মনে করি যে হামিদ মক্কা গিয়েছে	أَظُنُّ اَنَّ حَامِدً ذَهَبَ اِلَى مَكَّةَ
আমি মনে করি যে আপনি ক্লান্ত	أَظُنُّ اَنَّكَ مُتْعَبٌ
আমি মনে করি যে ইমামটি নতুন	أَظُنُّ اَنَّ الإِمَامَ جَدِيْدٌ
আমি মনে করি যে ফাতিমা অনুপস্থিত	أَظُنُّ اَنَّ فَاطِمَةَ غَائِبَةٌ
আমি ভাবিনি যে আহমাদ ফেল করবে	ما ظَنَنْتُ أَنْ يَرْسُبَ أَحْمَدُ
সে বলল আমি মনে করি না যে এই সব কিছু কোনদিন ধংশ হবে।	قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهِ أَبَدًا

২। শেষে اِن বিশিষ্ট ইসমের লিঙ্গ ও বচন

শেষে اِن বিশিষ্ট শব্দগুলোর স্ত্রীজাতীয় ও বহুবচন করার নিয়ম।

বহুবচন	একবচন	
جِيَاعٌ [فِعَالٌ]	جَوْعَانُ	পুং
و বিলুপ্ত হয়ে ي এসেছে কারন যেরের পরে و বেমানান	جَوْعَى [فَعْلَى]	স্ত্রী

৩। هَاتِ (দাও, নিয়ে আসো) এর ব্যবহার

বহুবচন	একবচন	
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	هَاتِ قَلَمًا يَا وَلَدُ!	পুরুষ
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো ,যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	একটা কলম দাও হে বালক	
هَاتِيْنَ بُرْهَانَكُنَّ إِن كُنتُنَّ صَادِقَاتٍ	هَاتِيْ كِتَابًا يَا عَائِشَةُ!	স্ত্রী
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা (স্ত্রী) সত্যবাদী হও।	হে আয়েশা একটা বই নিয়ে আসো	

অধ্যায়-৭

১। كَانَ এর ব্যবহার

كَانَ হল সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verb) যার অর্থ “ছিল” ইংরেজিতে “was”। এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ইসমকে মারফু এবং খবরকে মানসুব করে। তখন মুবতাদাকে বলা হয় إِسْمُ كَانَ ও খবরকে বলা হয় خَبَرٌ كَانَ

যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ حَاضِرًا ‘হামিদ উপস্থিত ছিল। এখানে حَامِدٌ হল إِسْمُ كَانَ এবং حَاضِرًا হল خَبَرٌ كَانَ।

كَانَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

كَانُوْا	هُمْ	كَانَا	هُمَا	كَانَ	هُوَ
كُنَّ	هُنَّ	كَانَتَا	هُمَا	كَانَتْ	هِيَ
كُنْتُمْ	اَنْتُمْ	كُنْتُمَا	اَنْتُمَا	كُنْتَ	أَنْتَ
كُنْتُنَّ	اَنْتُنَّ	كُنْتُمَا	اَنْتُمَا	كُنْتِ	أَنْتِ
كُنَّا	نَحْنُ			كُنْتُ	أَنَا

কুরআনীয় উদাহরণ

ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।	فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا
নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

كَانَ এর বোনঃ

সকালে লোকটি মুমিন হল	أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সকালে হল	أَصْبَحَ ، أَضْحَى
সন্ধ্যায় লোকটি মুমিন হল	أَمْسَى الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সন্ধ্যায় হল	أَمْسَى
হামিদ অসুস্থ নয়	لَيْسَ حَامِدٌ مَرِيْضًا	নয়, is not	لَيْسَ
লোকেরা এখনও আশাবাদী	مَا زَالَ الشَّعْبُ مُتَفَائِلاً	এখনও শেষ নয়, still	مَا زَالَ
হামিদ এখনও অসুস্থ	لَا يَزَالُ حَامِدٌ مَرِيْضًا	এখনও, still	لَا يَزَالُ
বালকটি যুবক হয়ে গেছে	صَارَ الوَلَدُ شَابًّا	হওয়া, to be	صَارَ
যতক্ষন লোকটি মিথ্যা বলছে আমি কিচ্ছু শুনব না	مَادَامَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا	যতক্ষন, as long as	مَادَامَ
সে প্রায়ই মরছিলো	أَوْشَكَ أَنْ يَمُوتَ	সে প্রায়ই হল	أَوْشَكَ

২। مْ এর পরে হামজাতুল ওয়াসলি

مْ এর পর হামজাতুল ওয়াসলি আসলে مُ হয় আর সর্বনাম আসলে একটা অতিরিক্ত و যোগ করতে হয়। যেমনঃ

তোমাদের নতুন বাড়িটি বড়	بَيْتُكُمُ الْجَدِيْدُ كَبِيْرٌ
তোমরা কি বইটি দেখেছিলে ?	أَرَأَيْتُمُ الْكِتَابَ؟
তোমরা কি তাকে দেখেছিলে ?	أَرَأَيْتُمُوْهُ؟

অধ্যায়-৮

১। দ্বিত্বগুলো الْ বিশিষ্ট বা مُضَافٌ হলে ত্রিত্ব হয়ে যায়

الْ বিশিষ্ট দ্বিত্ব	
লাল জামা পড়া ঐ বালকটি কে ?	مَنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ ذُوْ الْقَمِيْصِ الْأَحْمَرِ
হামিদ ক্ষুধার্থ বালকটিকে খাইয়েছিল	حَامِدٌ أَطْعَمَ الْوَلَدَ الْجَوْعَانَ
সে সবচেয়ে বড় বাড়িটিতে আছে	هُوَ فِي الْبَيْتِ الْأَكْبَرِ
مُضَافٌ হিসেবে দ্বিত্ব	
আমি মদীনার স্কুলগুলোতে পড়িয়েছিলাম	دَرَّسْتُ فِي مَدَارِسِ الْمَدِيْنَةِ
সে সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের একজন	هُوَ مِنْ أَحْسَنِ الطُّلَّابِ
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

২। ভগ্নাংশ

এক সপ্তমাংশ	سُبْعٌ	١/٧	অর্ধেক	نِصْفٌ	١/٢
এক অষ্টমাংশ	ثُمْنٌ	١/٨	এক তৃতীয়াংশ	ثُلُثٌ	١/٣
এক নবমাংশ	تُسْعٌ	١/٩	এক চতুর্থাংশ	رُبْعٌ	١/٤
এক দশমাংশ	عُشْرٌ	١/١٠	এক পঞ্চমাংশ	خُمْسٌ	١/٥
			এক ষষ্ঠাংশ	سُدُسٌ	١/٦

দেড়	ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ	٣/٢	দুইয়ের দুই	نِصْفانِ	٢/٢
তিনের তিন	ثَلاثة أَثْلاثٍ	٣/٣	দুই তৃতীয়াংশ	ثُلُثانِ	٢/٣
তিন চতুর্থাংশ	ثَلاثة أَرْباعٍ	٣/٤	চারের দুই	رُبُعانِ	٢/٤

ভগ্নাংশগুলো মুদাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

ছাত্রগন আধা ঘন্টা আগে লাইব্রেরীতে ছিল	كَانَ الطُّلَّابُ فِي المكْتَبَةِ قَبْلَ نِصْفِ سَاعَةٍ
শিক্ষকটি পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসরুমে ছিল	كَانَ المدَرِّسُ فِي الفَصْلِ قَبْلَ خَمْسِ دَقَائِقَ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:١١]
আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।	[৪:১২]

অধ্যায়-৯

১। نُوْنُ الْوِقَايَةِ রক্ষাকারী ن

ক্রিয়ার সাথে যখন ইয়া মুতাকাল্লিম (ي) যোগ হয় তখন ক্রিয়ার গঠন ঠিক রাখার জন্য একটা অতিরিক্ত ن যোগ হয়। একে نُوْنُ الْوِقَايَةِ বা রক্ষাকারী ن বলে। যেমনঃ

তুমি আমাকে ক্লাস রুমে দেখেছিলে	رَاَيْتَنِي فِي الْفَصْلِ
আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَنِيَ اللهُ
শিক্ষক আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন	سَاَلَنِي الْمُدَرِّسُ سُؤَالًا

২। আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠন

এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্যনীয়,

- فِعْلُ التَّعَجُّبِ বা আশ্চর্যবোধক ক্রিয়ার সাধারণ গঠনঃ مَا اَفْعَلَ
- اَفْعَلَ হল পুংজাতীয় এমনকি স্ত্রী اسم এর জন্যও।
- যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেটা মানসুব হবে।

গাড়িটি কী সুন্দর!	مَا اَجْمَلَ السَّيَّارَةَ !
তুমি কত ভালো !	مَا اَطْيَبَكَ!
কত অসজ্খ্য তারা !	مَا أَكْثَرَ النُّجُومَ!
এই পাঠটি কত সহজ!	مَا أَسْهَلَ هَذَا الدَّرْسَ!

এছাড়াও اَفْعِلْ بِهِ গঠনও আশ্চর্যবোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

বাড়িটি কত সুন্দর!	اَجْمِلْ بِا لْبَيْتِ!	اَفْعِلْ بِهِ

৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য كَمْ এর ব্যবহার

আশ্চর্যবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে كَمْ এর পরবর্তী ইসম مَجْرُوْر হবে এবং বহুবচনও হতে পারে।

তোমার কাছে কত বই!	كَمْ كِتَابٍ عِنْدَكَ!
তোমার কাছে কত্তগুলো বই!	كَمْ كُتُبٍ عِنْدَكَ!
আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায়	كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

৪। বিস্ময় প্রকাশক কিছু حَرْفُ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	وَيْلٌ + لِ
দুর্ভোগ তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।	وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	وَيْلَكَ
তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।	قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ	وَيْلَنَا
হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না।	وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ	وَيْكَ
তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ	أَوْلَىٰ
সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব?	قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ	يَا وَيْلَتَىٰ
হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।	يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا	يَا لَيْتَنِي
হায়, হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি	يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ	يَا حَسْرَتَا
তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে?	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	هَيْهَاتَ (عِنْدَ)
বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম এটা সত্য।	قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ	إِي (نَعَمْ)
দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না।	هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ	هَا (اَلا)
সাবধান !তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বোঝে না।	اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُوْنَ	اَلاَ

৫। প্রশ্নবোধক مَا এর পূর্বে حَرْفُ جَرٍّ

প্রশ্নবোধক مَا এর পূর্বে حَرْفٌ جَرٍ থাকলে مَا এর আলিফ উঠে যায়।

عَنْ + مَا = عَمَّ	مِنْ + مَا = مِمَّ	لِ + مَا = لِمَ	بِ + مَا = بِمَ
কোন ব্যাপারে	কি হতে	কি জন্য, কেন	কি দ্বারা

প্রশ্নবোধক বাক্য	বিবৃতি মূলক বাক্য
بِمَ ضَرَبْتَهُ؟	وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
কি দ্বারা তাকে মেরেছিলে?	এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ তার দর্শক
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟	فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
যা করনা তা বল কেন?	অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল।
مِمَّ تُنْفِقُوْنَ؟	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
কি হতে তোমরা ব্যয় কর ?	সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟	وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
তারা কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে ?	এবং আল্লাহ তোমরা যা কর তা সম্পর্কে অনবহিত নন।

৬। জোর দেওয়ার জন্য আগে مَفْعُوْلٌ بِهِ বা খবর

সাধারণ	জোর দেয়া
رَاَيْتُ بِلاَلَ	بِلاَلَ رَاَيْتُ
أَذَهَبْتُمْ إِلَى الْمُدِيْرِ؟	أ إِلَى الْمُدِيْرِ ذَهَبْتُمْ؟

অধ্যায়-১০

১। اَلْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া

আমরা জানি যে ক্রিয়ার মূল হল اَلْمَاضِي যা فَعَلَ গঠনের। فَعَلَ এর অক্ষর তিনটিকে যথাক্রমে ف কালিমা , ع কালিমা এবং ل কালিমা বলা হয়। তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া গুলোর اَلْمَاضِي থেকে اَلْمُضَارِعُ করতে হলে,

- اَلْمُضَارِعُ এর নির্দেশক ن ،أ ،ت ، ي ইত্যাদির উপর ফাতাহ
- ف কালিমায় সুকুন
- ع কালিমায় যবর, যের কিংবা পেশ
- ل কালিমায় দম্মাহ বসাতে হয়।

অর্থাৎ, তিন অক্ষর বিশিষ্ট اَلْمُضَارِعُ এর সাধারণ রুপ يَفْعُلُ ، يَفْعِلُ ، يَفْعَلُ
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া মারফু, মানসুব এবং মাজ্জুম হয় কিন্তু কখনও মাজরুর হয় না। সাধারন বর্তমান আর ঘটমান বর্তমান এবং সাধারন ভবিষ্যত কালের রুপ একই। বাক্যের ব্যবহার দেখে বুঝতে হয়। মুদারীর পুর্বে سَ যোগ করলে তা নির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে।

ع কালিমার হরকত পরিবর্তনের বাবঃ

ع কালিমার পরিবর্তন	اَلْمُضَارِعُ	اَلْمَاضِي	বাবের নাম
দম্মা << ফাতাহ	يَنْصُرُ	نَصَرَ	বাব-نَصَرَ
কাছরা << ফাতাহ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	বাব-ضَرَبَ
ফাতাহতানী	يَفْتَحُ	فَتَحَ	বাব-فَتَحَ
দম্মা << দম্মা	يَكْرُمُ	كَرُمَ	বাব-كَرُمَ
ফাতাহ << কাছরা	يَسْمَعُ	سَمِعَ	বাব-سَمِعَ
কাছরাতানী	يَحْسِبُ	حَسِبَ	বাব-حَسِبَ

ع কালিমার হরকত পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণঃ

نَصَرَ – يَنْصُرُ (ফাতাহ-দম্মা)			
অতীত কালের অর্থ	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**
সে খুজে পেল	طَلَبَ – يَطْلُبُ	সে পরিবর্তন করল	نَقَلَ – يَنْقُلُ
সে প্রবেশ করল	دَخَلَ – يَدْخُلُ	সে দাসত্ব করল	عَبَدَ – يَعْبُدُ
সে হত্যা করল	قَتَلَ – يَقْتُلُ	সে সৃষ্টি করল	خَلَقَ – يَخْلُقُ
সে বিশৃঙ্খলা করল	فَسَدَ – يَفْسُدُ	সে মানল	قَنَتَ – يَقْنُتُ
সে বের হল	خَرَجَ – يَخْرُجُ	সে অস্বীকার করল	كَفَرَ – يَكْفُرُ
সে বিচার করল	حَكَمَ – يَحْكُمُ	সে অধ্যায়ন করল	دَرَسَ – يَدْرُسُ
সে বসল	قَعَدَ – يَقْعُدُ	সে অবস্থান করল	مَكَثَ – يَمْكُثُ
সে ছেড়ে দিল	تَرَكَ – يَتْرُكُ	সে পৌছে দিল	بَلَغَ – يَبْلُغُ
সে শর্ত ভাঙ্গল	نَقَضَ – يَنْقُضُ	সে ধরল	أَخَذَ–يَأْخُذُ
সে লক্ষ্য করল	نَظَرَ – يَنْظُرُ	সে আদেশ করলো	أَمَرَ– يَأْمُرُ
সে কৃতজ্ঞ হল	شَكَرَ – يَشْكُرُ	সে লুকালো	سَتَرَ – يَسْتُرُ
সে নীরব হল	سَكَتَ – يَسْكُتُ	সে চাষাবাদ করল	حَرَثَ – يَحْرُثُ

ضَرَبَ – يَضْرِبُ (ফাতাহ-কাছরা)			
অতীত কালের অর্থ	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**
সে মিথ্যা বলল	كَذَبَ – يَكْذِبُ	সে ধৌত করল	غسَلَ – يَغْسِلُ
সে উপার্জন করল	كَسَبَ – يَكْسِبُ	সে জয় করল	غَلَبَ – يَغْلِبُ
সে ভাঙ্গল	كَسَرَ – يَكْسِرُ	সে অত্যাচার করল	ظَلَمَ – يَظْلِمُ
সে সহিষ্ণু হল	صَبَرَ – يَصْبِرُ	সে আলাদা করল	فَصَلَ – يَفْصِلُ
সে ফিরে আসল	رَجَعَ – يَرْجِعُ	সে বসল	جَلَسَ – يَجْلِسُ
সে খুলল	كَشَفَ – يَكْشِفُ	সে শেষ করল	خَتَمَ – يَخْتِمُ
সে চুরি করল	سَرَقَ – يَسْرِقُ	সে জানল	عَرَفَ – يَعْرِفُ
সে বহন করল	حَمَلَ – يَحْمِلُ	সে উপস্থিত করল	عَرَضَ – يَعْرِضُ
সে ধ্বংস করল	هَلَكَ – يَهْلِكُ	সে ক্ষমা করল	غَفَرَ – يَغْفِرُ
সে অবতীর্ন করল	نَزَلَ – يَنْزِلُ	সে পরিকল্পনা করল	غَرَسَ – يَغْرِسُ
		সে চুক্তি ভংগ করল	غَدَرَ – يَغْدِرُ

فَتَحَ – يَفْتَحُ (ফাতাতানী)			
অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ
সে দান করল	مَنَحَ – يَمْنَحُ	সে গেল	ذَهَبَ – يَذْهَبُ
সে খুলল	فَتَحَ–يَفْتَحُ	সে জিজ্ঞাসা করল	سَاَلَ – يَسْاَلُ
সে পাঠালো	بَعَثَ–يَبْعَثُ	সে পাঠ করল	قَرَأَ – يَقْرَأُ
সে প্রশংসা করল	مَدَحَ – يَمْدَحُ	সে বাধা দিল	مَنَعَ – يَمْنَعُ
সে উঠালো	رَفَعَ – يَرْفَعُ	সে আঘাত করল	جَرَحَ – يَجْرَحُ
সে জমা করল	جَمَعَ– يَجْمَعُ	সে পাস করল	نَجَحَ – يَنْجَحُ
সে বানালো	جَعَلَ – يَجْعَلُ	সে অভিশাপ দিল	لَعَنَ – يَلْعَنُ
সে যাদু করল	سَحَرَ– يَسْحَرُ	সে চাষাবাদ করল	زَرَعَ – يَزْرَعُ
সে সংশোধন করল	صَلَحَ– يَصْلَحُ	সে কাটল	قَطَعَ – يَقْطَعُ
সে লাভ করল	نَفَعَ– يَنْفَعُ	সে উদ্ভাবন করল	بَدَاَ – يَبْدَأُ
		সে প্রদর্শণ করল	ظَهَرَ – يَظْهَرُ

كَرُمَ – يَكْرُمُ (দম্মা-দম্মা)			
অতীত কালের অর্থ	اَلْمَاضِي– اَلْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	اَلْمَاضِي– اَلْمُضَارِعُ
সে ভারী হল	ثَقُلَ – يَثْقُلُ	সে নিকটবর্তী হল	قَرُبَ – يَقْرُبُ
সে দূরদর্শি হল	بَصُرَ – يَبْصُرُ	সে দূরে গেল	بَعُدَ – يَبْعُدُ
সে কঠোর হল	صَعُبَ – يَصْعُبُ	সে বৃদ্ধি করল	كَثُرَ – يَكْثُرُ
সে বড় হল	عَظُمَ – يَعْظُمُ	সে সুন্দর হল	حَسُنَ – يَحْسُنُ
সে খাঁটি হল	طَهُرَ – يَطْهُرُ	সে খাটো হল	قَصُرَ – يَقْصُرُ
সে নিখুত হল	لَطُفَ – يَلْطُفُ	সে বড় হল	كَبُرَ – يَكْبُرُ

سَمِعَ – يَسْمَعُ (কাছরা-ফাতাহ) ৯৯.৯৯%			
অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ
সে খুশি হল	فَرِحَ – يَفْرَحُ	সে শুনল	سَمِعَ – يَسْمَعُ
সে চিন্তিত হল	حَزِنَ – يَحْزَنُ	সে জানল	عَلِمَ – يَعْلَمُ
সে পিপাসার্ত হল	عَطِشَ – يَعْطَشُ	সে মুখস্ত করল	حَفِظَ – يَحْفَظُ
সে পরিষ্কার করে বলল	جَهِرَ – يَجْهَرُ	সে মুর্খ হল	جَهِلَ – يَجْهَلُ
সে নিরাপদ হল	سَلِمَ – يَسْلَمُ	সে প্রশংসা করল	حَمِدَ – يَحْمَدُ
সে চড়ল	رَكِبَ – يَرْكَبُ	সে বুঝল	فَهِمَ – يَفْهَمُ
সে পান করল	شَرِبَ – يَشْرَبُ	সে রাগান্বিত হল	غَضِبَ – يَغْضَبُ
সে হাসল	ضَحِكَ – يَضْحَكُ	সে সাক্ষ্য দিল	شَهِدَ – يَشْهَدُ
সে ঘৃণা করল	كَرِهَ – يَكْرَهُ	সে নিরাপদ হলো	أَمِنَ – يَأْمَنُ
حَسِبَ – يَحْسِبُ (কাছারতানী)			
সে হিসাব করল	حَسِبَ – يَحْسِبُ	সে স্বছন্দ হল	نَعِمَ – يَنْعِمُ
		সে ওয়ারিশ হল	وَرِثَ – يَرِثُ

الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর তিনটি গ্রুপ আছে, মনে রাখার সুবিধার্থে আমরা এদের কিছু নাম দেবো। প্রতিটি ক্রিয়ার সাথে চারটি বিষয় গুরুত্বপুর্ন।

গ্রুপ-১ কর্তা পকেটে			
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	الْمُضَارِعُ
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	نَ، أ، تَ، يَ	সে যায়	يَذْهَبُ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	সে যায় (স্ত্রী)	تَذْهَبُ
কর্তাঃ	مُسْتَتِرٌ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
মারফুর আলামতঃ	ُ	আমি যাই	أَذْهَبُ
		আমরা যাই	نَذْهَبُ

গ্রুপ-২ ن আসে ن যায়				
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	ن যায়	ن আসে
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	تَ، يَ	তারা দুইজন যায়	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তারা সকলে যায়	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ
কর্তাঃ	ا وْ ي	তারা দুইজন (স্ত্রী) যায় তোমরা দুইজন যাও তোমরা দুইজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ
মারফু আলামতঃ	ن আসে	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ
মানসুব ও মাজ্জুমের আলামতঃ	ن যায়	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ

গ্রুপ-৩ هُنَّ ও تُنَّ মাবনি			
জ্ঞাতব্য বিষয়		**অর্থ**	**الْمُضَارِعُ**
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	تَ، يَ	তারা (স্ত্রী)যায়	يَذْهَبْنَ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তোমরা (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ
কর্তাঃ	ن		
বিভক্তিঃ	মাবনী		

فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পরিবর্তন

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَذْهَبُوْنَ	يَذْهَبَانِ	يَذْهَبُ	**পুং**
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
يَذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	**স্ত্রী**
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
تَذْهَبُوْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	**পুং**
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
تذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبِيْنَ	**স্ত্রী**
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
نَذْهَبُ		اَذْهَبُ	**উভয়**
আমরা যাই/যাবো		আমি যাই/যাবো	

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكْتُبُوْنَ	يَكْتُبَانِ	يَكْتُبُ	পুং
তারা সকলে লেখে/লিখবে	তারা দুজন লেখে/লিখবে	সে লেখে/লিখবে	
يَكْتُبْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ	স্ত্রী
তারা সকলে লেখে/লিখবে	তারা দুজন লেখে/লিখবে	সে লেখে/লিখবে	
تَكْتُبُوْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ	পুং
তোমরা সকলে লিখ/লিখবে	তোমরা দুজন লিখ/লিখবে	তুমি লিখ/লিখবে	
تَكْتُبْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبِيْنَ	স্ত্রী
তোমরা সকলে লিখ/লিখবে	তোমরা দুজন লিখ/লিখবে	তুমি লিখ/লিখবে	
نَكْتُبُ		أَكْتُبُ	উভয়
আমরা লিখি/লিখব		আমি লিখি/লিখব	

الْمُضَارِعُ এর মারফু, মানসুব ও মাজ্জুম রূপ

মাজ্জুম	মানসুব	মারফু	অর্থ
يَذْهَبْ	يَذْهَبَ	يَذْهَبُ	সে যায়/যাবে
يَذْهَبَا	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ	তারা দুজন যায়/যাবে
يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ	তারা সকলে যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	সে) স্ত্রী (যায়/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তারা দুজন) স্ত্রী (যায়/যাবে
يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	তারা সকলে) স্ত্রী (যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	তুমি যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন যাও/যাবে
تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ	তোমরা সকলে যাও/যাবে
تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ	তুমি)স্ত্রী (যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন)স্ত্রী (যাও/যাবে
تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	তোমরা সকলে) স্ত্রী (যাও/যাবে
اَذْهَبْ	اَذْهَبَ	اَذْهَبُ	আমি যাই/যাবো
نَذْهَبْ	نَذْهَبَ	نَذْهَبُ	আমরা যাই/যাবো

২। একসাথে ক্রিয়ার কাল

he did (long ago)	সে (অনেক আগে) করেছিল	كَانَ فَعَلَ	দূর অতীত
he did	সে করেছিল	فَعَلَ	সাধারণ অতীত
he was doing	সে করতো	كَانَ يَفْعَلُ	ঘটমান অতীত
he has done	সে (মাত্র) করল	قَدْ فَعَلَ	নিকট অতীত
he does	সে করে	يَفْعَلُ	সাধারণ বর্তমান
he is doing	সে করছে	يَفْعَلُ	ঘটমান বর্তমান
he will do	সে করবে	يَفْعَلُ	সাধারণ ভবিষ্যত
he will do (soon)	সে (অচিরেই) করবে	سَيَفْعَلُ	নিকট ভবিষ্যত
he will be doing	সে করতে থাকবে	سَيَكُوْنُ يَفْعَلُ	ঘটমান ভবিষ্যত
he will do (later)	তারা (পরে) করবে	سَوْفَ يَفْعَلُ	দূর ভবিষ্যত

৩। নিম্নোক্ত অব্যয় গুলোও মুদারিকে মানসুব করে

তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	যে	أَنْ
যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্ডে।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ	যেন নয়	ألاَّ
যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا	যাতে	كَيْ
যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا	যাতে নয়	كَيْلا
কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ	যতক্ষণ পর্যন্ত	حَتَّى
আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্যে।	وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ	এ জন্য যে	لِأَنْ
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ لِأَخْرُجَ	জন্য	لِ

৪। নম্বর ২১-৩০

<table>
<tr><td colspan="2">গননাঃ ২১–২২
সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ (তানভীন যুক্ত ১-৯) এবং وَ عِشْرُوْنَ । দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।</td></tr>
<tr><td>إِحْدَى/ وَاحِدَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>وَاحِدٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>اِثْنَتَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td colspan="2">গননাঃ ২৩–২৯
পুরুষবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর স্ত্রীবাচক ثَلَاثَةٌ ، أَرْبَعَةٌ ، خَمْسَةٌ] ইত্যাদি দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর পুংবাচক ثَلَاثٌ] ، أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ইত্যাদি[দিয়ে। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।</td></tr>
<tr><td>ثَلَاثٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>أَرْبَعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>خَمْسٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>خَمْسَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>سِتٌّ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>سِتَّةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>سَبْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>سَبْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>ثَمَانٍ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً</td><td>تِسْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا</td></tr>
</table>

৫। إِلاَّ এর ব্যবহার

কোন কিছু ব্যতীত বোঝাতে إِلاَّ ব্যবহৃত হয়। এর পরবর্তী ইসমটি সাধারণত মানসুব হয় তবে ক্ষেত্র বিশেষে মারফু ও মাজরুরও হতে পারে। (বিস্তারিত বুক-৩)

উদাহরণঃ

সকল ছাত্ররাই পাশ করেছে খলিদ ছাড়া	نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلاُّهُمْ اِلاَّ خَالِدً
জানালাগুলো খুলো শেষেরটি বাদে	اِفْتَحِ النَّوَافِذَ اِلاَّ الْاَخِرَةَ
আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন শিরক ছাড়া	يَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا اِلاَّ الشِّرْكَ
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া।	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
ইব্রাহীম ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকেনি	مَا غَابَ الطُّلاَّبُ اِلاَّ اِبْرَاهِيْمَ/ اِبْرَاهِيْمُ
নতুনটি বাদে কেউ যেন বের না হয়	لاَ يَخْرُجْ اَحَدٌ اِلاَّ الْجُدُدَ / الْجُدُدُ
অলস ছাড়া কেউ কি ফেল করেছে ?	هَلْ يَرْسُبُ اَحَدٌ اِلاَّ الْكَسْلاَنَ؟ / الْكَسْلاَنُ
আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়!	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই	لَا إِلَٰهَ الاَّ اللّٰهُ
অতিথিরা পৌছেছিল তাদের লাগেজ ছাড়া	وَصَلَ الضُّيُوْفُ اِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ
প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে মৃত্যু ছাড়া	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ اِلاَّ الْمَوْتَ
অতিথিরা কি পোছেছিল তাদের লাগেজ ছাড়া?	هَلْ وَصَلَ الضُّيُوْفُ اِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ
কেউ তার মাল ছাড়া আসেনি	لَا يَجِعْ اَحَدٌ اِلاَّ مَالَهُ
হামিদ ছাড়া কেউ আসেনি	مَا جَاءَ اِلاَّ حَامِدٌ
হামিদকে ছাড়া আমি কাউকে দেখিনি	مَا رَاَيْتُ اِلاَّ حَامِدًا
বেলাল ছাড়া কি কেউ ফেল করেছে	هَلْ رَسَبَ اِلاَّ بِلاَلٌ؟
আমি বেলাল ছাড়া আর কাউকে খুঁজিনি	مَابَحَثْتُ اِلاَّ عَنْ خَالِدٍ

৬। لَعَلَّ এর ব্যবহার

لَعَلَّ শব্দের অর্থ "হয়ত"। এর দুটি ব্যবহার আছে। ১. আমি আশা করি ২. আমি শঙ্কিত

لَعَلَّ بِلاَلً بِخَيْرٍ	لَعَلَّ بِلاَلً مَرِيْضٌ
আশা করা যায় বেলাল ভাল আছে।	আশংকা হয় যে বেলাল অসুস্থ
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ	لَعَلَّ الْجَوَّ بَارِدٌ
আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং ফুরকান দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার।	হয়ত আবহাওয়া ঠান্ডা
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	لَعَلَّ الْحَيَّةَ سَامٌ
এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।	হয়ত সাপটি বিষাক্ত

অধ্যায়-১১

১। না বোধক বর্তমান

الْمُضَارِعُ এর পূর্বে مَا বসালে বর্তমান অবস্থায় ‘‘না করা’’ বোঝায়, কিন্তু لاَ বসালে ‘‘না করার অভ্যাস’’ বোঝায় একে لَا النَّافِيَةُ বলে।

الْمُضَارِعُ এর পূর্বে لاَ	الْمُضَارِعُ এর পূর্বে مَا
لاَ يَذْهَبُ اِلَى السُّوْقِ بَعْدَ الظُّهْرِ	مَا يَذْهَبُ اِلَى السُّوْقِ الْآنَ
সে জোহরের পর মার্কেটে যায় না।	সে এখন মার্কেটে যাচ্ছে না/যাবে না
لَا أَشْرَبُ الْقَهْوَةَ	مَا أَشْرَبُ الْقَهْوَةَ
আমি কফি পান করি না	আমি কফি পান করছি না/করব না
وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا	
এবং তিনি তার হুকুমে কাউকে শরীক করেন না	

২। بَيْنَ এর ব্যবহার

بَيْنَ এর অর্থ ‘মধ্যে’। ইহা একটি مُضَافٌ সুতরাং পরবর্তী ইসমটি মাজরুর।

হামিদ বেলাল এবং ফায়সালের মাঝে বসল।	جَلَسَ حَامِدٌ بَيْنَ بِلاَلٍ وَ فَيْصَلٍ
আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না।	لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব,	وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
হালাল সুস্পষ্ট, হারাম সুস্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে আছে অস্পষ্ট কিছু যা মানুষের মধ্যে অধিকাংশই জানে না	الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে দেওয়া	بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاَةِ
নিশ্চয়ই মুমিন লোকদের আর মুশরিক ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে দেওয়া	إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

بَيْنَ সর্বনামের সাথে পুনরাবৃত্তি হয়।

এটা তোমার আর আমার মধ্যে	هٰذَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ
বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই।	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না।	رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে।	يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে	فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
যে চুক্তিটি আমাদের ও তাদের মধ্যে রয়েছে তা হল সালাত। সুতরাং যে তা ছেড়ে দিল সে অবশ্যই কুফরি করল	الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

৩। وَقْتٌ সময়

সময়	وَقْتٌ (ج) أوقَاتٌ	ঘন্টা	سَاعَةٌ (ج) سَاعَاتٌ
শতাব্দী	قَرْنٌ (ج) قُرُونٌ	মিনিট	دَقِيقَةٌ (ج) دَقَائِقُ
দশ বছর	حِقْبَةٌ (ج) حِقْبَاتٌ	সেকেন্ড	ثَانِيَةٌ (ج) ثَوانِي
বছর	سَنَةٌ (ج) سَنَواتٌ	মুহূর্ত	لَحْظَةٌ (ج) لَحَظَاتٌ
সপ্তাহ	أُسْبُوعٌ (ج) أسابيع	গত সপ্তাহ	الأُسْبُوعُ الْمَاضِي
দিন	يومٌ (ج) أيّام	আগামী সপ্তাহ	الأُسْبُوعُ الْمُقْبِلُ
প্রত্যেক বিকল্প দিন	كُلُّ يَومَيْنِ	পুরো দিন	طوال اليوم
দিনের পর দিন	يومًا بَعْدَ يَوْمٍ	প্রত্যেক দিন	كُلُّ يَوْمٍ

আগে	مُبَكِّرٌ	সর্বদা	دَائِمًا
দেরী	مُتَأَخِّرٌ	সাধারণত	عَادَةً
কিছুক্ষন পর	بَعْدَ قَلِيلٍ	মাঝে মাঝে	أَحْيَانًا
পরবর্তীতে	لَاحِقًا	কদাচিৎ	نَادِراً

মুহাররাম	مُحَرَّمٌ	রবিবার	يَومُ الْأَحَدِ
সাফার	صَفَرٌ	সোমবার	يَومُ الِاثْنَيْنِ
রবিউল আউয়াল	رَبِيعُ الْأَوَّلُ	মঙ্গলবার	يَومُ الثُّلَاثَاءِ
রবিউস সানি	رَبِيعُ الثَّانِي	বুধবার	يَومُ الأَرْبِعَاءِ
জুমাদাল উলা	جُمَادَى ٱلْأُولَ	বৃহস্পতিবার	يَومُ الْخَمِيْسِ
জুমাদাস সানি	جمادى الثَّانِي	শুক্রবার	يَومُ الْجُمْعَةِ
রজাব	رَجَبٌ	শনিবার	يَومُ السَّبْتِ
শাবান	شَعْبَانُ		
রমাদান	رَمَضَانُ		
শাওয়াল	شَوَّالٌ		
যুলকাদাহ	ذُو الْقَعْدَةِ		
যুলহিজ্জা	ذُو الْحِجَّةِ		

কয়টা বাজে?	كَمْ السَّاعَةُ؟
দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ
সাড়ে দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ وَالنِّصْفُ
সোয়া দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ والرُّبعُ
পৌনে দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ إِلَّا رُبْعًا
দশটা পাঁচ	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ وَخَمْسُ دَقَائِقَ
দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ إِلَّا خَمْسَ دَقَائِقَ

আজকে কি বার?	مَا هُوَ اليَومَ؟
আজ শনিবার	هُوَ اليَومَ الْأَحَدِ
হামিদ মাদরাসা থেকে প্রতিদিন সাতটায় ফিরে।	يَرْجِعُ حَامِدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ
নিশ্চয়ই আমি তাকে অবতীর্ন করেছি কদরের রাতে	إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
হামিদ আগামী সপ্তাহে আসবে	يَجِيءُ حَامِدٌ فِي الْأُسْبُوْعِ الْمُقْبِلِ
সে গত সপ্তাহে রিয়াদে পৌছেছে	وَصَلَ إِلَى الرِّيَاضِ فِي الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي
আমি প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি	أَسْتَيْقِظُ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ كُلَّ صَبَاحٍ
আমাদের অফিস প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় বন্ধ হয়	أَغْلَقَتْ مَكْتَبُنَا فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كُلَّ مَسَاءٍ
বিকাল তিনটায় মাঠে এসো	تَأْتِي إِلَى الْمَلْعَبِ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مَسَاءً

৪। اَلْمَصْدَرُ ক্রিয়ার নাম

ক্রিয়া থেকে কর্তা এবং ক্রিয়ার কাল বাদ দিলে কেবল কাজের নাম অবশিষ্ট থাকে। এই কাজের নামকে اَلْمَصْدَرُ বলে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমনঃ قَتَلَ থেকে قَتْلٌ, كَتَبَ থেকে كِتَابَةٌ ، دَخَلَ থেকে دُخُوْلٌ ، شَرِبَ থেকে شُرْبٌ , نَجَحَ থেকে نَجَاحٌ, شَرَحَ থেকে شَرْحٌ , غَابَ থেকে غِيَابٌ ইত্যাদি। এটা যেহেতু ইসম সেহেতু তা اَلْ এবং তানভীন বিশিষ্ট হয়।

প্রবেশ নিষেধ।	اَلدُّخُوْلُ مَمْنُوْعٌ
হামিদ বের হল শিক্ষকটির বের হওয়ার পুর্বে	خَرَجَ حَامِدٌ قَبْلَ خُرُوْجِ الْمُدَرِّسِ
ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ	طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য	الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

তিন অক্ষর বিশিষ্ট কিছু ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ।

অর্থ	المَصْدَرُ	الْمَاضِي
অন্বেষন	طَلَبٌ	طَلَبَ
প্রবেশ	دُخُوْلٌ	دَخَلَ
হত্যা	قَتْلٌ	قَتَلَ
বিশৃঙ্খলা	فَسَادٌ	فَسَدَ
বের হওয়া	خُرُوْجٌ	خَرَجَ
বিচার	حُكْمٌ	حَكَمَ
বসা	قُعُوْدٌ	قَعَدَ
ছেড়ে দেওয়া	تَرْكٌ	تَرَكَ
চুক্তি ভংগ করা	نَقْضٌ	نَقَضَ
লক্ষ্য	نَظْرٌ	نَظَرَ
অবিশ্বাস	كُفْرٌ	كَفَرَ
অধ্যায়ন	دَرْسٌ	دَرَسَ
যাওয়া	ذَهَابٌ	ذَهَبَ
পৌছানো	بُلُوْغٌ	بَلَغَ
কৃতজ্ঞতা	شُكْرٌ	شَكَرَ

৫। إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْلِ

ক্রিয়ার সংগঠনকারীর নামকে اِسْمُ الْفَاعِلِ বলে। যেমন যে সাহায্য করেছে সে হল – نَاصِرٌ
যার উপর ক্রিয়া আপতিত হয় তাকে إِسْمُ مَفْعُوْل বলে। যেমন যাকে সাহায্য করা হয়েছে সে হল مَنْصُوْرٌ

সালিম ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
অর্থ	الْمَاضِي	إِسْمُ فَاعِل	إِسْمُ مَفْعُوْل
অন্বেষন করা	طَلَبَ	طَالِبٌ	مَطْلُوْبٌ
গযব দেওয়া	غَضَبَ	غَاضِبٌ	مَغْضُوبٌ
প্রবেশ করা	دَخَلَ	دَاخِلٌ	–
হত্যা করা	قَتَلَ	قَاتِلٌ	مَقْتُوْلٌ
বিশৃঙ্খলা করা	فَسَدَ	فَاسِدٌ	–
বিচার করা	حَكَمَ	حَاكِمٌ	مَحْكُوْمٌ
বসা	قَعَدَ	قَاعِدٌ	–
ছেড়ে দেওয়া	تَرَكَ	تَارِكٌ	مَتْرُوْكٌ
চুক্তি ভংগ করা	نَقَضَ	نَاقِضٌ	مَنْقُوْضٌ
লক্ষ্য করা	نَظَرَ	نَاظِرٌ	مَنْظُوْرٌ
অবিশ্বাস করা	كَفَرَ	كَافِرٌ	مَكْفُوْرٌ
অধ্যায়ন করা	دَرَسَ	دَارِسٌ	مَدْرُوْسٌ
পৌছানো	بَلَغَ	بَالِغٌ	مَبْلُوْغٌ
কৃতজ্ঞতা করা	شَكَرَ	شَاكِرٌ	–

৬। أَمَّا এর ব্যবহার

اَمَّا ব্যবহৃত হয় দুটি অথবা অধিক বিষয় সম্পর্কে বলতে। اَمَّا এর পরবর্তী خَبَرٌ এর সাথে فَ যুক্ত হয়।

আমার বোন আমার সাথে বাস করে ,আমার ভাইয়ের ব্যাপার হল সে আমার আব্বার সাথে বাস করে।	اُخْتِي تَسْكُنُ مَعِيْ اَمَّا اَخِيْ فَيَسْكُنُ مَعَ اَبِيْ
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা জানে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভূল ও সঠিক	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
আর যারা কাফের তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর মতলবই বা কি ছিল।	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا
প্রাচীরের ব্যাপার-সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের।	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

৭। অনেকের মধ্যে একজন

আমার ভাই মক্কা থেকে এলো	جَاءَ اَخِيْ مِنْ مَكَّةَ
আমার ভাইদের একজন মক্কা থেকে এলো	جَاءَ اَخٌ لِيْ مِنْ مَكَّةَ
আমার ভাইদের একজন মক্কা থেকে এলো	جَاءَ اَحَدُ اِخْوَتِيْ مِنْ مَكَّةَ

৮। اَلْ বিশিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য

কিছু নামবাচক বিশেষ্য اَلْ যুক্ত হয় যেমনঃ اَلْحَسَنُ، اَلْحُسَيْنُ، اَلزُّبَيْرُ

কিন্তু এদেরকে ডাকার সময় থাকবে না। যেমন يَا حَسَنُ، يَا حُسَيْنُ

অধ্যায়-১২,১৩

১। অর্থ সহ পাঠ

অধ্যায়-১৪

১। اَمْرٌ আদেশ

اَمْرٌ বা আদেশ কেবল اَلْمُضَارِعُ এর ২য় পুরুষে হয়। আদেশ সর্বদা মাজ্জুম। اَلْمُضَارِعُ থেকে কয়েকটি ধাপে এটা পরিবর্তিত হয়। যেমন,

- تَذْهَبُ এর اَلْمُضَارِعُ এর আলামত تَ এবং মারফুর আলামত ‘পেশ’ উঠে যাবে। শেষে মাজ্জুমের আলামত ‘সাকিন’ বসবে, ذْهَبْ
- প্রথমে সাকিন বসায় উচ্চারন করা যাচ্ছে না। তাই এখানে اِ বা اُ আসবে। ع কালিমায় পেশ থাকলে اُ নাহলে اِ

اِذْهَبْ < ذْهَبْ < تَذْهَبُ

আদেশ সূচক	اَمْرٌ	সাধারণ বর্তমান	اَلْمُضَارِعُ
তুমি যাও!	اِذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যাও! (স্ত্রী বা পুং)	اِذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও (স্ত্রী বা পুং)	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যাও!	اِذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبِيْ	তুমি(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

কুরআনীয় উদাহরন

ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
তিনি বলেন, কখনই নয় তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে	قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا
অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর।	فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا
যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন	قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

অধ্যায়-১৫

১। نَهْي নিষেধ

نَهْي বা নিষেধ কেবল الْمُضَارِعُ এর ২য় পুরুষে হয়। নিষেধ সর্বদা মাজ্জুম। الْمُضَارِعُ থেকে نَهْي করতে تَذْهَبُ এর পুর্বে না বাচক لَا বসে এবং মারফুর আলামত 'পেশ' উঠে মাজ্জুমের আলামত 'সাকিন' বসে। যেমনঃ لَا تَذْهَبْ

নিষেধ সূচক	نَهْي	সাধারণ	الْمُضَارِعُ
তুমি যেওনা	لَا تَذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যেওনা তোমরা দুজন (স্ত্রী) যেওনা	لَا تَذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যেওনা	لَا تَذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যেওনা	لَا تَذْهَبِي	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যেওনা	لَا تَذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

যেসব জন্তর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
তোমরা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না	وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
ওয়াদা পাকাপাকি করার পর তা ভঙ্গ কর না	وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না	لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

২। প্রায়ই ঘটেছিল বা ঘটবে এমন ক্ষেত্রে يَكَادُ –كَادَ এর ব্যবহার

প্রায়ই ঘটেছিল বা ঘটবে এমন ক্ষেত্রে গঠনঃ كَادَ/ يَكَادُ + اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ + الْمُضَارِعُ

বালকটি প্রায় হেসেই ফেলেছিল	كَادَ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
তাদের কিছু কিছু অন্তর প্রায় ঘুরে গিয়েছিল	كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
বালকটি প্রায় হেসে ফেলবে	يَكَادُ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
বিদ্যুৎ চমক প্রায় তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেবে	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ

৩। إِنَّمَا এর ব্যবহার

إِنَّمَا এর অর্থ কেবল/ মূলত/ প্রকৃতপক্ষে

আমি কেবল ছবিগুলো দেখছি।	إِنَّمَا انْظُرُ إِلَى الصُّوَرِ
কাজের ফল কেবল নিয়তের উপর	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
মূলত তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রানী	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা হল অপবিত্র	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অধ্যায়-১৬

১। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	নং
مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	تَفْعِيْلٌ	فَعِّلْ	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	II
مُسَبَّحٌ	مُسَبِّحٌ	تَسْبِيْحٌ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	سَبَّحَ	উদাঃ
مُفْعَلٌ	مُفْعِلٌ	اِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يُفْعِلُ	أَفْعَلَ	III
مُسْلَمٌ	مُسْلِمٌ	اِسْلَامٌ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	উদাঃ
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَلَ	IV
مُجاهَدٌ	مُجاهِدٌ	مُجاهَادَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	উদাঃ
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	V
مُتَكَلَّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	উদাঃ
مُتَفَاعَلٌ	مُتَفَاعِلٌ	تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	VI
مُتَعَارَفٌ	مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	উদাঃ
–	مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	إِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	VII
	مُنْقَلِبٌ	إِنْقِلَابٌ	إِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	উদাঃ
مُفْتَعَلٌ	مُفْتَعِلٌ	اِفْتِعَالٌ	إِفْتَعِلْ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	VIII
مُخْتَلَفٌ	مُخْتَلِفٌ	اِخْتِلَافٌ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفَ	উদাঃ
–	مُفْعَلٌّ	اِفْعِلَالٌ	إِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	اِفْعَلَّ	IX
	مُحْمَرٌّ	إِحْمِرَارٌ	إِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	إِحْمَرَّ	উদাঃ
مُسْتَفْعَلٌ	مُسْتَفْعِلٌ	اِسْتِفْعَالٌ	إِسْتَفْعِلْ	يَسْتَفْعِلُ	اِسْتَفْعَلَ	X
مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَغْفِرٌ	اِسْتِغْفَارٌ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ	উদাঃ

লক্ষনীয়ঃ

১। তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَلثُّلَاثِي ও চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَلرُّبَاعِيُّ বলে।

২। اَلرُّبَاعِيُّ ক্রিয়ার اَلْمُضَارِعُ পেশ দিয়ে শুরু বাকী সব ক্ষেত্রে যবর দিয়ে শুরু।

৩। اَلْمَاضِي এর প্রথম অক্ষরে হামজা থাকলে اَلْمُضَارِعُ তে তা বাদ যাবে।

৪। تَفَعَّلَ, تَفَاعَلَ, اِفْعَلَّ এই তিনটার মুদারীতে ع এর উপর যবর বাকী সব ক্ষেত্রে যের।

[মনে রাখার জন্যঃ কথা বলে تَكَلَّمَ চেনা যায় تَعَارَفَ লাল মিয়াকে إِحْمَرَّ]

৫। اَلْمُضَارِعُ এর ২য় অক্ষরে হারাকাত থাকলে আমরে إ আনতে হয় না।

৬। اَلثُّلَاثِي ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু বাকী সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গঠন আছে।

৭। اَلْمُضَارِعُ থেকে إِسْمُ الْفَاعِلِ করতে হারফু মুদারীকে مُ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

৮। إِسْمُ الْفَاعِلِ থেকে إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ করতে হলে ع এর উপর যেরকে যবর করলেই হয়।

বি দ্রঃ অকর্মক ক্রিয়ার إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ নাই।

ক্রমানুসারে ক্রিয়ার গঠনগুলো মনে রাখার জন্যঃ
সে আল্লাহর প্রশংসা করে صَبَّحَ ও মুসলিম হয় أَسْلَمَ । এরপর সে জিহাদের جَاهَدَ ব্যাপারে কথা বলে تَكَلَّمَ এবং চিনতে পারে تَعَارَفَ আসল সংগ্রাম إِنْقَلَبَ কি জিনিষ। কিন্তু সে মতভেদ اِخْتَلَفَ দেখে রাগে লাল হয়ে যায় إِحْمَرَّ পরে আবার ক্ষমা চায় اِسْتَغْفَرَ

২। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার

آخَرُ অর্থ "অন্য" এর স্ত্রীবাচক হল أُخْرَى। এরা উভয়ই দ্বিত্ব।

আজ ইব্রাহীম ও অন্য একজন ছাত্র অনুপস্থিত	غَابَ اليَوْمَ إِبْرَاهِيْمُ و طَالِبٌ آخَرُ
আমাদের শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ مُدَرِّسَنَا و مُدَرِّسًا آخَرَ
আমি সূরা রহমান ও অন্য একটি সূরা মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ سُوْرَةَ الرَّحْمنِ و سُوْرَةً أُخْرَى

اَخَرُ "অন্য"- এর বচন ও লিঙ্গ

বহুবচন	একজন	
آخَرُوْنَ	آخَرُ	পুরুষ
أُخَرُ	أُخْرَى	স্ত্রী

বেলাল এবং অন্য একজন ছাত্র আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وطَالِبٌ اَخَرُ
বেলাল এবং অন্যান্য ছাত্ররা আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وطُلَّابٌ اَخَرُوْنَ
জয়নাব এবং অন্য এক ছাত্রী অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وطَالِبَةٌ أُخْرَى
জয়নাব এবং অন্যান্য ছাত্রীরা অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وطَالِبَاتٌ أُخَرُ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত কর না	لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ
সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।	هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

অধ্যায়-১৭

১। الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া-১

যেতে (to go), পড়তে (to read), খেতে (to eat), বসতে (to sit) ইত্যাদি হল অসমাপিকা ক্রিয়া (Infinitive) । আরবীতে একে বলে الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ। এর সাধারণ গঠন হল اَنْ , الْمُضَارِعُ مَنْصُوْبٌ + যেমনঃ أَنْ يَذْهَبَ 'যেতে', أَنْ يَخْرُجَ 'বের হতে' ইত্যাদি।

আমি বাড়ি থেকে সাত ঘটিকায় বের হতে চাই	أُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ
আমি কুরআন পড়তে ভালোবাসি	أحِبُّ أنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবেহ করতে আদেশ করেন	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
তোমরা কি ভেবেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ?	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
ইসলাম হল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই সাক্ষ্য দেওয়া...	الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

লক্ষ্যনীয়ঃ اَنْ এর পরিবর্তে لِ ও আসতে পারে

أُحِبُّ لِاَجْلِسَ	أُحِبُّ اَنْ اَجْلِسَ
আমি বসতে পছন্দ করি	আমি বসতে পছন্দ করি
أُرِيْدُ لِاَخْرُجَ	أُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ
আমি বের হতে চাই	আমি বের হতে চাই

"মাসদার মুয়াওয়াল" এর মারফু মানসুব এবং মাজরুর অবস্থা।

এটা জরুরী যে তুমি পাঠটি লিখবে	يَنْبَغِيْ أَنْ تَكْتُبَ الدَّرْسَ
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ
তোমার প্রস্থানের পুর্বে এসো	تَعَلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ

২। সম্ভব অর্থে أَمْكَنَ – يُمْكِنُ এর ব্যহার

يُمْكِنُ এর অর্থ" এটা সম্ভব"।

এটা কি সম্ভব যে আমি এখানে বসি?	أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَجْلِسَ هُنَا؟
তার এখন বের হওয়া সম্ভব না	لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ الْأٰنَ
হামিদের জন্য যাওয়া সম্ভব ছিলো না	مَا أَمْكَنَ لِحَامِدٍ أَنْ يَذْهَبَ

৩। مُنْذُ এর ব্যবহার

পুর্বেকার কোন সময় ধরে কিছু বোঝাতে مُنْذُ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি প্রতিশব্দ" since"। এটা حَرْفُ جَرٍّ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি মাজরুর হয়।

তাকে শনিবার থেকে দেখিনি	مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ السَّبْتِ
বেলাল এক সপ্তাহ ধরে অনুপস্থিত	بِلَالٌ غَائِبٌ مُنْذُ أُسْبُوْعٍ

অধ্যায়-১৮

১। كَ এর ব্যবহার

كَ অর্থ " মত" । এটা একটি حرف جر সুতরাং এর পরের ইসমটি মাজরুর।

মুসলিমগন একটা মাত্র লোকের ন্যায়	الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ
আমার ঘড়ি তোমার ঘড়ির মত।	سَاعَتِيْ كَسَاعَتِكَ
আর এভাবে তিনি তোমাদের করেছেন ভারসাম্যপুর্ন জাতি	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপ অন্য কারো উপর মিথ্যারোপের মত নয়	إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ

كَ সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয় না। যেমনঃ اَنَا كَهُ হবে না। এই ক্ষেত্রে كَ এর সাথে مِثْلُ যুক্ত হয়। যেমনঃ اَنَا كَمِثْلِهِ আমি তার মত। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তার মত সাদৃশ্যপুর্ন কেউই নাই

২। كُلٌّ এর ব্যবহার

كُلٌّ এর অর্থ 'প্রত্যেক' অথবা 'সব'। যখন তা অনির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন সাধারণত 'প্রত্যেক' বোঝায় আর যখন নির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন 'সব' অর্থে আসে। এটা অধিকাংশ সময়ই মুদাফ এবং এর বিভক্তি যাকে জোর দেওয়া হয় তার মত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
প্রত্যেক রাতে আল্লাহ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ন হন	يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ
প্রত্যেক প্রানীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
প্রত্যেক (প্রানীর) ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামে	كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ
এবং আল্লাহ কোন সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরকে ভালোবাসেন না	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

তাদের সকলেই তার প্রতি অনুগত	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
এই ক্লাসের সকল ছাত্রীরাই ভারত থেকে	كُلُّ الطَّالِبَاتِ فِي هٰذَا الصَّفِّ مِنَ الْهِنْدِ

লক্ষ্যনীয়ঃ

প্রত্যেক পাতা	كُلُّ صَفْحَةٍ
সব পাতা	كُلُّ الصَّفْحَةِ
পাতাগুলোর সব	كُلُّ الصَّفْحَاتِ

৩। إِسْمُ الفِعْلِ ক্রিয়াবাচক নাম

اِسْمُ الْفِعْلِ গুলো বিশেষ্য কিন্তু তাতে ক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান।

আমাদের সাথে আসো	هَيَّا بِنَا
আমি ব্যথা অনূভব করি	آه
আমি বিরক্ত	أُفٍّ
আমার প্রার্থনা কবুল কর	اَمِيْن

অধ্যায়-১৯

১। না বোধক ভবিষ্যত

ভবিষ্যৎ কাজকে না বোধক করতে لَنْ ব্যবহৃত হয়। لَنْ অব্যয়টি الْمُضَارِعُ কে মানসুব করে।

জোর দিতে لَنْ এর পর اَبَدًا যুক্ত হয়।

আমি আগামিকাল রিয়াদ যাবনা	لَنْ اَذْهَبَ اِلَى الرِّيَاضِ غَدًا
আমি কখনো রিয়াদ যাবনা	لَنْ اَذْهَبَ اِلَى الرِّيَاضِ اَبَدًا
দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না অল্প কিছু সময় ব্যতিত	وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও।	وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না	وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
তোমরা কখনই প্রকৃত কল্যান লাভ করতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত তা থেকে তোমরা ব্যয় কর যা ভালোবাসো।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি তাদের পর তুমি কক্ষনোও পথভ্রষ্ট হবে নাঃ আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত	تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

২। لَمْ মুদারীকে অতীত অর্থ দেয়

لَمْ শব্দটি الْمُضَارِعُ এর পুর্বে বসে তাকে মাজ্জুম করে এবং অতীত অর্থ তৈরী করে।

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।	وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না।	وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ

করে না	
আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়,	أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি?	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ
আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি?	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
যে আমার উপর এমন কিছু বলল যা আমি বলি নাই সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়	مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

লক্ষ্যনীয়ঃ

لَمْ اَذْهَبْ اِلَى الرِّيَاضِ	ما ذَهَبْتُ اِلَى الرِّيَاضِ
আমি রিয়াদ যাইনি	আমি রিয়াদ যাইনি

৩। أَبَدًا ও قَطُّ এর ব্যবহার

অতীতের না বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে قَطُّ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে اَبَدًا ব্যবহৃত হয়।

ভবিষ্যত কালের না বোধক ক্রিয়ায় জোর	অতীত কালের নাবোধক ক্রিয়ায় জোর
لَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ أبَدًا	مَا رَاَيْتُهُ قَطُّ
আমি কখনোই তার কাছে লিখব না	আমি তাকে কখনো দেখিনি।
لَنْ أَشْرَبَ الخَمْرَ أبَدًا	مَا شَرَبْتُ الخَمْرَ قَطُّ
আমি কখনোই মদ পান করবো না	আমি কখনোই মদ পান করিনি

কুরআনীয় উদাহরনঃ

তথায় তারা চিরকাল থাকবে।	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়	وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا
আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে তখনও পুনরায় এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।	يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না।	فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।	مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا
কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে	وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

অধ্যায়-২০

১। أَحَدُهُمَا ...وَالأَخَرُ এবং إِحْدَهُمَا...وَالأُخْرَى এর ব্যবহার

স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক
اِحْدَاهُمَا... + ، والْأُخْرَى.......	اَحَدُهُمَا... + ، وَالْاَخَرُ.....
لِيْ أُخْتَانِ ، اِحْدَاهُمَا مُدَرِّسَةٌ و الْأُخْرَى مُمَرِّضَةٌ	لِيْ اَخَوَانِ ، اَحَدُهُمَا طَبِيْبٌ و الاَخَرُ مُهَنْدِسٌ
আমার দুই বোন, তাদের একজন শিক্ষিকা এবং অন্যজন সেবিকা	আমার দুই ভাই ,তাদের একজন ডাক্তার এবং অন্যজন ইঞ্জিনিয়ার

অধ্যায়-২১

১। না-বাচক নাম প্রধান বাক্যে

নামবাচক বাক্যে না অর্থে مَا ব্যবহৃত হয়। مَا খবরকে মানসুব করে। অনেক সময় مَا এর পর بِ অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

না-বাচক		হ্যা-বাচক
مَا الْبَيْتُ بِجَدِيْدٍ বাড়িটি নতুন নয়	مَا الْبَيْتُ جَدِيْدًا বাড়িটি নতুন নয়	اَلْبَيْتُ جَدِيْدٌ বাড়িটি নতুন
مَا أَنَا بِمُدَرِّسٍ আমি শিক্ষক নই	مَا أَنَا مُدَرِّسًا আমি শিক্ষক নই	أَنَا مُدَرِّسٌ আমি একজন শিক্ষক
	مَا عِنْدِي سَيَّارَةٌ আমার কাছে কোন গাড়ি নাই	عِنْدِي سَيَّارَةٌ আমার একটি গাড়ি আছে

দুটি নাবোধকের জন্য প্রথমটির পূর্বে مَا বসে এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে لَا বসে।

না আমার কাছে কোন বই আছে না কোন কলম	مَا عِنْدِيْ قَلَمٌ وَ لَا كِتَابٌ
সে বাঘও না ভাল্লুকও না	مَا هُوَ بَبْرٌ وَ لَا دُبٌّ
সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না	فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

২। لَمَّا এর ব্যবহার

"এখনো নয়" বা "যখন" এ দুটি অর্থেই لَمَّا ব্যবহৃত হয়। এরপর মুদারি আসলে মাজ্জুম হবে।

ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে	নাম প্রধান বাক্যে
لَمَّا يَأْكُلِ الْوَلَدُ	الْوَلَدُ لَمَّا يَأْكُلْ
এখনো খায়নি ছেলেটা	ছেলেটা এখনও খায়নি

لَمَّا এর পরে ক্রিয়াটি উহ্য থাকতে পারে যেমনঃ لَمَّا يَخْرُجُوْا এর বদলে কেবল لَمَّا।

কুরআনীয় উদাহরনঃ

সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ
যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম	إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ
তোমরা কি ভেবেছো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের তাদের মত অবস্থা আসেনি যারা তোমাদের পুর্বে গত হয়েছে	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم

অধ্যায়-২২

১। অর্থ সহ পাঠ

অধ্যায়-২৩

১। ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুটি না

ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুইটা না বোধক হলে উভয়ই لا দিয়ে শুরু হবে।

আমি খাইনি পানও করিনি	لَا اَكَلْتُ وَ لَا شَرِبْتُ
সে পড়েওনি লেখেওনি	لَا قَرَأَ وَ لَا كَتَبَ
অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

২। لِ দ্বারা লেখক বোঝায়

বই এর লেখক পরিচয় করাতে لِ ব্যবহৃত হয়

ইবনে মানজুরের লিসান-আল আরব	لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُوْرٍ

অধ্যায়-২৪

১। الْعَدَدُ নম্বর

স্ত্রী বাচক عَدَدٌ	পুং বাচক عَدَدٌ	অঙ্ক
وَاْحِدَةٌ	وَاْحِدٌ	١
اِثْنَتَاْنِ	اِثْنَاْنِ	٢
ثَلَاثَةٌ	ثَلَاثٌ	٣
أَرْبَعَةٌ	أَرْبَعٌ	٤
خَمْسَةٌ	خَمْسٌ	٥
سِتَّةٌ	سِتٌّ	٦
سَبْعَةٌ	سَبْعٌ	٧
ثَمَاْنِيَةٌ	ثَمَاْنٍ	٨
تِسْعَةٌ	تِسْعٌ	٩
عَشَرَةٌ	عَشْرٌ	١٠

গননাঃ ১–২ সংখ্যা গুলোকে عَدَدٌ ও যাকে গননা করা হয় তাকে مَعْدُوْدٌ বলে। ১-২ এর ক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ গুলো نَعْتٌ ও مَنْعُتٌ এর মত কাজ করে।	
طَالِبَةٌ وَاحِدَةٌ	طَالِبٌ وَاحِدٌ
طَالِبَتَانِ اِثْنَتَانِ	طَالِبَانِ اِثْنَانِ
গননাঃ ৩-৯ এক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ যথাক্রমে مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ এর মত কাজ করে। পুরুষবাচক শব্দ গননা করতে হয় স্ত্রীবাচক عَدَدٌ দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় পুরুষবাচক عَدَدٌ দিয়ে। **বিভক্তি পরিবর্তনশীল।**	
ثَلَاثُ طَالِبَاتٍ	ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ
أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ	أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ
خَمْسُ طَالِبَاتٍ	خَمْسَةُ طُلَّابٍ
سِتُ طَالِبَاتٍ	سِتَّةُ طُلَّابٍ
سَبْعُ طَالِبَاتٍ	سَبْعَةُ طُلَّابٍ
ثَمَانِي طَالِبَاتٍ	ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ
تِسْعُ طَالِبَاتٍ	تِسْعَةُ طُلَّابٍ
عَشْرُ طَالِبَاتٍ	عَشَرَةُ طُلَّابٍ

গননাঃ ১১–১২

সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ। দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।১২ এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল

إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفوْعٌ مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ
إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً	إِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفوْعٌ
إِثْنَتَي عَشْرَةَ طَالِبَةً	إِثْنَي عَشَرَ طَالِبًا	مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ

গননাঃ ১৩–১৯

সংখ্যা গুলোর কেবল দ্বিতীয় অংশ مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।

ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا
أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا
سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا
سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
ثَمَانِيْ عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَمَانْيَةَ عَشَرَ طَالِبًا
تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
আমার কাছে তেরো রিয়াল আছে	عِنْدِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
আমি তেরো রিয়াল চাই	أُرِيْدُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
এই বইটি তেরো রিয়াল	هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا

গননাঃ ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ...৯০

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক مَعْدُوْدٌ এর জন্য এগুলোর রূপ পরিবর্তন হয় না। মাদুদ একবচন মানসুব। বিভক্তির পরিবর্তন সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচনের বিভক্তির ন্যায়।

عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً	ثَلاثُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا
خَمْسُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسُوْنَ طَالِبًا
سِتُّوْنَ طَالِبَةً	سِتُّوْنَ طَالِبًا
سَبْعُوْنَ طَالِبَةً	سَبْعُوْنَ طَالِبًا
ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً	ثَمَانُوْنَ طَالِبًا
تِسْعُوْنَ طَالِبَةً	تِسْعُوْنَ طَالِبًا

গননাঃ ২১–২২ সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ (তানভীন যুক্ত ১-৯) এবং وَ عِشْرُوْنَ । দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।	
وَاحِدٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	إِحْدَى/ وَاحِدَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	اِثْنَتَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
গননাঃ ২৩–২৯ পুরুষবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর স্ত্রীবাচক [ثَلَاثَةٌ ، أَرْبَعَةٌ ، خَمْسَةٌ ইত্যাদি দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর পুংবাচক [ثَلَاثٌ ، أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ইত্যাদি[দিয়ে। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।	
ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	ثَلَاثٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	أَرْبَعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
خَمْسَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	خَمْسٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
سِتَّةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	سِتٌّ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
سَبْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	سَبْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	ثَمَانٍ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
تِسْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً

গননাঃ ১০১-১০২ সংখ্যা দুটির দুটি অংশ যেমনঃ একশত ছাত্র (مِائَةُ طَالِبٍ) এবং একজন ছাত্র طَالِبٌ । مِائَةُ এরপর মাদুদ একবচন মাজরুর।	
مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبٌ	مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَةٌ
مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبَانِ	مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَتَانِ
গননাঃ ১০৩-১৯৯ সংখ্যাগুলোর দুটি অংশ যেমনঃ একশত (مِائَةٌ)এবং তিনজন ছাত্র (ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ)	
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ ثَلَاثُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ خَمْسَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ خَمْسُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ سِتَّةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ سِتُّ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ سَبْعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ سَبْعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ ثَمَانِيْ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ تِسْعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ تِسْعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ عَشَرَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ عَشْرُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ إِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
-	-
-	-
-	-

গননাঃ ১০০ ,২০০ ,৩০০ ,৪০০ ,৫০০........... ,৯০০	
مِائَةُ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	مِائَةٌ
مِائَتَا طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	مِائَتَانِ
ثَلَاثُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَلَاثُمِائَةٍ
أَرْبَعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَرْبَعُمِائَةٍ
خَمْسُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	خَمْسُمِائَةٍ
سِتُّمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سِتُّمِائَةٍ
سَبْعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سَبْعُمِائَةٍ
ثَمَانِيْمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَمَانِيْمِائَةٍ
تِسْعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	تِسْعُمِائَةٍ
লক্ষনীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গননা করা হোক না কেনمِائَةِ এর পুর্বে পুরুষ বাচক সঙ্খ্যা থাকবে এবং এটা একই সাথে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাইহি। মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।	

গননাঃ ১০০০ ,২০০০ ,৩০০০.........................,৯,০০০	
أَلْفُ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَلْفٌ
أَلْفَا طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَلْفَانِ
ثَلَاثَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَلاثَةُ آلافٍ
أَرْبَعَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَرْبَعَةُ آلافٍ
خَمْسَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	خَمْسَةُ آلافٍ
سِتَّةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سِتَّةُ آلافٍ
سَبْعَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سَبْعَةُ آلافٍ
ثَمَانِيَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَمَانِيَةُ آلافٍ
تِسْعَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	تِسْعَةُ آلافٍ
লক্ষনীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গননা করা হোক না কেন أَلْفِ এর পুর্বে স্ত্রী বাচক সঙ্খ্যা থাকবে এবং মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।	

৬৫৪৩ জন ছাত্র	ثَلَاثَةٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ سِتَّةُ الآفِ طَالِبٍ
৬৫৪৩ জন ছাত্রী	ثَلَاثٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ سِتَّةُ الآفِ طَالِبَةٍ
৯৩২২ টি লোক	اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ تِسْعَةُ الآفِ رَجُلٍ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গননায় মাস বারটি	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ।	فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম।	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়।	إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর	وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
অবশেষে সে যখন শক্তি- সামর্থে বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌছেছে,	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস	وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছি আরো দশ দ্বারা।	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে।	فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে	فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার	إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ
এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

অধ্যায়-২৫

১। لَا يَزَالُ এর ব্যবহার

لَا يَزَالُ অর্থ "সে এখনও" । এটা كَانَ এর বোনদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তা মুবতাদাকে মারফু ও খবরকে মানসুব করে।

বেলাল এখনও অসুস্থ	لَا يَزَالُ بِلَالٌ مَرِيْضًا
ইব্রাহীম এখনও হাসপাতালে	لَا يَزَالُ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْمُسْتَشْفَى

কুরআনীয় উদাহরনঃ

কাফেররা সর্বদাই সন্দেহ পোষন করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়ে	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ
তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে	لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ

হাদিসের উদাহরনঃ

আমার উম্মতের মধ্যে একদল উম্মত সত্যের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ

২। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাচটি বিশেষ বিশেষ্য

পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য হলঃ اَبٌ، اَخٌ، حَمٌ، فَمٌ، ذُوْ এগুলো যখন মুদাফ হিসেবে আসে তখন , মারফু অবস্থায় و মানসুব অবস্থায় ا এবং মাজরুর অবস্থায় ي যোগ হয়। যেমন,

তোমার আব্বা কেমন আছেন ?	كَيْفَ اَبُوْكَ؟	মারফূ
আমি বেলালের আব্বাকে চিনি	اَعْرِفُ اَبَابِلاَلٍ	মানসূব
বেলালের বাবার দিকে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ اِلَى اَبِيْ بِلاَلٍ	মাজরূর

তবে মুদাফ ইলাইহী ইয়া মুতাকাল্লিম হলে কিছু যোগ হয় না।

আমার আব্বা কোথায় গিয়েছিল ?	اَيْنَ ذَهَبَ اَبِيْ؟	মারফূ
তুমি কি আমার ভাইকে চেন?	اَتَعْرِفُ اَخِيْ؟	মানসূব
আমার ভাইয়ের থেকে ঠিকানাটা নাও	خُذِالْعُنْوَانَ مِنْ اَخِيْ	মাজরূর

৩। مِنْ قَبْلُ এর ব্যবহার

আমরা জানি যে قَبْلَ এবং بَعْدَ হল মুদাফ। কিন্তু এদের কখনো কখনো "মুদাফ ইলাইহি" নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে مِنْ قَبْلُ এবং مِن بَعْدُ হবে।

মুদাফ ইলাইহি ছাড়া	মুদাফ ইলাইহি সহ
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ	ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْأَذَانِ
আগে পিছের সব আদেশ আল্লাহর	আযানের পুর্বে মাসজিদে গিয়েছিলাম

কুরআনীয় উদাহরনঃ

তোমাদের পুর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌছেনি?	أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ
ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।	وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল।	وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ
আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম।	إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ
এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে।	أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا
এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয়	لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ
আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।	وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ

১। اَلْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলোতে ي এবং و থাকে সেগুলো দুর্বল ক্রিয়া। তবে লিখিত রূপে و কে ا (আলিফ) এবং ي কে ا (আলিফ) বা ى (আলিফ মাকসুরা) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। দুর্বল ক্রিয়াগুলো তিন প্রকার।

দুর্বল ক্রিয়া (اَلْمُعْتَلُّ)

اَلنَّاقِصُ ل কালিমা দুর্বল		اَلْاَجْوَفُ ع কালিমা দুর্বল		اَلْمِثَالُ ف কালিমা দুর্বল	
সে পথ দেখালো	هَدَى (هَدَيَ)	সে হাটল	سَارَ (سَيَرَ)	সে পেল	وَجَدَ
সে ডাকল	دَعَا (دَعَوَ)	সে বলল	قَالَ (قَوَلَ)	সে রাখল	وَضَعَ
সে টিকে থাকল	بَکَى (بَکَيَ)	সে ঘুমালো	نَامَ (نَوِمَ)	সে উৎফুল্ল হল	يَسَرَ
সে দেখল	رَاَى (رَأَيَ)				

লক্ষণীয়ঃ ক্রিয়ার মধ্যে ا থাকলে তা মুলত و বা ي

ক্রিয়ার মধ্যে ى থাকলে তা মুলত ي

২। الْمِثَالُ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَجَدُوْا	وَجَدَا	وَجَدَ	পুং
وَجَدْنَ	وَجَدَتَا	وَجَدَتْ	স্ত্রী
وَجَدْتُمْ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتَ	পুং
وَجَدْتُنَّ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتِ	স্ত্রী
وَجَدْنَا		وَجَدْتُ	উভয়

الْمِثَالُক্রিয়ার অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তনঃ

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
দুর্বল و বাদ যাবে। কিন্তু ي বাদ যায় না। মিছাল ক্রিয়ার শুরুতে ي হলে তা সালিম ক্রিয়ার মত হয়।	মুদারীর আলামত ي যোগ এবং ف কালিমায় সুকুন যেমন يَذْهَبُ	
يَجِدُ	يَوْجِدُ	وَجَدَ
সে পায়/পাবে		সে পেল
يَيْسَرُ		يَسِرَ
সে সহজ করে/করবে		সে সহজ করল

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَجِدُوْنَ	يَجِدَانِ	يَجِدُ	পুং
يَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	স্ত্রী
تَجِدُوْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	পুং
تَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدِيْنَ	স্ত্রী
نَجِدُ		اَجِدُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَضَعُوْا	وَضَعَا	وَضَعَ	পুং
وَضَعْنَ	وَضَعَتَا	وَضَعَتْ	স্ত্রী
وَضَعْتُمْ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتَ	পুং
وَضَعْتُنَّ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتِ	স্ত্রী
وَضَعْنَا		وَضَعْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَضَعُوْنَ	يَضَعَانِ	يَضَعُ	পুং
يَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	স্ত্রী
تَضَعُوْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	পুং
تَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعِيْنَ	স্ত্রী
نَضَعُ		أَضَعُ	উভয়

الْمِثَالُ ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

اَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
মুদারীর আলামত ت উঠে যাবে এবং এক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসাল আনতে হবে না।	মাজ্জুম করতে ل কালিমায় সুকুন	
جِدْ	تَجِدْ	تَجِدُ
পাও!		তুমি পাও

الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
وَذْرٌ	ذَرْ	يَذَرُ	وَذَرَ	পেছনে ফেলা
وُضْعٌ	ضَعْ	يَضَعُ	وَضَعَ	রাখা
وَقُوعٌ	قَعْ	يَقَعُ	وَقَعَ	পড়ে যাওয়া
وَهْبٌ	هَبْ	يَهَبُ	وَهَبَ	দান করা
وُجُودٌ	جِدْ	يَجِدُ	وَجَدَ *	খুঁজে পাওয়া
وَرَاثَةٌ	رِثْ	يَرِثُ	وَرِثَ	উত্তারাধীকারী হওয়া
وِزْرٌ	زِرْ	يَزِرُ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
وَصْفٌ	صِفْ	يَصِفُ	وَصَفَ	বর্ননা করা
وَعْدٌ	عِدْ	يَعِدُ	وَعَدَ *	ওয়াদা করা
وِقَايَةٌ	قِ	يَقِي	وَقَى *	রক্ষা করা
سَعَةٌ	سَعْ	يَسَعُ	وَسِعَ	আয়ত্ব করা
وَصْلٌ	صِلْ	يَصِلُ	وَصَلَ	পৌছানো
وَهْبٌ	هَبْ	يَهَبُ	وَهَبَ	করা মঞ্জুর
يَسْرٌ	إِيْسَرْ	يَيْسَرُ	يَسِرَ	সহজ করা
يَفْعٌ	اِيْفَعْ	يَيْفَعُ	يَفُعَ	ওঠা বেড়ে
يَبْسٌ	اِيْبَسْ	يَيْبَسُ	يَبُسَ	শুকানো
يَئْسٌ	اِيئَسْ	يَيْأَسُ	يَئِسَ	দেওয়া ছেড়ে আশা

লক্ষনীয়ঃ

ক্রিয়া থেকে কর্তা এবং ক্রিয়ার কাল বাদ দিলে কেবল কাজের নাম অবশিষ্ট থাকে। এই কাজের নামকে اَلْمَصْدَرُ বলে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমনঃ قَتَلَ থেকে قَتْلٌ, كَتَبَ থেকে كِتَابَةٌ ، دَخَلَ থেকে دُخُوْلٌ ، شَرِبَ থেকে شُرْبٌ , نَجَحَ থেকে نَجَاحٌ, شَرَحَ থেকে شَرْحٌ , غَابَ থেকে غِيَابٌ ইত্যাদি। বিস্তারিত পরে আসছে ইন শা আল্লাহ।

৩। ক্ষুদ্রতর অর্থে ইসমের পরিবর্তন

ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহারের জন্য ইসমের সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়। এর তিনটি গঠন আছে। যেমনঃ فُعَيْلٌ ، فُعَيْعِلٌ، فُعَيْعِيْلٌ

ভালো -ভালো	حَسَنٌ – حُسَيْنٌ	فُعَيْلٌ
খাল - নদী	نَهْرٌ – نُهَيْرٌ	
বুকলেট - বই	كِتَابٌ – كُتَيْبٌ	
ছোট দাস – দাস	عَبْدٌ – عُبَيْدٌ	
ছোট ফুল - ফুল	زَهْرٌ – زُهَيْرٌ	
ছোট দিরহাম-দিরহাম	دِرْهَمٌ–دُرَيْهِمٌ	فُعَيْعِلٌ
বুকলেট-বই	كِتَابٌ–كُتَيِّبٌ	
ছোট কাপ-কাপ	فِنْجَانٌ–فُنَيْجِيْنٌ	فُعَيْعِيْلٌ

অধ্যায়-২৭

١। الْاجْوَفُ

الْاجْوَفُ। ক্রিয়ার অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তনঃ

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
উচ্চারনের সুবিধার জন্য সুকুন ও পেশ তাদের অবস্থানের বদল করবে	মুদারীর আলামত ي যোগ এবং ف কালিমায় সুকুন যেমন يَنْصُرُ	قَالَ হল মূলত قَوَلَ
يَقُوْلُ	يَقْوُلُ	قَالَ (قَوَلَ)
সে বলে/বলবে		সে বলল

الْاجْوَفُ। ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

اَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
দুই সাকিনের মিলন রোধ করতে দুর্বল অক্ষরটি উঠে যাবে।	মুদারীর আলামত ت উঠে যাবে এবং মাজ্জুম করতে ل কালিমায় সুকুন	
قُلْ	قُوْلْ	تَقُوْلُ
বলো!		তুমি বলো

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جَاؤُوْا	جَاءَا	جَاءَ	পুং
جِئْنَ *	جَاءَتَا	جَاءَتْ	স্ত্রী
جِئْتُمْ	جِئْتُمَا	جِئْتَ	পুং
جِئْتُنَّ	جِئْتُمَا	جِئْتِ	স্ত্রী
جِئْنَا		جِئْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল جَاْئْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَجِيْئُوْنَ	يَجِيْئَانِ	يَجِيْءُ	পুং
يَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	স্ত্রী
تَجِيْئُوْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	পুং
تَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْئِيْنَ	স্ত্রী
نَجِيْءُ		اَجِيْءُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَالُوْا	قَالاَ	قَالَ	পুং
قُلْنَ *	قَالَتَا	قَالَتْ	স্ত্রী
قبلْتُمْ	قُلْتُمَا	قُلْتَ	পুং
قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قُلْتِ	স্ত্রী
قُلْنَا		قُلْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিলقَالْنَ। দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقُوْلُوْنَ	يَقُوْلاَنِ	يَقُوْلُ	পুং
يَقُلْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلُ	স্ত্রী
تَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلُ	পুং
تَقُلْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلِيْنَ	স্ত্রী
نَقُوْلُ		اَقُوْلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَامُوْا	نَامَا	نَامَ	পুং
نِمْنَ *	نَامَتَا	نَامَتْ	স্ত্রী
نِمْتُمْ	نِمْتُمَا	نِمْتَ	পুং
نِمْتُنَّ	نِمْتُمَا	نِمْتِ	স্ত্রী
نِمْنَا		نِمْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল نَامْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنَامُوْنَ	يَنَامَانِ	يَنَامُ	পুং
يَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	স্ত্রী
تَنَامُوْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	পুং
تَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامِيْنَ	স্ত্রী
نَنَامُ		اَنَامُ	উভয়

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
تَوْبَةٌ	تُبْ	يَتُوبُ	تَابَ	তাওবা করা
ذَوْقٌ	ذُقْ	يَذُوقُ	ذَاقَ	স্বাদ নেওয়া
فُوْزٌ	فُزْ	يَفُوزُ	فَازَ	সফল হওয়া
قَوْلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ *	বলা
قِيَامٌ، قَوْمَةٌ	قُمْ	يَقُومُ	قَامَ	দাঁড়ানো
كَوْنٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ *	হওয়া
مَوْتٌ	مُتْ	يَمُوتُ	مَاتَ	মরে যাওয়া
خَوْفٌ	خِفْ	يَخَافُ	خَافَ	ভীত হওয়া
كَوْدٌ	كَدْ	يَكَادُ	كَادَ	প্রায় হওয়া
كَيْدٌ	كِدْ	يَكِيدُ	كَادَ	কৌশল করা
زِيَادَةٌ	زِدْ	يَزِيدُ	زَادَ *	বাড়ানো
بَيْعٌ	بِعْ	يَبِيْعُ	بَاعَ	বিক্রি করা
سَيْرٌ	سِرْ	يَسِيْرُ	سَارَ	হাটা
عَيْشٌ	عِشْ	يَعِيْشُ	عَاشَ	বেঁচে থাকা
غِيَابٌ	غِبْ	يَغِيْبُ	غَابَ	অনুপস্থিত থাকা
عِيَاذٌ	عُذْ	يَعُوذُ	عَاذَ	আশ্রয় চাওয়া
كَيْلٌ	كِلْ	يَكِيْلُ	كَالَ	পরিমাপ করা
زِيَارَةٌ	زُرْ	يَزُوْرُ	زَارَ	পরিদর্শন করা
طَافٌ	طُفْ	يَطُوْفُ	طَافَ	তাওয়াফ করা

২।। কসমের জন্য বাক্যের শুরুতে وَ

কসমের জন্য বাক্যের শুরুতে وَ ব্যবহৃত হয়। وَ হল হারফ জার সুতরাং এর পর ইসমটি মাজরুর হবে। জোর দিতে হ্যা বোধক বাক্যে وَ এরপর لَقَد শব্দটি আসে কিন্তু না বোধক বাক্যে তা আসে না।

وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ	وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ
আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখেছিলাম	আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখিনি
وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَمُوْتُ	وَاللهِ مَا اَكَلتُ شَيْئًا
আল্লাহর কসম আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম	আল্লাহর কসম আমি কিছুই খাইনি

২। اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ (পরম কর্ম)

বাক্যে ব্যবহৃত মাসদারটি যদি ঐ বাক্যেই ব্যবহৃত কোন ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভুত হয় তবে তাকে اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ বলে। মাফুলুন মুতলাক মানসুব হয়। যেমনঃ যেমনঃ يَعْمَلُ عَمَلاً

ضَرَبَنِي بِلَالٌ ضَرْبًا	বিলাল আমাকে একমারা মারছে।
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا	নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করেছি অনেক জুলুম
اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا	আল্লাহর স্মরণ কর অধিক হারে
شَفَاكَ اللهُ شِفَاءً كَامِلًا	আল্লাহ তোমাকে পরিপুর্ন সুস্থতা দিক
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا	আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ	যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا	অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا	নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।
وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا	আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত

করেছেন।	
অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
যে কোন (প্রানীর) প্রতিকৃতি আকবে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন	مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ
নিশ্চয়ই দ্বীন শুরু হয়েছিল অপরিচিতের ন্যায় আবার অপরিচিত হয়ে যাবে	إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا

১। النَّاقِصُ

النَّاقِصُ ক্রিয়ার অতীত কালের গঠনে লক্ষ্যনীয়ঃ

১. و আলিফে পরিনত হয়। যেমনঃ دَعَوَ <= دَعَا

- ي যবরের পরে আসলে ى তে পরিবর্তিত হয় যেমনঃ مَشَيَ => مَشَى
- তবে ي যের এর পরে আসলে পরিবর্তিত হয় না যেমনঃ نَسِيَ => نَسِيَ
- ي পেশের পরে আসে না।

২. ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ دَعَوُوْا => دَعَوْا

৩. و এর আগে যের হয় না তাই نَسِوْا => نَسُوْا হবে।

৪. দুই সুকুনের মিলন রোধে دَعَاْتْ এর দুর্বল অক্ষরটি উঠে গিয়ে হবে دَعَتْ

৫. মুতাহাররিক সর্বনাম (যে সর্বনামগুলোর উপর হারকাত আছে) যেমনঃ نَ، تَ، تُمَا، تُمْ، تِ، تُمَا، تُنَّ، تُ، نَا গুলোতে ل কালিমা স্বরুপে ফিরে আসে।

যেমনঃ بَكَيْنَ، بَكَيْتَ، بَكَيْتُمَا، بَكَيْتُمْ، ....بَكَيْنَا

النَّاقِصُ ক্রিয়ার বর্তমান কালে লক্ষ্যনীয়ঃ

মারফুঃ

১. লাম কালিমা (و বা ي) ফিরে আসে। এবং লাম কালিমায় পেশের বদলে সুকুন হয়। যেমনঃ

الْمُضَارِعُ	<= পরিবর্তন <=	الْمَاضِي
يَدْعُوْ	يَدْعُوُ	دَعَا (دَعَوَ)
يَبْكِيْ	يَبْكِيُ	بَكَى (بَكَيَ)
يَنْسَى	يَنْسَيُ	نَسِيَ (نَسِيَ)

২. ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ

يَدْعُوُوْنَ => يَدْعُوْنَ যেখানে وُ তুলে দেওয়া হয়েছে।

يَنْسَيُوْنَ => يَنْسَوْنَ যেখানে يُ তুলে দেওয়া হয়েছে।

تَدْعُوِيْنَ => تَدْعِيْنَ যেখানে وِ তুলে দেওয়া হয়েছে আর ي এর আগে পেশ আসে না তাই عُ কে عِ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

মানসুবঃ

১. و এবং ي দ্বারা শেষ হওয়া ক্রিয়ার উপর যবর উচ্চারিত হয় কিন্তু আলিফ দ্বারা শেষ হওয়া যবর উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ لَنْ يَبْكِيَ، لَنْ يَدْعُوَ কিন্তু لَنْ يَنْسَى

আমর ও মাজ্জুমঃ

১। ل কালিমা উঠে যায়।

যেমন, لَمْ يَدْعُوْ <= لَمْ يَدْعُ অনুরুপ ভাবে, أُدْعُ

لَمْ يَبْكِيْ <= لَمْ يَبْكِ অনুরুপ ভাবে, إِبْكِ

لَمْ يَنْسَىْ <= لَمْ يَنْسَ অনুরুপ ভাবে, إِنْسَ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مَشَوْا	مَشَيَا	مَشَى	পুং
مَشَيْنَ	مَشَتَا	مَشَتْ	স্ত্রী
مَشَيْتُمْ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتَ	পুং
مَشَيْتُنَّ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتِ	স্ত্রী
مَشَيْنَا		مَشَيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَمْشُوْنَ	يَمْشِيَانِ	يَمْشِيْ	পুং
يَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْ	স্ত্রী
تَمْشُوْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْ	পুং
تَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْنَ	স্ত্রী
نَمْشِيْ		اَمْشِيْ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
دَعَوْا	دَعَوَا	دَعَا	পুং
دَعَوْنَ	دَعَتَا	دَعَتْ	স্ত্রী
دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتَ	পুং
دَعَوْتُنَّ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتِ	স্ত্রী
دَعَوْنَا		دَعَوْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَدْعُوْنَ	يَدْعُوَانِ	يَدْعُوْ	পুং
يَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	স্ত্রী
تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	পুং
تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعِيْنَ	স্ত্রী
نَدْعُوْ		اَدْعُوْ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
رَأَوْا	رَاَيَا	رَأَى	পুং
رَاَيْنَ	رَاَتَا	رَاَتْ	স্ত্রী
رَاَيْتُمْ	رَاَيْتُمَا	رَاَيْتَ	পুং
رَاَيْتُنَّ	رَاَيْتُمَا	رَاَيْتِ	স্ত্রী
رَاَيْنَا		رَاَيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَرَوْنَ	يَرَيَانِ	يَرَى	পুং
يَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	স্ত্রী
تَرَوْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	পুং
تَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَيْنَ	স্ত্রী
نَرَى		اَرَى	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَسُوْا	نَسِيَا	نَسِيَ	পুং
نَسِيْنَ	نَسِيَتَا	نَسِيَتْ	স্ত্রী
نَسِيْتُمْ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتَ	পুং
نَسِيْتُنَّ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتِ	স্ত্রী
نَسِيْنَا		نَسِيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْسَوْنَ	يَنْسَيَانِ	يَنْسَى	পুং
يَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	স্ত্রী
تَنْسَوْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	পুং
تَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَيْنَ	স্ত্রী
نَنْسَى		اَنْسَى	উভয়

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
تِلَاوَةٌ	اُتْلُ	يَتْلُو	تَلَا	তিলোয়াত করা
دُعَاءٌ	اُدْعُ	يَدْعُو	دَعَا *	ডাকা
عَفْوٌ	اُعْفُ	يَعْفُو	عَفَا	ক্ষমা করা
شَكْوَى	اُشْكُ	يَشْكُوْ	شَكَا	অভিযোগ করা
مَحْوٌ	اُمْحُ	يَمْحُوْ	مَحَا	মুছে ফেলা
رَجَاءٌ	اُرْجُ	يَرْجُوْ	رَجا	আশা করা
ماشِيٌ	اِمْشِ	يَمْشِيْ	مَشَى	হাঁটা
سَقْيٌ	اِسْقِ	يَسْقِيْ	سَقَى	পান করানো
بِنَاءٌ	اِبْنِ	يَبْنِيْ	بَنَى	বানানো
بَغْيٌ	اِبْغِ	يَبْغِيْ	بَغَى	খুব চাওয়া
نَهْيٌ	اِنْهَ	يَنْهَى	نَهَى	নিষেধ করা
جَرَيَانٌ	اِجْرِ	يَجْرِي	جَرَى	প্রবাহিত হওয়া
قَضَاءٌ	اِقْضِ	يَقْضِي	قَضَى	পুর্ন করা
كِفَايَةٌ	اِكْفِ	يَكْفِي	كَفَى	যথেষ্ঠ হওয়া
هَدْىٌ	اِهْدِ	يَهْدِي	هَدَى *	পথ দেখানো
خَشِيَّةٌ	اِخْشَ	يَخْشَى	خَشِيَ	ভয় করা
رِضْوَانٌ	اِرْضَ	يَرْضَى	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
نِسْيَانٌ	اِنْسَ	يَنْسَى	نَسِيَ *	ভুলে যাওয়া
بَقِيَّةٌ	اِبْقَ	يَبْقَى	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
لِقَاءٌ	اِلْقَ	يَلْقَى	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

২। এখনও করা হয়নি অর্থে لَمْ + ... + بَعْدُ

আমার বাবা এখনও ফিরে আসেন নি	لَمْ يَرجِعْ أَبِيْ بَعْدُ
আমি তাকে এখনও একটি চিঠি লিখিনি	لَمْ أَكْتُبْ لَهُ رِسَالَةً بَعْدُ
আমি এখনও বিবাহ করিনি	لَمْ أَنْكَحْ بَعْدُ

৩। الْمَهْمُوْزُ

যে ক্রিয়া মুলের একটি অক্ষর أ তাকে الْفِعْلُ الْمَهْمُوْزُ বলে। যেমনঃ

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
سُؤَالٌ	سَلْ/ اِسْئَلْ	يَسْأَلُ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা
قِرَاءَةٌ	اِقْرَأْ	يَقْرَأُ	قَرَأَ	পড়া
أَخْذٌ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	ধরা
أَكْلٌ	كُلْ	يَأْكُلُ	أَكَلَ	খাওয়া
أَمْرٌ	مُرْ	يَأْمُرُ	أَمَرَ *	আদেশ করা
أَمْنٌ	ائْمَنْ	يَأْمَنُ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
اِبَاءٌ	اِئْبَ	يَأْبَى	أَبَى	অমান্য করা
رَأْيٌ	رَ	يَرَى	رَأَى *	দেখা
اِتْيَانٌ	اِئْتِ	يَأْتِي	أَتَى *	আসা
مَشِيئَةٌ	شَأْ	يَشَاءُ	شَاءَ *	চাওয়া
سَوْءٌ	سُؤْ	يَسُوءُ	سَاءَ	খারাপ হওয়া
مَجِيءٌ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	আসা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَكَلُوْا	أَكَلَا	أَكَلَ	পুং
أَكَلْنَ	أَكَلَتَا	أَكَلَتْ	স্ত্রী
أَكَلْتُمْ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتَ	পুং
أَكَلْتُنَّ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتِ	স্ত্রী
أَكَلْنَا		أَكَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَأْكُلُوْنَ	يَأْكُلَانِ	يَأْكُلُ	পুং
يَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	স্ত্রী
تَأْكُلُوْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	পুং
تَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلِيْنَ	স্ত্রী
نَأْكُلُ		آكُلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
سَأَلُوْا	سَأَلَا	سَأَلَ	পুং
سَأَلْنَ	سَأَلَتَا	سَأَلَتْ	স্ত্রী
سَأَلْتُمْ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتَ	পুং
سَأَلْتُنَّ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتِ	স্ত্রী
سَأَلْنَا		سَأَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْأَلُوْنَ	يَسْأَلَانِ	يَسْأَلُ	পুং
يَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	স্ত্রী
تَسْأَلُوْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	পুং
تَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلِيْنَ	স্ত্রী
نَسْأَلُ		أَسْأَلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَرَأُوْا	قَرَآ	قَرَأَ	পুং
قَرَأْنَ	قرأَتَا	قَرَأَتْ	স্ত্রী
قَرَأْتُمْ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتَ	পুং
قَرَأْتُنَّ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتِ	স্ত্রী
قَرَأْنَا		قَرَأْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقْرَأُوْنَ	يَقْرَآنِ	يَقْرَأُ	পুং
يَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	স্ত্রী
تَقْرَأُوْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	পুং
تَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَئِيْنَ	স্ত্রী
نَقْرَأُ		أَقْرَأُ	উভয়

অধ্যায়-২৯

১। اَلْمُضَعَّفُ

আল মুদা'য়াফ হল এমন ক্রিয়াপদ যার ع কালিমা ও ل কালিমা একই। যেমনঃ حَجَّ অর্থ সে হাজ্ব করলো। حَجَّ হল মূলত حَجَجَ যার ع কালিমার "হারকাত" উঠে গিয়ে হয়েছে حَجْجَ => حَجَّ । কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ , حَجَجْتَ , حَجَجْنَ حَجَجْتُمَا .... حَجَجْنَا

اَلْمُضَارِعُ এর ক্ষেত্রেও সাকিন সর্বনামের ক্ষেত্রে ل কালিমার" হারকাত "উঠে যায়। যেমনঃ يَحْجُجُ => يَحُجُّ কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ يَحْجُجْنَ

اَلْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
حَجُّوْا	حَجَّا	حَجَّ	পুং
حَجَجْنَ	حَجَّتَا	حَجَّتْ	স্ত্রী
حَجَجْتُمْ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتَ	পুং
حَجَجْتُنَّ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتِ	স্ত্রী
حَجَجْنَا		حَجَجْتُ	উভয়

اَلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحُجُّوْنَ	يَحُجَّانِ	يَحُجُّ	পুং
يَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	স্ত্রী
تَحُجُّوْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	পুং
تَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجِّيْنَ	স্ত্রী
نَحُجُّ		أَحُجُّ	উভয়

মাজ্জুম ও আমরঃ

বর্তমানের রূপ يَحُجُّ কে মাজ্জুম করলে দাঁড়ায় يَحُجْجْ । দুই সাকিনের মিলন রোধে শেষে একটা হরকাত নিসে আসতে হয়। যেমন لَمْ يَحُجَّ । কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এরুপ সমস্যা হয় না যেমন لَمْ يَحُجُّوْا

আদেশের ক্ষেত্রে تَحُجُّ এর মুদারীর আলামত ت এবং শেষের পেশ উঠে যাবে অর্থাৎ حُجّّ ।দুই সুকুনের মিলন রোধে শেষে যবর আসবে এবং এক্ষেত্রে কোন হামজাতুল ওয়াসাল আনতে হবে না)যেহেতু প্রথমে সাকিন আসছে না(। সুতরাং সবশেষে আমরের রূপ হবে حُجَّ । উল্লেখ্য যে মুদা'য়াফ এর আমর এভাবেও হয়ঃ أُرْدُدْ , أُصْدُدْ ইত্যাদি।

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	اَلْمُضَارِعُ	اَلْمَاضِي	অর্থ
حَيَاةٌ	اِحْيَ	يَحْيَا	حَيَّ	জীবিত হওয়া
رَدٌّ	اُرْدُدْ	يَرُدُّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
صَدٌّ	اُصْدُدْ	يَصُدُّ	صَدَّ	লুকানো
ضَرٌّ	اُضْرُرْ	يَضُرُّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা
ظَنٌّ	اُظْنُنْ	يَظُنُّ	ظَنَّ *	মনে করা
عَدٌّ	اُعْدُدْ	يَعُدُّ	عَدَّ	গননা করা
مَدٌّ	اُمْدُدْ	يَمُدُّ	مَدَّ	ছড়ানো
وُدٌّ	اِوْدَدْ	يَوَدُّ	وَدَّ	ইচ্ছা করা
ضَلَالَةٌ، ضَلَالٌ	اِضْلِلْ	يَضِلُّ	ضَلَّ *	পথভ্রষ্ট হওয়া
غُرُورٌ	اِغْرِرْ	يَغِرُّ	غَرَّ	বিভ্রান্ত করা
مَسٌّ	اِمْسَسْ	يَمَسُّ	مَسَّ	স্পর্শ করা

অধ্যায়-৩০,৩১

১। অর্থ সহ পাঠ

বুক-৩

১। الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী

ইসমগুলো হয় مُعْرَبٌ যার বিভক্তি পরিবর্তনশীল অথবা مَبْنِيٌّ যার বিভক্তি অপরিবর্তনশীল। মোট সাত প্রকার ইসম মাবনী।

ব্যতিক্রম	উদাহরন		
هَذَانِ ، هَاتَانِ	هٰذَا، ذٰلِكَ، أُولٰئِكَ	أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ	১
	مَا، مَنْ، أينَ ، مَتَى	أَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ	২
	هُوَ ، هُمَا ، هُمْ	ضَمِيْرٌ	৩
الَّذَانِ ، اللَّتَانِ	الَّذِي، الَّتِي ، الَّذِيْنَ	الاسْمُ الْمَوْصُولُ	৪
	إِذَا ، الآنَ ، أَمْسِ	بَعْدُ الظُّرُفِ	৫
	أُفٍّ، آهِ ، آمِيْنَ	أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ	৬
إِثْنَا عَشَرَ، إِثْنَتَا عَشْرَةَ	أَحَدَ عَشَرَ، إِحْدَى عَشْرَةَ	العَدَادُ الْمُرَكَّبَةُ	৭

الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ এর উদাহরন

مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
فِي هٰذَا البَيْتِ	سَمِعْتُ هٰذَا	هٰذَا بَيْتٌ
এই বাড়িটিতে	আমি এটা শুনেছি	এটা একটি বাড়ি
لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟	ضَرَبَ مَنْ هُوَ؟	مَنْ هُوَ؟
এই কলমটি কার?	সে কাকে মেরেছিল?	সে কে?
لَهُ بَيْتٌ كَبِيْرٌ	انَا أعْرِفُهُ	هُوَ طَبِيْبٌ
তার একটি বড় বাড়ি আছে	আমি তাকে চিনি	সে একজন ডাক্তার

দুই ইসমের মিলন মাবনি

দুটি ইসম মিলে একটা ইসমের ন্যায় কাজ করে যেমন لَيْلَ نَهَارَ দিন-রাত, صَبَاحَ مَسَاءَ সকাল সন্ধ্যা। এগুলো মাবনি।

আমি দিন রাত কাজ করি	اَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ
আমরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ইবাদাত করি	نَعْبُدُ اللهَ صَبَاحَ مَسَاءَ

২। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাচটি বিশেষ বিশেষ্য

পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য হলঃ اَبٌ، اَخٌ، حَمٌ، فَمٌ، ذُوْ এগুলো যখন মুদাফ হিসেবে আসে তখন , মারফু অবস্থায় و মানসুব অবস্থায় ا এবং মাজরূর অবস্থায় ي যোগ হয়। যেমন,

তোমার আব্বা কেমন আছেন ?	كَيْفَ اَبُوْكَ؟	মারফূ
আমি বেলালের আব্বাকে চিনি	اَعْرِفُ اَبَابِلَالٍ	মানসূব
বেলালের বাবার দিকে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ اِلَى اَبِيْ بِلَالٍ	মাজরূর

তবে মুদাফ ইলাইহী ইয়া মুতাকাল্লিম হলে কিছু যোগ হয় না।

আমার আব্বা কোথায় গিয়েছিল ?	اَيْنَ ذَهَبَ اَبِيْ؟	মারফূ
তুমি কি আমার ভাইকে চেন?	اَتَعْرِفُ اَخِيْ؟	মানসূব
আমার ভাইয়ের থেকে ঠিকানাটা নাও	خُذِالْعُنْوَانَ مِنْ اَخِيْ	মাজরূর

৩। اَلْإِعْرَابُ التَّقْدِيْرِيُّ ইসমের বিভক্তির সুপ্তাবস্থা

সুপ্তাবস্থা মানে হল বিভক্তির আলামত যেমন পেশ, যবর, যের প্রকাশ্য নয়।

যুবকটি লাঠি দ্বারা সাপটি মারল	قَتَلَ الْفَتَى الْأَفْعَى بِالْعَصَا	মাকসুর (اَلْمَقْصُوْرُ) শেষে ا বা ى থাকলে।
আমার দাদা আমার বন্ধু সহ আমার উস্তাদকে ডাকল	دَعَاجَدِّيْ أُسْتَاذِيْ مَعَ زُمَلَائِيْ	ইয়া মুতাকাল্লিমের মুদাফ اَلْمضَافُ اِلى ياءِ الْمُتَكَلِّمِ
বিচারক উকিলকে অপরাধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল	سَاَلَ الْقَاضِيْ الْمُحَامِيَ عَنِ الْجَانِيْ	মানকুছ (اَلْمَنْقُوْصُ) ي দ্বারা শেষ হওয়া শব্দ

লক্ষ্যনীয়ঃ

যখন মানকুছ গুলো তানবীন নেয় তখন শেষের ي লোপ পায়। যেমনঃ قَاضِيٌ > قَاضٍ

অবশ্য তা মানসুব হলে ي ফিরে আসে। যেমনঃ سَأَلْتُ قَاضِيًا | এছাড়াও যখন মানকুছ নির্দিষ্ট ও মুদাফ হয় তখন ي ফিরে আসে। যেমনঃ اَلْقَاضِيْ، قَاضِيْ مَكَّةَ

কিছু শব্দের বিভক্তি মানকুসের বিভক্তির ন্যায়

নির্দিষ্ট	বহুবচন	একবচন	
اَلْمَعَانِي	مَعَانٍ	مَعْنَى	অর্থ
اَلْجَوارِي	جَوَارٍ	جَارِيَةٌ	মেয়ে
اَللَّيَالِي	لَيَالٍ	لَيْلَةٌ	রাত
اَلنَّوَادِي	نَادٍ	نَوَادٍ	ক্লাব

৪। বিভক্তির আলামত

বিভক্তির আলামতগুলো কখনও ظَاهِرَةٌ প্রকাশ্য আবার কখনও اَلتَّقْدِيْرِيُّ সুপ্ত। প্রকাশ্য আলামত গুলো আবার দুই প্রকার। اَلْأَصْلِيَّةُ এবং اَلْفَرْعِيَّةُ

عَلَامَاتُ الْإِعْرَبُ বিভক্তির আলামাত		
اَلتَّقْدِيْرِيُّ সুপ্ত	ظَاهِرَةٌ প্রকাশ্য আলামত	
বাহ্যিক অবস্থা দেখে বোঝা যায় না বরং ব্যকরনগত অবস্থান হতে বোঝা যায়	اَلْفَرْعِيَّةُ গৌন	اَلْأَصْلِيَّةُ প্রাথমিক
اَلْمَقْصُوْرُ	الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ	মারফুর ضَمَّةٌ
اَلْمَنْقُوْصُ	الجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ	মানসুবের فَتْحَةٌ
اَلْمضَافُ اِلى ياءِ الْمُتَكَلِّمِ	اَلأَسْمَاءِالْخَمْسَةُ	মাজরুরের كَسْرَةٌ
	اَلْمُثَنَّى	
	المَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ	

৫। ইসমের মারফু, মানসুব ও মাজরুর অবস্থা

নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে একটা ইসম মারফু হয়,

আল্লাহ সবচেয়ে মহান	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	খবর ও মুবতাদা
দরজাটি খোলা ছিল	كَانَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا	اِسْمُ كَانَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ	خَبَرُ اِنَّ
আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللّٰهُ كُلَّ شَيءٍ	فَاعِلٌ
মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে	خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	فَاعِلٌ নায়েব এর

দুটি ক্ষেত্রে ইসম মাজরুর হয়।

মানুষের উপর একটি যমানা আসবে	يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ	حَرْفُ جَرٍّ এর পরে হলে
মুহাম্মাদ) স (আল্লাহর রসুল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ	مُضَافٌ إِلَيْهِ হলে

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইসমগুলো মানসুব হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ	ইসমু ইন্না
খাদ্যটি সুস্বাদু ছিল	كَانَ الطَّعَامُ لَذِيْذًا	খবর কানা
পাঠটি বুঝেছিলাম	فَهِمْتُ الدَّرْسَ	মাফুলুন বিহী
আমার আব্বা রাতে সফর করেছিল	سَافَرَ اَبِيْ لَيْلاً	মাফুলুন ফিহী (৪২)
গরমের ভয়ে বের হইনি	مَاخَرَجْتُ خَوْفًا مِنَ الْحَرِّ	মাফুলুন লাহু(১১৬)
পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَالْجَبَلَ	মাফুলুন মায়াহু
আল্লাহকে অধিকহারে স্বরন কর	اُذْكُرُوْ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِرًا	মাফুলুন মুতলাক(১১৪)
আমার দাদা বসে নামাজ পড়ে	جَدِّيْ يُصَلِّيْ قَاعِدًا	হাল(১২১)
আমি তোমার চেয়ে হাতের লেখায় ভালো	اَنَا اَحْسَنُ مِنْكَ خَطًّا	তামিজ(১১৯)
হামিদ ছাড়া সকল ছাত্র অনুপস্থিত	حَضَرَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ اِلَّا حَامِدًا	মুস্তাছনা(১২৪)
হে আল্লাহর বান্দা	يَا عَبْدَاللّٰهِ	মুনাদা যখন মুদাফ

নোটঃ ব্রাকেটে বিষয় গুলোর বিস্তারিত আলোচনার পয়েন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে।

৬। اَلتَّوَابِعُ ইসমের নির্ভরশীল বিভক্তি

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইসমের বিভক্তি অন্য ইসমের উপর নির্ভরশীল।

নতুন ছাত্রটি কি উপস্থিত ছিল ?	اَحَضَرَ الطَّالِبُ الْجَدِيْدُ؟	نَعْت
হেডমাষ্টার নতুন ছাত্রটিকে খুঁজছে	يَطْلُبُ الْمُدِيْرُ الطَّالِبَ الْجَدِيْدَ	
এটা নতুন ছাত্রটির খাতা	هٰذَا دَفْتَرُ الطَّالِبِ الْجَدِيْدِ	
সকল ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল	حَضَرَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ	اَلتَّوْكِيْدُ
সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَاَلْتُ الطُّلاَّبَ كُلَّهُمْ	
সকল ছাত্রকে সালাম দিয়েছিলাম	سَلَّمْتُ عَلٰى الطُّلاَّبِ كُلِّهِمْ	
হামিদ ও তার বন্ধু বের হয়েছিল	خَرَجَ حَامِدٌ وَ صَدِيْقُهُ	اَلْمَعْطُوْفُ
হেডমাষ্টার হামিদ ও তার বন্ধুকে খুজেছিল	طَلَبَ الْمُدِيْرُ حَامِدًا وَ صَدِيْقَهُ	

হামিদ ও তার বন্ধুর বইগুলো কই ?	اَيْنَ كُتُبُ حَامِدٍ وَ صَدِيْقِهِ؟	
এই ছাত্রটি কি পাশ করেছিল ?	اَنَجَحَ هٰذَا الطَّالِبُ؟	اَلْبَدَلُ
আমি এই ছাত্রটিকে চিনি	اَعْرِفُ هٰذَا الطَّالِبَ	
এই ছাত্রটির রুম কোথায় ?	اَيْنَ غُرْفَةُ هٰذَا الطَّالِبِ؟	

৭। ক্রিয়াপদের বিভক্তির পরিবর্তন

১) সালিম ক্রিয়ার বিভক্তি

মাজুম	মানসুব	মারফু	
يَذْهَبْ	يَذْهَبَ	يَذْهَبُ	কর্তা পকেটেঃ এই গ্রুপের মারফু ,মানসুব ও মাজুম প্রকাশ্য প্রাথমিক আলামত।
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	
اَذْهَبْ	اَذْهَبَ	اَذْهَبُ	
نَذْهَبْ	نَذْهَبَ	نَذْهَبُ	
يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ	ن আসে ن যায়ঃ এই গ্রুপের মারফু অবস্থায় ن আসে মানসুব ও মাজুম অবস্থায় ن যায়।
تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ	
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	
تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ	
يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	هُنَّ ،تُنَّ মাবনীঃ মারফু, মানসুব ও মাজুমের রূপ একই।
تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	

২) নাকিস ক্রিয়ার বিভক্তি

মাজ্জুম	মানসুব	মারফু
মাজ্জুম হলে শেষের দুর্বল অক্ষরটি উঠে যায়।	শেষে و বা ي থাকলে যবর হয় ى , থাকলে তা উচ্চারিত হয় না	শেষের পেশটি উঠে যায়
يَدْعُ	يَدْعُوَ	يَدْعُو
يَبْكِ	يَبْكِيَ	يَبْكِي
يَنْسَ	يَنْسَى	يَنْسَى

৮। ক্রিয়াপদের বিভক্তির সুপ্তাবস্থা

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে দুটি অবস্থায় বিভক্তির আলামত প্রকাশ্য নয়,

সুপ্তাবস্থা)প্রকাশ্য(	মূল অবস্থা)অপ্রকাশ্য(	
يَمْشِي	يَمْشِيُ	اَلنَّاقِصُ এর মারফু ও মানসুব অবস্থায়
يَتْلُو	يَتْلُوُ	
يَنْسَى	يَنْسَىُ	
يَنْسَى	يَنْسَىَ	
يَحُجَّ	يَحْجُجْ	اَلْمُضَعَّف এর মাজ্জুম অবস্থায়

অধ্যায়-২

১। وَ এর তিনটি ব্যবহার

ক) ‘‘এবং’’ অর্থে সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে

আমি একটি বই ও একটি কলম চাই	أُرِيْدُ كِتَابًا وَقَلَمًا
আমার আব্বা ও আম্মা তাদের রুমে আছেন।	أَبِي وَ أَمِّي فِي غُرْفَتِهِمَا
আরবী আল কুরআনের ভাষা এবং সেটা জান্নাতেরও ভাষা।	. الْعَرَبِيَّةُ لُغَةُ الْقُرْأنِ وَ هِيَ لُغَةُ الْجَنَّةِ أَيْضًا

খ) কসমের জন্য বাক্যের শুরুতে وَ ব্যবহৃত হয়। وَ হল হারফ জার সুতরাং এর পর ইসমটি মাজরুর হবে। জোর দিতে হ্যা বোধক বাক্যে وَ এরপর لَقَد শব্দটি আসে কিন্তু না বোধক বাক্যে তা আসে না।

وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ	وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ
আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখিনি	আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখেছিলাম
وَاللهِ مَا اَكَلتُ شَيْئًا	وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَمُوْتُ
আল্লাহর কসম আমি কিছুই খাইনি	আল্লাহর কসম আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম

গ) وَ আল হাল (বিস্তারিত পরে)

আমার বাবা মারা গেছেন যখন আমি ছোট ছিলাম	مَاتَ اَبِيْ وَاَنَا صَغِيْرٌ
বালকটি আমার কাছে কান্নারত অবস্থায় আসল	جَاءَنِي الْوَلَدُ وَهُوَ يَبْكِيْ
তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ
আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম যখন ইমাম রুকু করছিল	دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ يَرْكَعُ

লক্ষ্যণীয়ঃ

- و আল হাল এর পর নামপ্রধান বাক্যে ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহৃত হলেও অর্থ অতীতকালের হবে।

২। "ধরো" বা "লও" অর্থে اِلَيْكُمْ، اِلَيْكَ ইত্যাদির ব্যবহার

এই বইটি ধরো ,হে বালক	اِلَيْكَ هٰذَا الْكِتَابَ يَاوَلَدُ
আরো কিছু উদাহরণ নাও	اِلَيْكُمْ اَمْثِلَةً اُخْرَى
তোমরা আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরে থাকবে	عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ

৩। দুয়া করার জন্য অতীত কালের ব্যবহার

আল্লাহ তার উপর রহম কর	رَحِمَهُ اللّٰهُ
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক	غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ
আল্লাহ তোমার মুখকে ধ্বংস না করুক	لَافَضَّ اللّٰهُ فَاكَ
আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক	جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا
আল্লাহ তাকে হেফাজত করুক	حَفِظَهُ اللهُ

৪। নিষেধাজ্ঞা, প্রশ্ন ও না-বোধক জোর দেওয়ার জন্য مِنْ এর ব্যবহার

কেউই অনুপস্থিত নয়	مَا غَابَ مِنْ اَحَدٍ	না বোধকে জোর
আমি কাউকেই দেখিনি	مَا رَاَيْتُ مِنْ اَحَدٍ	
এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনই সংকীর্ণতা রাখেননি	وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	
কেউ যেন বাইরে না যায়	لَا يَخْرُجْ مِنْ اَحَدٍ	নিষেধাজ্ঞা
কিছুই লিখো না	لَا تَكْتُبْ مِنْ شَيْءٍ	

কোন প্রশ্ন?	هَلْ مِنْ سُؤَالٍ؟	প্রশ্নবোধক
কেউ বাকি আছে?	هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟	
নতুন কিছু?	هَلْ مِنْ جَدِيْدٍ؟	

লক্ষ্যনীয়ঃ প্রশ্নবোধকে কেবল هَلْ ব্যবহৃত হবে এবং مِنْ এর পরবর্তী اِسْمٌ টি অনিদির্ষ্ট

৫। لَدَى এর ব্যবহার

لَدَى হল ظَرْفٌ এর অর্থ "কাছে" । যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ لَدَى الْبَابِ হামিদ দরজার কাছে ছিল।

এরপর সর্বনাম আসলে আলিফ মাকসুরা ي তে পরিণত হয়। যেমনঃ لَدَيْكَ তোমার কাছে

কুরআনীয় উদাহরনঃ

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড।	إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا
আমার কাছে কথা রদবদল হয় না	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ
তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেঃ আমার কাছে যে, আমলনামা ছিল, তা এই	وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ
নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে মাহফুযে	وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
এভাবে তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।	كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে।	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

৬। কাছে / দিকে অর্থে عَلٰى এর ব্যবহার

আমি পরিচালকের অফিসে গিয়েছিলাম	دَخَلْتُ عَلٰى الْمُدِيْرِ
সালাতের জন্য এসো	هَيَّا عَلَى الصَّلَةِ

৭। নিচের শব্দগুলো লক্ষ্যনীয়

এগুলোর বিভক্তি মানকুসের বিভক্তির ন্যায়।

নির্দিষ্ট	বহুবচন	একবচন	
اَلْمَعَانِي	مَعَانٍ	مَعْنَى	অর্থ
اَلْجَوَارِي	جَوَارٍ	جَارِيَةٌ	মেয়ে
اَللَّيَالِي	لَيَالٍ	لَيْلَةٌ	রাত
اَلنَّوَادِي	نَادٍ	نَوَادٍ	ক্লাব

অধ্যায়-৩

১। সালিম ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপ اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ

অতীত কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ل কালিমায় যবর ও ع কালিমায় যের বসে (ইলা)। এর পূর্বে যেকোন অক্ষরে "পেশ" বসবে যদি সুকুন না থাকে।

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে কৃত হল	فُعِلَ	فَعَلَ
তাকে সাহায্য করা হল	نُصِرَ	نَصَرَ
তাকে শোনানো হল	سُمِعَ	سَمِعَ
সে অবতীর্ন হল	أُنْزِلَ	أَنْزَلَ
সে অবতীর্ন হল	نُزِّلَ	نَزَّلَ
সে ব্যবহৃত হল	أُسْتُخْدِمَ	إِسْتَخْدَمَ
সে ব্যবহৃত হল	أُسْتُعْمِلَ	إِسْتَعْمَلَ
তাকে ডাকা হল	نُوْدِيَ	نَادَى

বর্তমান কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ل কালিমায় পেশ ও ع কালিমায় যবর বসে (আলু)। এর পুর্বে হারফু মুদারিয়া বাদে যেকোন অক্ষরে "যবর" বসবে যদি সুকুন না থাকে।

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে সাহায্য করা হয়/হবে	يُنْصَرُ	يَنْصُرُ
তাকে প্রহার করা হয়/হবে	يُضْرَبُ	يَضْرِبُ
তাকে অবতীর্ন করা হয় /হবে	يُنْزَلُ	يَنْزِلُ
তাকে অবতীর্ন করা হয় /হবে	يُنَزَّلُ	يُنَزِّلُ
তাকে ব্যবহার করা হয় /হবে	يُسْتَعْمَلُ	يَسْتَعْمِلُ

উল্লেখ্য কর্মবাচ্য ক্রিয়াগুলো মাবনী।

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

	অতীতকালের ক্রিয়া	
نُصِرُوْا	نُصِرَا	نُصِرَ
نُصِرْنَ	نُصِرَتَا	نُصِرَتْ
نُصِرْتُمْ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتَ
نُصِرْتُنَّ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتِ
نُصِرْنَا		نُصِرْتُ

	বর্তমানকালের ক্রিয়া	
يُنْصَرُوْنَ	يُنْصَرَانِ	يُنْصَرُ
يُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ
تُنْصَرُوْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ
تُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرِيْنَ
نُنْصَرُ		اُنْصَرُ

কর্মবাচ্য ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ

মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ
কোন বছরে তুমি জন্মেছিলে?	فِيْ اَيِّ عَامٍ وُلِدْتَ؟
তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেননি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ.
আমিনা কি নিয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল?	عَمَّ سُئِلَتْ اَمِنَةُ؟
মানুষ কি মনে করেছে “আমরা ঈমান এনেছি” এ কথা বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না?	أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়ছে অপছন্দনীয় দ্বারা আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে পছন্দনীয় দ্বারা	حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ
নিশ্চয়ই যখন রুহ কবয করা হয় দৃষ্টি তার অনুসরন করে	إنَّ الرُّوحَ إذاَ قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

কতৃবাচক ক্রিয়া থেকে কর্মবচক ক্রিয়ায় রুপান্তরঃ

কতৃবাচক ক্রিয়া থেকে কর্মবাচক ক্রিয়ায় রুপান্তর করা হলে ফায়িল বিলুপ্ত হয় এবং এর মাফুলুন বিহি নায়েবে ফায়িলে পরিনত হয়। اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ যার উপর আপোতিত হয় তাকে বলা হয় نَائِبُ الفَاعِلِ যা সর্বদা মারফু। যেমনঃ

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	اَلْفِعْلُ الْمَعْلُومُ কতৃবাচক
الْإِنْسَانُ	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	خُلِقَ اللهُ الْإِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ
الدَّرْسُ	يُشْرَحُ الدَّرْسُ مَرَّتَيْنِ	يَشْرَحُ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ مَرَّتَيْنِ
المَسِيْحُ	مَا صُلِبَ المَسِيْحُ	مَا صَلَبَ اليَهُوْدُ المَسِيْحَ
القَهْوَةُ	صُبَّ القَهْوَةُ فِي الفَنَاجِيْنِ	صَبَّ الرَّجُلُ القَهْوَةَ فِي الفَنَاجِيْنِ

যদি মাফুলুন বিহি সর্বনাম হয় তাহলে نَائِبُ الفَاعِلِ সর্বনামের মারফু অবস্থায় আসবে।

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	اَلْفِعْلُ الْمَعْلُومُ কতৃবাচক
تُ	عَمَّ سُأِلْتُ؟	عَمَّ سَأَلَكَ الْمُدِيْرُ؟
وْ	قُتِلُوا بِالْمُسَدَّسِ	قَتَلَهُم الْمُجْرِمُ بِالْمُسَدَّسِ
وْ	لا يُسْأَلُونَ عَنْ سَبَبِ	لا يَسْأَلُهُم أَحدٌ عَنْ سَبَبِ
نَا	ضُرِبْنَا بِا لْعَصَا	ضَرَبَنَا الرَّجُلُ بِا لْعَصَا

২। মাহমুজ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদেশ দিল	أُمِرَ	أَمَرَ
সে জিজ্ঞাসা করল	سُئِلَ	سَأَلَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদিষ্ট হল	يُأْمَرُ	يَأْمُرُ
সে জিজ্ঞাসিত হল	يُسْئَلُ	يَسْئَلُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

سُئِلُوا	سُئِلَا	سُئِلَ
سُئِلْنَ	سُئِلَتَا	سُئِلَتْ
سُئِلْتُمْ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتَ
سُئِلْتُنَّ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتِ
سُئِلْنَا		سُئِلْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُسْئَلُونَ	يُسْئَلَانِ	يُسْئَلُ
يُسْئَلْنَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلُ
تُسْئَلُونَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلُ
تُسْئَلْنَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلِيْنَ
نُسْئَلُ		أُسْئَلُ

৩। মুদায়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হল	عُضَّ	عَضَّ
তাকে স্পর্শ করা হল	مُسَّ	مَسَّ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হবে	يُعَضُّ	يَعَضُّ
তাকে স্পর্শ করা হবে	يُمَسُّ	يَمَسُّ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

عُضُّوْا	عُضَّا	عُضَّ
عُضَضْنَ	عُضَّتَا	عُضَّتْ
عُضَضْتُمْ	عُضَضْتُمَا	عُضَضْتَ
عُضَضْتُنَّ	عُضَضْتُمَا	عُضَضْتِ
عُضَضْنَا		عُضَضْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُعَضُّوْنَ	يُعَضَّانِ	يُعَضُّ
يُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ
تُعَضُّوْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ
تُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضِّيْنَ
نُعَضُّ		أُعَضُّ

৪। মিছাল ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া গেল	وُجِدَ	وَجَدَ
রাখা হল	وُضِعَ	وَضَعَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া যাবে	يُوْجَدُ	يَجِدُ
রাখা হবে	يُوْضَعُ	يَضَعُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

وُجِدُوْا	وُجِدَا	وُجِدَ
وُجِدْنَ	وُجِدَتَا	وُجِدَتْ
وُجِدْتُمْ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتَ
وُجِدْتُنَّ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتِ
وُجِدْنَا		وُجِدْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُوْجَدُوْنَ	يُوْجَدَانِ	يُوْجَدُ
يُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ
تُوْجَدُوْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ
تُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدِيْنَ
نُوْجَدُ		أُوْجَدُ

৫। নাকিস ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হল	دُعِيَ	دَعَا
দেওয়া হল	أُتِيَ	أَتَى
ভুলিয়ে দেওয়া হল	نُسِيَ	نَسِيَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হবে	يُدْعَى	يَدْعُو
দেওয়া হবে	يُؤْتَىْ	يَأْتِيْ
ভুলিয়ে দেওয়া হবে	يُنْسَىْ	يَنْسَىْ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

دُعُوْا	دُعِيَا	دُعِيَ
دُعِيْنَ	دُعِيَتَا	دُعِيَتْ
دُعِيْتُمْ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتَ
دُعِيْتُنَّ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتِ
دُعِيْنَا		دُعِيْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُدْعَوْنَ	يُدْعَيَانِ	يُدْعَى
يُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى
تُدْعَوْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى
تُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَيْنَ
نُدْعَى		أُدْعَى

৬। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়/স্থান

স্থান বা সময় বাচক إسم গুলোকে ظَرْفٌ বলে। নামবাচক বাক্যে তাদেরকে ظَرْفٌ ও ক্রিয়াবাচক বাক্যে তাদেরকে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বলে। এটা মানসুব।

শুক্রবারে আমি মক্কায় ছিলাম	كُنْتُ فِيْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
তোমরা এই সন্ধ্যায় কোথায় যাচ্ছ?	اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ هٰذَا الْمَساءَ؟
আসছে বছর আমি আরবী ভাষা শিখব।	سَاَدْرُسُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ الْعَامَ الْقَادِمَ
তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে	يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

مَفْعُوْلٌ فِيْهِ	ظَرْفٌ
جَلَسْتُ عِنْدَ المدِيْرِ	الطَّالِبُ عِنْدَ المدِيْرِ
نِمْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ	الْقِطُّ تَحْتَ الْمَكتَبِ

৭। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী

وَ অব্যয়টি مَعَ অর্থে ব্যবহার করে مَفْعُوْلٌ مَعَهُ গঠিত হয়। এরপর ইসমটি মানসুব।

পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَ الْجِبَالَ

৮। اَلْمَنْسُوْبُ বিশেষ্যের বিশেষণ

বিশেষ্যের বিশেষণ		বিশেষ্য	
هِنْدِيٌّ	হিন্দুস্থানী	اَلْهِنْدُ	হিন্দ
اَخَوِيٌّ	ভাইসুলভ	اَخٌ	ভাই
اَبَوِيٌّ	পিতৃসুলভ	اَبٌ	পিতা
نَبَوِيٌّ	নবীসুলভ	نَبِيٌّ	নবী

নোটঃ শেষে ة থাকলে বাদ যায় যেমনঃ

مَكَّةُ	مَكِّيٌّ
مَدْرَسَةُ	مَدْرَسِيٌّ

৯। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার

آخَرُ অর্থ "অন্য" এর স্ত্রীবাচক হল أُخْرَى। এরা উভয়ই দ্বিত্ব।

আজ ইব্রাহীম ও অন্য একজন ছাত্র অনুপস্থিত	غَابَ الْيَوْمَ إِبْرَاهِيْمُ وَ طَالِبٌ آخَرُ
আমাদের শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ مُدَرِّسَنَا وَ مُدَرِّسًا آخَرَ
আমি সূরা রহমান ও অন্য একটি সূরা মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ سُوْرَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُوْرَةً أُخْرَى

اَخَرُ "অন্য"- এর বচন ও লিঙ্গ

বহুবচন	একজন	
آخَرُوْنَ	آخَرُ	পুরুষ
أُخَرُ	أُخْرَى	স্ত্রী

বেলাল এবং অন্য একজন ছাত্র আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطَالِبٌ آخَرُ
বেলাল এবং অন্যান্য ছাত্ররা আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطُلَّابٌ آخَرُوْنَ
জয়নাব এবং অন্য এক ছাত্রী অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَةٌ أُخْرَى
জয়নাব এবং অন্যান্য ছাত্রীরা অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَاتٌ أُخَرُ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত কর না	لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে	فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ
সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।	هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

১০। صَلَّى + بِ এর ব্যবহার

صَلِّ	يُصَلِّي	صَلَّى
সলাত পড়	সে সলাত পড়ে	সে সলাত পড়ল

সে আমাদের সলাত পড়ায়	صَلَّى بِنَا
আমাদের সলাত পড়াও	صَلِّ بِنَا

১১। وَاِمَّا ....اِمَّا এর ব্যবহার

وَاِمَّا ....اِمَّا অর্থ "হয়...অথবা" বা ইংরেজিতে either........ or

ইসম হয় পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী	اَلْاِسْمُ اِمَّا مُذَكَّرٌ وَاِمَّا مُؤَنَّثٌ
হয় তুমি আমাকে দেখতে আসবে অথবা আমি তোমাকে দেখতে যাবো	اِمَّ تَزُوْرُنِي وَاِمَّا اَزُوْرُكَ

১২। اِسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيُّ ইসমের বংশগত বহুবচনের একবচন

এটা দুইভাবে হয় ক) ي যোগে খ) ة যোগে

	একবচন	বহুবচন	
আরবী	عَرَبِيٌّ	عَرَبٌ	ي যোগে
তুর্কী	تُرْكِيٌّ	تُرْكٌ	
ইংলিশ	اِنْكِلِيْزِيٌّ	اِنْكِلِيْزٌ	
আপেল	تُفَّاحَةٌ	تُفَّاحٌ	ة যোগে
বৃক্ষ	شَجَرَةٌ	شَجَرٌ	
মাছ	سَمَكَةٌ	سَمَكٌ	
কলা	مَوْزَةٌ	مَوْزٌ	

কুরআনীয় উদাহরনঃ

কিতাব অনারব ভাষায় আর রসূল আরবী ভাষী	أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ
এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়	وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ
এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ

১। সালিম ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْلِ

ক্রিয়ার সংগঠনকারীর নামকে اِسْمُ الْفَاعِلِ বলে। যেমন যে সাহায্য করেছে সে হল – نَاصِرٌ

যার উপর ক্রিয়া আপতিত হয় তাকে إِسْمُ مَفْعُوْل বলে। যেমন যাকে সাহায্য করা হয়েছে সে হল مَنْصُوْرٌ

সালিম ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ مَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
مَطْلُوْبٌ	طَالِبٌ	طَلَبَ	অন্বেষন করা
مَغْضُوبٌ	غَاضِبٌ	غَضَبَ	গযব দেওয়া
–	دَاخِلٌ	دَخَلَ	প্রবেশ করা
مَقْتُوْلٌ	قَاتِلٌ	قَتَلَ	হত্যা করা
–	فَاسِدٌ	فَسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা
مَحْكُوْمٌ	حَاكِمٌ	حَكَمَ	বিচার করা
–	قَاعِدٌ	قَعَدَ	বসা
مَتْرُوْكٌ	تَارِكٌ	تَرَكَ	ছেড়ে দেওয়া
مَنْقُوْضٌ	نَاقِضٌ	نَقَضَ	চুক্তি ভংগ করা
مَنْظُوْرٌ	نَاظِرٌ	نَظَرَ	লক্ষ্য করা
مَكْفُوْرٌ	كَافِرٌ	كَفَرَ	অবিশ্বাস করা
مَدْرُوْسٌ	دَارِسٌ	دَرَسَ	অধ্যায়ন করা
مَبْلُوْغٌ	بَالِغٌ	بَلَغَ	পৌছানো
–	شَاكِرٌ	شَكَرَ	কৃতজ্ঞতা করা

২। মাহমুজ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

মাহমুজ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	**إِسْمُ فَاعِل**	**الْمَاضِي**	**অর্থ**
مَسْؤُوْلٌ	سَائِلٌ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা
مَقْرُوْءٌ	قَارِئٌ	قَرَأَ	পড়া
مَأْخُوذٌ	آخِذٌ	أَخَذَ	ধরা
مَأْكُولٌ	آكِلٌ	أَكَلَ	খাওয়া
مَأْمُورٌ	آمِرٌ	أَمَرَ *	আদেশ করা
مَأْمُونٌ	آمِنٌ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
	آبٍ	أَبَى	অমান্য করা
مَرْئِيّ	رَاءٍ	رَأَى *	দেখা
مَأْتَى	آتٍ	أَتَى *	আসা
	شَاءٍ	شَاءَ *	চাওয়া
مَسَاوِئٌ	سَاوِئ	سَاءَ	খারাপ হওয়া
	جَاءٍ	جَاءَ	আসা

৩। মুদায়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

মুদায়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
–	حَيٌّ	حَيَّ	জীবিত হওয়া
مَرْدُوْدٌ	رَادٌّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
–	صَادٌّ	صَدَّ	লুকানো
مَضْرُوْرٌ	ضَارٌّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা
مَظْنُوْنٌ	ظَانٌّ	ظَنَّ *	মনে করা
مَعْدُوْدٌ	عَادٌّ	عَدَّ	গননা করা
مَمْدُوْدٌ	مَادٌّ	مَدَّ	ছড়ানো
–	وَادٌّ	وَدَّ	ইচ্ছা করা
–	ضَالٌّ	ضَلَّ *	পথভ্রষ্ট হওয়া
مَغْرُوْرٌ	غَارٌّ	غَرَّ	বিভ্রান্ত করা
مَمْسُوْسٌ	مَاسٌّ	مَسَّ	স্পর্শ করা

অধ্যায়-৫

১। আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হল	قِيْلَ	قَالَ
বিক্রি করা হল	بِيْعَ	بَاعَ
বাড়ানো হল	زِيْدَ	زَادَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হয়/হবে	يُقَالُ	يَقُوْلُ
বিক্রি করা হয়/হবে	يُبَاعُ	يَبِيْعُ
বাড়ানো হয়/হবে	يُزَادُ	يَزِيْدُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

قِيْلُوْا	قِيْلَا	قِيْلَ
قِلْنَ	قِيْلَتَا	قِيْلَتْ
قِلْتُمْ	قِلْتُمَا	قِلْتَ
قِلْتُنَّ	قِلْتُمَا	قِلْتِ
قِلْنَا		قِلْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُقَالُوْنَ	يُقَالَانِ	يُقَالُ
يُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ
تُقَالُوْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ
تُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالِيْنَ
نُقَالُ		أُقَالُ

২। মিছাল ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

মিছাল ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	**إِسْمُ الْفَاعِل**	**الْمَاضِي**	**অর্থ**
–	وَاذِرٌ	وَذَرَ	পেছনে ফেলা
مَوْضُوْعٌ	وَاضِعٌ	وَضَعَ	রাখা
–	وَاقِعٌ	وَقَعَ	পড়ে যাওয়া
مَوْهُوْبٌ	وَاهِبٌ	وَهَبَ	দান করা
مَوْجُوْدٌ	وَاجِدٌ	وَجَدَ *	খুঁজে পাওয়া
مَوْرُوْثٌ	وَارِثٌ	وَرِثَ	উত্তরাধীকারী হওয়া
–	وَازِرٌ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
مَوْصُوْفٌ	وَاصِفٌ	وَصَفَ	বর্ননা করা
مَوْعُوْدٌ	وَاعِدٌ	وَعَدَ *	ওয়াদা করা
مَوْسُوْعٌ	وَاسِعٌ	وَسِعَ	আয়ত্ব করা
مَوْصُوْلٌ	وَاصِلٌ	وَصَلَ	পৌছানো
مَوْهُوْبٌ	وَاهِبٌ	وَهَبَ	মঞ্জুর করা
–	يَاسِرٌ	يَسِرَ	সহজ করা
–	يَافِعٌ	يَفُعَ	বেড়ে ওঠা
–	يَابِسٌ	يَبُسَ	শুকানো
مَيْؤُوسٌ	يَائِسٌ	يَئِسَ	আশা ছেড়ে দেওয়া

৩। আজওয়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

আজওয়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
–	تَائِبٌ	تَابَ	তাওবা করা
–	ذَائِقٌ	ذَاقَ	স্বাদ নেওয়া
–	فَائِزٌ	فَازَ	সফল হওয়া
–	قَائِلٌ	قَالَ *	বলা
مَقُومٌ	قَائِمٌ	قَامَ	দাঁড়ানো
مَكُونٌ	كَائِنٌ	كَانَ *	হওয়া
–	مَائِتٌ	مَاتَ	মরে যাওয়া
مَخَافٌ	خَائِفٌ	خَافَ	ভীত হওয়া
–	كَائِدٌ	كَادَ	প্রায় হওয়া
–	كَائِدٌ	كَادَ	কৌশল করা
مَزِيدٌ	زَائِدٌ	زَادَ *	বাড়ানো
مَبِيْعٌ	بَائِعٌ	بَاعَ	বিক্রি করা
مَسِيْرٌ	سَائِرٌ	سَارَ	হাটা
مَعِيْشٌ	عَائِشٌ	عَاشَ	বেঁচে থাকা
مَغِيْبٌ	غَائِبٌ	غَابَ	অনুপস্থিত থাকা
–	كَائِلٌ	كَالَ	পরিমাপ করা
مَزُوْرٌ	زَائِرٌ	زَارَ	পরিদর্শন করা
–	طَائِفٌ	طَافَ	তাওয়াফ করা

৪। নাকিস ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

নাকিস ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
مَتْلُوٌّ	تَالٍ	تَلَا	তিলোয়াত করা
مَدْعُوٌّ	دَاعٍ	دَعَا *	ডাকা
مَعْفُوٌّ	عَافٍ	عَفَا	ক্ষমা করা
مَشْكُوٌّ	شَاكٍ	شَكَا	অভিযোগ করা
مَمْحُوٌّ	مَاحٍ	مَحَا	মুছে ফেলা
مَرْجُوٌّ	رَاجٍ	رَجَا	আশা করা
مَسْقِيٌّ	سَاقٍ	سَقَى	পান করানো
مَبْنِيٌّ	بَانٍ	بَنَى	বানানো
مَبْغِيٌّ	بَاغٍ	بَغَى	খুব চাওয়া
مَنْهِيٌّ	نَاهٍ	نَهَى	নিষেধ করা
مَجْرِيٌّ	جَارٍ	جَرَى	প্রবাহিত হওয়া
مَقْضِيٌّ	قَاضٍ	قَضَى	পূর্ন করা
–	كَافٍ	كَفَى	যথেষ্ঠ হওয়া
مَهْدِيٌّ	هَادٍ	هَدَى *	পথ দেখানো
–	خَاشٍ	خَشِيَ	ভয় করা
مَرْضَى	رَاضٍ	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
مَنْسَى	نَاسٍ	نَسِيَ *	ভুলে যাওয়া
مَبْقَى	بَاقٍ	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
مَلْقَى	لَاقٍ	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

অধ্যায়-৬

১। সময় ও স্থানবাচক ইসম اِسْمَاالزَمَانِ ও اِسْمَاالْمَكَانِ

ক্রিয়া সংগঠনের স্থানকে اِسْمَاالْمَكَانِ এবং ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে اِسْمَاالزَمَانِ বলে। এদের রূপ একই।

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো مَفْعَلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী	
খেলার মাঠ	مَلْعَبٌ	يَلْعَبُ	لَعِبَ	সালিম ক্রিয়ার মুদারীতে ع কালিমায় যবর বা পেশ হলে
পানশালা	مَشْرَبٌ	يَشْرَبُ	شَرِبَ	
প্রবেশ পথ	مَدْخَلٌ	يَدْخُلُ	دَخَلَ	
রান্না ঘর	مَطْبَخٌ	يَطْبُخُ	طَبَخَ	
বিনোদন স্থল	مَلْهًى	يَلْهُو	لَهَا	হলে ক্রিয়া নাকিস
হাটার স্থান	مَمْشًى	يَمْشِي	مَشَى	
প্রবাহ স্থান	مَجْرًى	يَجْرِي	جَرَى	

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুদারীর ع কালিমায় যবর পেশ হলেও مَفْعِلٌ গঠনের হয়। যেমনঃ

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী
মাসজিদ	مَسْجِدٌ	يَسْجُدُ	سَجَدَ
পুর্ব	مَشْرِقٌ	يَشْرُقُ	شَرَقَ
পশ্চিম	مَغْرِبٌ	يَغْرُبُ	غَرَبَ

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো مَفْعِلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী	
আসন	مَجْلِسٌ	يَجْلِسُ	جَلَسَ	সালিম ক্রিয়ার মুদারীতে ع কালিমায় যের হলে
অবতরন স্থল	مَنْزِلٌ	يَنْزِلُ	نَزَلَ	
প্রহার স্থান	مَضْرِبٌ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	
থামার স্থান	مَوْقِفٌ	يَقِفُ	وَقَفَ	মিছাল ক্রিয়া হলে
রাখার স্থান	مَوْضِعٌ	يَضَعُ	وَضَعَ	
পাওয়ার স্থান	مَوْجِدٌ	يَجِدُ	وَجَدَ	

নোটঃ

- উভয় ক্ষেত্রেই ة যোগ হতে পারে ,যেমনঃ مَنْزِلَةٌ ، مَدْرَسَةٌ ، مَشْئَمَةٌ ، مَقْبَرَةٌ
- উভইয় প্যাটার্নেরই বহুবচন হলো مَفَاعِلُ যা দ্বিত্ব। যেমন مَسَاجِدُ
- ইসম মাফউল গুলোও اِسْمَاالْمَكَانِ ও اِسْمَاالزَمَانِ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন مَدْخَلٌ ، مُقَامٌ ، مُصَلًّى

অধ্যায়-৭

১। ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ إِسْمُ الآلَةِ

এগুলোর তিনটি প্যাটার্ন আছে

চাবি	مِفْتَاحٌ	খোলা	فَتَحَ	مِفْعَالٌ
আয়না	مِرْآةٌ	দেখা	رَأَى	
নিক্তি	مِيْزَانٌ	ওজন করা	وَزَنَ	
বাতি	مِصْبَاحٌ	সকাল হওয়া	صَبَحَ	
লিফট	مِصْعَدٌ	ওপরে ওঠা	صَعِدَ	مِفْعَلٌ
ড্রিল	مِثْقَبٌ	খোদাই করা	ثَقَبَ	
ঝাটা	مِكْنَسَةٌ	ঝাড়ু দেওয়া	كَنَسَ	مِفْعَلَةٌ
ফ্রাইপ্যান	مِقْلَاةٌ	ভাঁজা	قَلَى	
ইস্ত্রী	مِكْوَاةٌ	ইস্ত্রী করা	كَوَى	

১। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার

تَعَالَ একটা আদেশ। অর্থ' ,আসো'। সে আসল এই অর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়া হল جَاءَ–يَجِيءُ ও اَتَيَ–يَأْتِي কিন্তু "আদেশে" ব্যবহৃত হয় تَعَالَ এর রুপগুলো হলঃ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَعَالَوْا	تَعَالَيَا	تَعَالَ	পুং
تَعَالَيْنَ	تَعَالَيَا	تَعَالَيْ	স্ত্রী

Note تَعَالَى :হলো একটি Verb যার অর্থ সে উপরে উঠল ,সে উচ্চ হল ইত্যাদি। আমর تَعَالَ এর মূল অর্থ হলো" উঠে আসো"

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

অধ্যায়-৯

১। كِلَا "উভয়" পুং এবং كِلْتَا "উভয়" স্ত্রী এর ব্যবহার

كِلَا শব্দের অর্থ" উভয় "পুং এবং এর স্ত্রীবাচক كِلْتَا । এরা উভয়েই মুদাফ। সুতরাং এর পরবর্তী মুদাফ ইলাইহী দ্বিবচন মাজরুর হবে। যেমনঃ

উভয় ছাত্র লাইব্রেরীতে।	كِلَا اَلْطَّالِبَيْنِ فِيْ اَلْمَكْتَبَةِ
উভয় গাড়ি বাড়িটির সামনে	كِلْتَا اَلْسَّيَّارَتَيْنِ اَمَامَ اَلْبَيْتِ

كِلَا ও كِلْتَا উভয়কেই একবচন ধরা হয় । তাই এদের খবর একবচন হয়। [দ্বিবচনও অনুমোদিত]

উভয় ছাত্র গিয়েছিল	كِلَا اَلْطَّالِبَيْنِ ذَهَبَ
সুন্দর ঘড়ি উভয়	كِلْتَا السَّاعَتَيْنِ جَمِيْلَةٌ

কুরআনীয় উদাহরনঃ

তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না	إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না	كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا

كِلَا ও كِلْتَا উভয়ই মানসুব ও মাজরুর অবস্থায় অপরিবর্তনীয় যখন তাদের মুদাফ ইলাইহি কোন إِسْمٌ হয়। আর যদি মুদাফ ইলাইহি ضَمِيْرٌ হয় তাহলে এর বিভক্তি দ্বিবচনের ন্যায়।

বিভক্তি পরিবর্তনীয় যখন মু.ই ضَمِيْرٌ	বিভক্তি অপরিবর্তনীয় যখন মু.ই إِسْمٌ	
كِلَاَنَا مَسْرُوْرٌ	كِلَا اَلْطَّالِبَيْنِ مَسْرُوْرٌ	মারফু
رَاَيْتُ كِلَيْهِمَا	اَعْرِفُ كِلَا اَلْطَّالِبَيْنِ	মানসুব
بَحَثْتُ عَنْ كِلَيْهِمَا	بَحَثْتُ عَنْ كِلَا اَلْطَّالِبَيْنِ	মাজরুর

২। দ্বিবচনগুলো মুদাফ হলে ن উঠে যায়।

বেলালের দুই কন্যা কোথায় ?	اَيْنَ بِنْتَا بِلَالٍ؟	بِنْتَانِ
বেলালের দুই কন্যাকে দেখেছিলাম	رَاَيْتُ بِنْتَيْ بِلَالٍ؟	بِنْتَيْنِ
বেলালের দুই কন্যাকে খুজছি	أَبْحَثُ عَنْ بِنْتَيْ بِلَالٍ؟	بِنْتَيْنِ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كِتَابَاهُمْ	كِتَابَاهُمَا	كِتَابَاهُ	পুং
كِتَابَاهُنَّ	كِتَابَاهُمَا	كِتَابَاهَا	স্ত্রী
كِتَابَاكُمْ	كِتَابَاكُمَا	كِتَابَاكَ	পুং
كِتَابَاكُنَّ	كِتَابَاكُمَا	كِتَابَاكِ	স্ত্রী
كِتَابَانَا		كِتَابَايَ	উভয়

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كِتَابَيْهِمْ	كِتَابَيْهِمَا	كِتَابَيْهِ	পুং
كِتَابَيْهِنَّ	كِتَابَيْهِمَا	كِتَابَيْهَا	স্ত্রী
كِتَابَيْكُمْ	كِتَابَيْكُمَا	كِتَابَيْكَ	পুং
كِتَابَيْكُنَّ	كِتَابَيْكُمَا	كِتَابَيْكِ	স্ত্রী
كِتَابَيْنَا		كِتَابَيَّ	উভয়

৩। يْ ইয়া মুতাকাল্লিমের বিভক্তি

ي (আমার/ আমাকে) আরবীতে একে বলা হয় ইয়া মুতাকাল্লিম। ইয়া মুতাকাল্লিমের পুর্বে যের/যবর/পেশ হলে সাকিন আর পুর্বে يْ বা ا থাকলে 'যবর' হয়।

পূর্বে يْ	পূর্বে ا	পূর্বে যের/যবর/পেশ	
رِجْلَيْ+ ي = رِجْلَيَّ আমার পা দুটিকে	بِنْتَا+ي = بِنْتَايَ আমার কন্যাদ্বয়	كِتَابُ + ي = كِتَابِيْ	আমার বইটি
		كِتَابَ + ي = كِتَابِيْ	আমার বইটিকে
		كِتَابِ + ي = كِتَابِيْ	আমার বইটির

৪। أَتَى–يَأْتِي এর ব্যবহার

'সে আসল 'এর আমর إِيْتِ)ঈতি (যা মূলত إِئْتِ | এটা একারণে যে দুটি হামজা একসাথে হওয়ায় آ=أَأْ, إِيْ=إِأْ এবং أُأْ=أُوْ হয়। কিন্তু إِيْتِ এর আগে কোন শব্দ আসলে প্রথম হামজাতুল ওয়াসলি উঠে যায়। যেমন فأْتِ, وأْتِ

মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন তারা সুদ খাবে	يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
হামিদ গতকাল এসেছিল	أَتَى حَامِدٌ أَمْسِ
যে-ই বাদশার দরবারে আসে সে ফিতনায় পতিত হয়	مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ
তাহলে তোমাদের গ্রন্থ নিয়ে এস ,যদি তোমরা সত্যবাদী হও	فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

৫। هَاهُوَذَا এর ব্যবহার

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هَاهُم أُلاءِ তারা সকলে এখানে	هَهُمَاذَانِ তারা দুজন এখানে	هَاهُوَذَا সে এখানে	**পুং**
هَاهُنَّ أُلاءِ তারা সকলে এখানে	هَهُمَاتَانِ	هَاهِيَ ذِيْ সে এখানে	**স্ত্রী**
هَانَحْنُ أُلَاءِ তারা সকলে এখানে		هَأَنَذَا আমি এখানে	**পুং**
هَانَحْنُ أُلَاءِ তারা সকলে এখানে		هَأَنَذِيْ আমি এখানে	**স্ত্রী**

অধ্যায়-১০

১। طَفِقَ , جَعَلَ , أَخَذَ এর ব্যবহার

শুরু করা অর্থে أَخَذَ , جَعَلَ , طَفِقَ এর পর ইসম ও খবর আসে, এগুলো incomplete verb. এবং এগুলোতে ক্রিয়ার বর্তমান /ভবিষ্যত রুপ বসে।

বিলাল লিখতে শুরু করল	طَفِقَ بِلَالٌ يَكْتُبُ
বেলাল পাঠটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল	اَخَذَ بِلَالٌ يَشْرَحُ الدَّرْسَ
আমি খেতে আরম্ভ করলাম	جَعَلْتُ آكُلُ
অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল	فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল	وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ

অধ্যায়-১১

১। নাম প্রধান ও ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের শুরু

اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ। নামপ্রধান বাক্য নিম্নোক্ত তিনভাবে শুরু হয়,

ইসম বা হারফ দিয়ে	هُوَ مُدَرِّسٌ	مُحَمَّدٌ طَبِيْبٌ
অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে	اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ	
إِنَّ ও তার বোন لَعَلَّ ، لَكِنَّ ، لَيْتَ প্রভৃতি দিয়ে	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	

اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ। ক্রিয়াপ্রধান বাক্য নিম্নোক্ত দুইভাবে শুরু হয় ,

اَلْفِعْلُ التَّامُّ পুর্ন ক্রিয়া দিয়ে	طَلَعَتِ الشَّمْسُ
اَلْفِعْلُ النَّاقِصُ অপূর্ন ক্রিয়া দিয়ে	كَانَ الْجَوُّ بَارِدًا
	لَيْسَ الْبَيْتُ بِجَدِيْدٍ

মُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ ২।

মুবতাদা ও খবরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলঃ

১। মুবতাদা إسم বা ضَمِيرٌ বা الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ হতে পারে।	
إسم	اللهُ رَبُّنَا
ضَمِيرٌ	نَحْنُ طُلَّابٌ
الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ	وَأَنْ تَعْفُوْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
الإِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ	كَيْفَ حَالُكَ؟
২। মুবতাদা সাধারণত নির্দিষ্ট কিন্তু তা অনির্দিষ্টও হতে পারে।	
• যদি খবরটা شِبْهُ جُمْلَةٍ হয় এবং তা আগে আসে।	تَحْتَ الْمَكْتَبِ سَاعَةٌ
	فِيْ الْغُرْفَةِ رَجُلٌ
• যদি মুবতাদা الإِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হয়।	مَا بِكَ؟
	مَنْ مَرِيْضٌ؟
	كَمْ طَالِبًا فِيْ الْفَصْلِ؟
• প্রশ্নবোধক أ এর পর	أ اقْرَبٌ فِي الفَصْلِ؟
	أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ؟
৩। খবর আগে আসতে পারে নিচের দুটি ক্ষেত্রেঃ	
• যদি তা الإِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হয়,	مَا اسْمُكِ؟ এখানে إسمٌ মুবতাদা
• যদি شِبْهُ جملة খবর হয়।	اَمَامَ الْبَيْتِ شَجَرَةٌ
৪। মুবতাদা বা খবর উঠে যায়।	مَا إِسْمُكَ؟ এর জবাবে কেবল مُحَمَّدٌ ব্যবহৃত হয়।
৫। মুবতাদা ও খবর স্থান বদল করতে পারে।	أأَنْتَ مُدَرِّسٌ؟ > أَ مُدَرِّسٌ اَنْتَ؟
	عَجِيْبٌ هَذَا > هَذا عَجِيْبٌ

দ্রষ্টব্যঃ১

- هَلْ لَدَيْكَ سُؤَالٌ তোমার কোন প্রশ্ন আছে ?এখানে هَلْ হল হারফুল ইসতিফহাম। এর ব্যকরনগত কোন অবস্থান নাই। لَدَيْكَ হল খবর এবং سُؤَالٌ হল মুবতাদা।
- أَفَأَذْهَبُ أَم أَحْضُرُ الدَّرْسَ؟ আমি কি যাব নাকি পাঠে উপস্থিত হব? এখানে ف হল حَرْفُ عَطْفٍএটা أ এর পরে আসে কারন এর আগে কিছু আসে না। তবে هَلْ হলে ف আগে আসত। যেমনঃ فَهَلْ أَذْهَبُ؟ সুতরাং আমি কি যাব ?
- প্রশ্নবোধক বাক্যে মুবতাদা ও খবর স্থান বদল হবে না। যেমন مَنْ مَرِيْضٌ؟ কিন্তু مَرِيْضٌ مَنْ؟ হবে না।

অধ্যায়-১২

১। কিছু শব্দ যা ظَرْفٌ এর মত কাজ করে

কিছু শব্দ আছে যা স্থান বা কালবাচক না হলেও যারফের মত কাজ করে এবং মানসুব হয়।

১ رُبْعٌ , نِصْفٌ , بَعْضٌ , كُلٌّ ইত্যাদি শব্দ যখন যারফের মুদাফ হিসেবে আসে।

আমরা পুরা দিন সফর করেছিলাম	سَافَرْنَا كُلَّ النَّهَارِ
একদিনের কিছু অংশ হাসপাতালে ছিলাম	بَقِيْتُ فِيْ الْمُسْتَشْفَى بَعْضَ يَوْمٍ
তোমার জন্য ঘন্টার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা করেছিলাম	إِنْتَظَرْتُكَ رُبْعَ سَاعَةٍ
অর্ধ কিলোমিটার হেটেছিলাম	مَشَيْتُ نِصْفَ كِيْلُوْمِتْرٍ

২ যারফের না'তগুলো যখন যারফ তুলে নেয়া হয়।

লম্বা সময় বসেছিলাম	جَلَسْتُ وَقْتًا طَوِيْلًا
অনেকক্ষন বসেছিলাম	جَلَسْتُ طَوِيْلًا

৩ ইশারাবাচক সর্বনাম যখন যারফের মুবদাল হয়।

এই সপ্তাহে এসেছিলাম	جِئْتُ هَذَا الأُسْبُوْعَ

৪ সংখ্যাগুলো যখন তা সময়/স্থান গণনা করে।

এখানে চারদিন অবস্থান করেছিলাম	مَكَثْتُ هُنَا اَرْبَعَةَ أَيَّامٍ
একশ কিলোমিটার দৌড়িয়েছিলাম	سِرْنَا مِائَةَ كِيْلُوْمِتْرٍ.
কত (সময়) থেকেছিলে?	كَمْ لَبِثْتَ؟ [كَمْ وَقْتًا لَبِثْتَ؟]
কতটুকু (কিলোমিটার) হেঁটেছিলে?	كَمْ مَشَيْتَ؟ [كَمْ كِيْلُوْمِتْرًا مَشَيْتَ؟]

২। لَوْ এর ব্যবহার

لَوْ শব্দের অর্থ' যদি'। অতীতের দুটি অসংঘটিত ক্রিয়া যার একটির কারণে অন্যটি সংঘটিত হয়নি এরুপ বোঝাতে لَوْ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَوْ إِجْتَهَدْتَ لَنَجَحْتَ যদি তুমি পরিশ্রম করতে তাহলে পাস করতে। এখানে,

نَجَحْتَ	إِجْتَهَدْتَ	لَوْ
جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	حَرْفُ شَرْطٍ غَيْرُ جَازِمٍ

এবং যদি তুমি কর্কশ কঠিন হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার থেকে দূরে সরে যেত	وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদের আল্লাহ এক উম্মাহ বানাতেন	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
এবং যদি সেটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো থেকে হত তাতে অনেক বৈপরিত্য পেতে	وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

জাওয়াব তার শুরুতে لَ নেয়। তবে না বোধক হলে لَ নেবে না।

যদি আমি এটা শুনতাম কিছুই বলতাম না	لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مَا قُلْتُ شَيْئًا
যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত তোমাদের সন্দেহ ছাড়া কিছুই বাড়াত না	لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
এবং যদি আল্লহ চাইতেন তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا
যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না	لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

৩। قَبْلُ ও بَعْدُ মাবনি হয় যখন তার মুদাফ ইলাইহি উঠে যায়

رَجَعْتُ مِنْ قَبْلِ الصَّلاةِ এসেছিলাম ফিরে পুর্বে সালাতের আমি	رَجَعْتُ مِنْ قَبْلُ এসেছিলাম ফিরে পুর্বেই
لَمْ أَرَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ দেখিনি তাকে পরে ওর	لَمْ أَرَهُ مِنْ بَعْدُ দেখিনি তাকে পরে

অধ্যায়-১৩

১। لَامُ الْأَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ

তৃতীয়পুরুষে /প্রথম পুরুষের মুদারী মাজ্জুমের আগে لِ বসালে আদেশ বোঝায়। যেমনঃ

সে লেখুক	لِيَكْتُبْ
সে যাক	لِيَذْهَبْ
সে খাক	لِيَأْكُلْ
তারা দুইজন)পুং (বসুক	لِيَجْلِسَا
সে) একজন মেয়ে (বসুক	لِتَجْلِسْ
আমরা যেন খাই	لِنَأْكُلْ

এই لِ কে বলা হয় لَامُ الْأَمْرِ। এটা যের বিশিষ্ট হয়। তবে এর পূর্বে ثُمَّ, فَ, وَ আসলে সুকুন বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ

প্রত্যেক ছাত্র যেন বসে এবং লেখে	لِيَجْلِسْ كُلُّ طَالِبٍ وَلْيَكْتُبْ
সুতরাং সে বের হোক	فَلْيَخْرُجْ
আমরা যেন কিছু পড়ি অতঃপর যেন ঘুমাই	لِنَقْرَأْ قَلِيْلًا ثُمَّ لْنَنَمْ
এর জন্যে পরিশ্রমীরা পরিশ্রম করুক	لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ
অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে	فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

২। لَا النَّافِيَةُ ও لَا النَّاهِيَةُ

সাধারন না অর্থে لَا النَّافِيَةُ এবং নিষেধাজ্ঞায় لَا النَّاهِيَةُ ব্যবহৃত হয়।

لَا النَّاهِيَةُ	لَا النَّافِيَةُ
لَا تَجْلِسْ هُنَا এখানে বসো না	لَا تَجْلِسُ هُنَا তুমি এখানে বসো না
لَا يَجْلِسْ هُنَا সে এখানে না বসুক	لا يَجْلِسُ هُنَا সে এখানে বসে না

৩। الْجَزْمُ بِالطَّلَبِ তলব ও جَوَابُ الطَّلَبِ তলবের উত্তর

আমর বা নাহী এর পর "মুদারি মাজ্জুম" আসলে তাকে الْجَزْمُ بِالطَّلَبِ বলে। মুদারী মাজ্জুমকে বলা হয় جَوَابُ الطَّلَبِ

جَوَابُ الطَّلَبِ	অর্থ	الْجَزْمُ بِالطَّلَبِ
تَفْهَمْ	সেটা পুনরায় পড় বুঝতে পারবে	إِقْرَأْهُ مَرَّةً أُخْرَى تَفْهَمْهُ
تَنْجَحْ	অলস হয়ো না পাস করবে।	لَا تَكْسَلْ تَنْجَحْ
فَتَرْغَبُوا	তোমরা সম্পদের জন্য বিভোর হয়ে পড়ো না, তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে	لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا
فَتَفَرَّقَ	এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।	وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

অধ্যায়-১৪

১। الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তযুক্ত বাক্য

যেসকল বাক্যে শর্ত ও তার জবাব থাকে তাকে শর্তযুক্ত বাক্য বলে। শর্তযুক্ত বাক্যের সাধারন গঠনঃ جَوَابُ الشَّرْطِ + فِعْلُ الشَّرْطِ + أَدْوٰتُ الشَّرْطِ

	جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	أَدْوٰتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	أَذْهَبْ	تَذْهَبْ	إِنْ
যখন খালিদকে দেখবে তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	فَاسْأَلْهُ عَنِ الْكِتَابِ	رَأَيْتَ خَالِدًا	إِذَا
যখনই তুমি সফর করবে আমি করব	أُسَافِرْ	تُسَافِرْ	مَتَي

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ দুই প্রকার। ১ غَيْرُ جَازِمٍ (অর্থাৎ যা এর পরবর্তী ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে না। এদের মধ্যে আছে, لَوْ এবং إِذَ

২) جَازِمٌ – تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ অর্থাৎ এরা এর পরবর্তী فِعْلُ الشَّرْطِ ও جَوَابُ الشَّرْطِ কে মাজ্জুম করে। এদের মধ্যে আছে, إِنْ مَنْ أَيْنَ مَا مَتَى أَيَّ مَهْمَا

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ			
جَازِمٌ – تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ		**غَيْرُ جَازِمٍ**	
যদি	إِنْ	যদি	لَوْ
যে কিনা	مَنْ	যখন	إِذَ
যা কিনা	مَا		
যখনই	مَتَى		
যেখানেই	ايْنَ		
যেটি	اَيُّ		
যাই হোক	مَهْمَا		

২। إِذَا ''যখন/যদি'' শব্দের ব্যবহার

إِذَا হল ظَرْفٌ যা শর্ত প্রয়োগের অর্থে আসে অর্থাৎ أَدْوٰتُ الشَّرْطِ । এটা মূলত مَاضٍ এর পূর্বে বসে তাঁর অর্থকে مُضَارِعُ করে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এধরনের বাক্যে দুটি অংশ থাকে الْشَّرْطُ ও جَوَابُ الشَّرْطِ

إِذَا رَأَيْتَ خَالِدًا فَاسْأَلْهُ عَنِ الْكِتَابِ (الْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)	اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ (الْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)
যখন খালিদকে দেখবে তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	যখন আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষা করেন

إِذَا এবং جَوَابُ الْشُّرْطِ উভয়তেই الْمُضَارِعُ ও আসতে পারে। যেমনঃ

إِذَا تُرَدُّ إِلَي قَلِيْلٍ تَقْنَعُ (الْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)
যদি তুমি অল্পে লাগাম টানো তাহলে তা সীমিত

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে جواب الشرط এর পূর্বে فَ বসে।

যদি তুমি পরিশ্রম কর পাশ নিশ্চিত।	إِذَا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجَاحُ مَضْمُوْنٌ	১) যদি জওয়াবু শার্ত নামপ্রধান বাক্য হয়।
এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আমি তো নিকটেই	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ	
এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	إِذَا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ الْسَّفَرِ	২) যদি জাওয়াবু শার্ত আদেশ, নিষেধ বা প্রশ্ন হয়।
যদি তুমি রোগীকে ঘুমন্ত দেখ তখন তাকে ডাকবে না।	إِذَا وَجَدْتَ الْمَرِيْضَ نَائِمًا فَلَا تَدْعُهُ	
যদি বেলালকে দেখি তাহলে তাকে কি বলব ?	إِذَا رَأَيْتُ بِلَالًا فَمَاذَا أَقُوْلُ لَهُ؟	

তবে অনেক সময় جَوَابُ الشَّرْطِ আগেও আসতে পারে। যেমনঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا

অধ্যায়-১৫

১। اَدَوَاتُ الشَّرْطِ الجَْازِمَةِ শর্তবাচক অব্যয়/শব্দ যা ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে

কিছু শর্তবাচক শব্দ আছে যা ক্রিয়ার পূর্বে বসে তাঁকে মাজ্জুম করে। যেমনঃ

	الْشَّرْطُ + جَوَابُ الشَّرْطِ		اَدَوَاتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	যদি	إِنْ
সুতরাং যে অনু পরিমান ভালো করবে তা দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	যে কিনা	مَنْ
এবং যা কিছু ভালো তোমরা কর আল্লাহ তা জানেন	وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ	যা কিনা	مَا
যখনই তুমি সফর করবে আমি করব	مَتَي تُسَافِرْ أُسَافِرْ	যখনই	مَتَى
যেখানেই তুমি থাকবে আমি থাকব	اَيْنَ تَسْكُنْ أَسْكُنْ	যেখানেই	اَيْنَ
যে বই-ই আমি লাইব্রেরীতে পাই তা পড়ব	اَيَّ كِتَابٍ أَجِدْ فِي الْمَكْتَبَةِ أَقْرَأْهُ	যেটি	اَيُّ
তুমি যাই বল আমরা তোমাকে সত্যায়ন করব	مَهْمَا تَقُلْ نُصَدِّقْكَ	যাই হোক	مَهْمَا

الشَّرْطِ ও جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়াপদের কাল।

উভয় ক্রিয়াই مُضَارِعْ	وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ এবং যদি তোমরা ফিরে আস আমরা ফিরে আসব
উভয় ক্রিয়াই مَاضي	وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا এবং যদি তোমরা ফিরে আস আমরা ফিরে আসব
শার্ত ক্রিয়া মাদি এবং জাওয়াব ক্রিয়া মুদারি	إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا যদি কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই কর
শার্ত ক্রিয়া মুদারি ও জাওয়াব ক্রিয়া মাদি	مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ যে কেউ কদরের রাতে দাঁড়ায় ইমান ও আশা নিয়ে তার পুর্বের গুনাহ মাফ করা হবে

جَوَابٌ গুলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে فَ গ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রে মুদারি মাজ্জুম হবেনা।

যখন جَوَابُ الشَّرْطِ নামপ্রধান বাক্য হয়	إِذا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجَاحُ مَضْمُوْنٌ যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম কর তাহলে নিশ্চয়ই পাস করবে
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ আদেশ ,নিষেধ বা প্রশ্ন হয়	إِذا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ السَّفَرِ এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে
যদি جَوَابُ الشَرطِ যামিদ ক্রিয়া হয়। لَيْسَ , عَسَى ইত্যাদি হল যামিদ ক্রিয়া যাদের মুদারি ও আমর নাই।	مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَا مِنَّا নয় অন্তর্ভুক্ত আমাদের সে দেয় ধোকা যে
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ থাকে।	وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا এবং যে আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরণ করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পুর্বে নাবোধক مَا থাকে।	مَهْمَا تَكُنِ الظُّرُوْفُ فَمَا أَكْذِبُ না বলি মিথ্যা আমি কেন না হোক যাই অবস্থা
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে سَ থাকে।	إِنْ تُسَافِرْ فَسَأُسَافِرُ তুমি সফর করলে আমিও করব
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে سَوْفَ থাকে।	وَإِنْ خِفْتُم عَلَيَّةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ এবং যদি তুমি দারিদ্রতার ভয় কর আল্লাহ তোমাকে তার অনুগ্রহে ধনী করবেন যদি তিনি চান
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে كَأَنَّمَا থাকে।	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবাপৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো মনে রাখার জন্য,

وَ التَّنْفِيْسِ	وَ بِقَدْ	وَ لَنْ	وَ بِمَا	وَ بِجَامِدٍ	طَلَبِيَّةٌ	إِسْمِيَّةٌ
سَ ، سَوْفَ				لَيْسَ ، عَسَى		

২। حَتَّى শব্দের ব্যবহার

حَتَّى শব্দের অর্থ ১।পর্যন্ত (till) ২। যাতে (so that)। ৩। এমনকি (even) । এরপর ইসম মাজরুর এবং মুদারি মানসুব হয়।

অপেক্ষা কর যতক্ষণ আমি পোশাক পরি	إِنْتَظِرْ حَتَّى أَلْبِسَ
আমি প্রবেশ করলাম (না বলে) যাতে তোমাকে বিচলিত না করি।	دَخَلْتُ حَتَّى لَا أَشْغَلَكَ
আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন।	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও।	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
এবং পালনকর্তার এবাদত করুন,যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
এবং কক্ষনই ইয়াহুদি এবং খ্রীষ্টানেরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষন আপনি তাদের ধর্ম গ্রহন না করেন	وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন যতক্ষন না ফিতনা থাকে এবং দ্বীন সম্পুর্নরুপে আল্লাহর হয়ে যায়	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন আমি যা নিয়ে এসেছি তাতে তার প্রবৃত্তি অনুগত হয়	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
কেয়ামত ততদিন হবে না যতক্ষন আমার উম্মতের একটা দল মুশরিকদের সাথে মিলিত হয় এবং যতক্ষন তারা মুর্তি পুজা করে	لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ

৩। هَاءَ এর ব্যবহার

هَاءَ শব্দের অর্থ " লও " এটা একটা আদেশ।

বহুবচন	একবচন	
هَاؤُمُ الْكِتَابَ يَا إِخْوَانُ হে ভাইয়েরা বইটা নাও	هَاءَ الْكِتَابَ يَا عَلِيُّ হে আলী বইটি নাও	পুং
هَاؤُنَّ الْكِتَابَ يَا اَخَوَاتُ হে বোনেরা বইটি নাও	هَاءِ الْكِتَابَ يَا اٰمِنَةُ হে আমিনা বইটি নাও	স্ত্রী

কুরআনীয় উদাহরনঃ

অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ

৪। نَكُنْ, اَكُنْ, تَكُنْ, يَكُنْ এই চারটি মাজ্জুম এর نْ উঠে গিয়ে نَكُ, اَكُ, تَكُ, يَكُ হতে পারে

এবং পুর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি কিছুই ছিলে না	وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا
তারা বলল, আমরা মুসল্লি ছিলাম না	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ
অতঃপর যদি তারা তাওবা করত সেটা তাদের জন্য কল্যানকর হত	فَإِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

অধ্যায়-১৬

১। الْمُجَرَّدْ এবং الْمَزِيْدُ

যেসকল ক্রিয়াপদ কেবল ক্রিয়ামূল দ্বারা গঠিত তাদের الْمُجَرَّدُ বলে। যেমন ذَهَبَ। আর যেসকল ক্রিয়াপদ ক্রিয়ামূলের সাথে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ হয়ে গঠিত হয় তাদের কে الْمَزِيْدُ বলে। যেমনঃ تَعَارَفَ, تَكَلَّمَ, جَاهَدَ, أَسْلَمَ, صَبَّحَ ইত্যাদি।

২। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	নং
مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	تَفْعِيْلٌ	فَعِّلْ	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	II
مُسَبَّحٌ	مُسَبِّحٌ	تَسْبِيْحٌ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	سَبَّحَ	উদাঃ
مُفْعَلٌ	مُفْعِلٌ	اِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يُفْعِلُ	أَفْعَلَ	III
مُسْلَمٌ	مُسْلِمٌ	اِسْلَامٌ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	উদাঃ
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَلَ	IV
مُجَاهَدٌ	مُجَاهِدٌ	مُجَاهَادَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	উদাঃ
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	V
مُتَكَلَّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	উদাঃ
مُتَفَاعَلٌ	مُتَفَاعِلٌ	تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	VI
مُتَعَارَفٌ	مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	উদাঃ
–	مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	إِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	VII
	مُنْقَلِبٌ	إِنْقِلَابٌ	إِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	উদাঃ
مُفْتَعَلٌ	مُفْتَعِلٌ	اِفْتِعَالٌ	إِفْتَعِلْ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	VIII
مُخْتَلَفٌ	مُخْتَلِفٌ	اِخْتِلَافٌ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفَ	উদাঃ
–	مُفْعَلٌّ	اِفْعِلَالٌ	إِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	اِفْعَلَّ	IX
	مُحْمَرٌّ	إِحْمِرَارٌ	إِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	إِحْمَرَّ	উদাঃ
مُسْتَفْعَلٌ	مُسْتَفْعِلٌ	اِسْتِفْعَالٌ	إِسْتَفْعِلْ	يَسْتَفْعِلُ	اِسْتَفْعَلَ	X
مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَغْفِرٌ	اِسْتِغْفَارٌ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ	উদাঃ

লক্ষনীয়ঃ

১। তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَلثُّلَاثِي ও চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَلرُّبَاعِيُّ বলে।

২। اَلرُّبَاعِيُّ ক্রিয়ার اَلْمُضَارِعُ পেশ দিয়ে শুরু বাকী সব ক্ষেত্রে যবর দিয়ে শুরু।

৩। اَلْمَاضِي এর প্রথম অক্ষরে হামজা থাকলে اَلْمُضَارِعُ তে তা বাদ যাবে।

৪। اِفْعَلَّ, تَفَاعَلَ, تَفَعَّلَ এই তিনটার মুদারীতে ع এর উপর যবর বাকী সব ক্ষেত্রে যের।

[মনে রাখার জন্যঃ কথা বলে تَكَلَّمَ চেনা যায় تَعَارَفَ লাল মিয়াকে إِحْمَرَّ]

৫। اَلْمُضَارِعُ এর ২য় অক্ষরে হারাকাত থাকলে আমরে إ আনতে হয় না।

৬। اَلثُّلَاثِي ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু বাকী সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গঠন আছে।

৭। اَلْمُضَارِعُ থেকে إِسْمُ الْفَاعِلِ করতে হারফু মুদারীকে مُ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

৮। إِسْمُ الْفَاعِلِ থেকে إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ করতে হলে ع এর উপর যেরকে যবর করলেই হয়।

বি দ্রঃ অকর্মক ক্রিয়ার إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ নাই।

ক্রমানুসারে ক্রিয়ার গঠনগুলো মনে রাখার জন্যঃ

সে আল্লাহর প্রশংসা করে صَبَّحَ ও মুসলিম হয় أَسْلَمَ । এরপর সে জিহাদের جَاهَدَ ব্যাপারে কথা বলে تَكَلَّمَ এবং চিনতে পারে تَعَارَفَ আসল সংগ্রাম إِنْقَلَبَ কি জিনিষ। কিন্তু সে মতভেদ اِخْتَلَفَ দেখে রাগে লাল হয়ে যায় إِحْمَرَّ পরে আবার ক্ষমা চায় اِسْتَغْفَرَ

৩। Form II فَعَّلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	تَفْعِيْلٌ	فَعِّلْ	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	
مُسَبَّحٌ	مُسَبِّحٌ	تَسْبِيْحٌ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	سَبَّحَ	মহিমান্বিত করা
مُعَذَّبٌ	مُعَذِّبٌ	تَعْذِيبٌ	عَذِّبْ	يُعَذِّبُ	عَذَّبَ	শাস্তি দেয়া
مُبَدَّلٌ	مُبَدِّلٌ	تَبْدِيْلٌ	بَدِّلْ	يُبَدِّلُ	بَدَّلَ	পরিবর্তন করা
مُحَرَّمٌ	مُحَرِّمٌ	تَحْرِيْمٌ	حَرِّمْ	يُحَرِّمُ	حَرَّمَ	নিষেধাজ্ঞা করা
مُدَرَّسٌ	مُدَرِّسٌ	تَدْرِيْسٌ	دَرِّسْ	يُدَرِّسُ	دَرَّسَ	শিক্ষা দেয়া
مُنَبَّهٌ	مُنَبِّهٌ	تَنْبِيْهٌ	نَبِّهْ	يُنَبِّهُ	نَبَّهَ	সতর্ক করা
مُبَلَّغٌ	مُبَلِّغٌ	تَبْلِيْغٌ	بَلِّغْ	يُبَلِّغُ	بَلَّغَ	প্রচার করা
مُحَدَّثٌ	مُحَدِّثٌ	تَحْدِيْثٌ	حَدِّثْ	يُحَدِّثُ	حَدَّثَ	বর্ণনা করা
مُفَضَّلٌ	مُفَضِّلٌ	تَفْضِيْلٌ	فَضِّلْ	يُفَضِّلُ	فَضَّلَ	প্রাধান্য দেয়া
مُكَرَّمٌ	مُكَرِّمٌ	تَكْرِيْمٌ	كَرِّمْ	يُكَرِّمُ	كَرَّمَ	সম্মান করা
مُبَشَّرٌ	مُبَشِّرٌ	تَبْشِيْرٌ	بَشِّرْ	يُبَشِّرُ	بَشَّرَ	সুসংবাদ দেওয়া
مُبَيَّنٌ	مُبَيِّيٌ	تَبْيِيْنٌ	بَيِّنْ	يُبَيِّنُ	بَيَّنَ	স্পষ্ট করা
مُزَيَّنٌ	مُزَيِّنٌ	تَزْيِيْنٌ	زَيِّنْ	يُزَيِّنُ	زَيَّنَ	সজ্জিত করা
مُسَخَّرٌ	مُسَخِّرٌ	تَسْخِيْرٌ	سَخِّرْ	يُسَخِّرُ	سَخَّرَ	নিয়ন্ত্রন করা
مُصَدَّقٌ	مُصَدِّقٌ	تَصْدِيقٌ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	সত্য বলা
مُكَذَّبٌ	مُكَذِّبٌ	تَكْذِيْبٌ	كَذِّبْ	يُكَذِّبُ	كَذَّبَ	মিথ্যা বলা
مُنَبَّءٌ	مُنَبِّءٌ	تَنْبِيْءٌ	نَبِّئْ	يُنَبِّئُ	نَبَّأَ	সংবাদ দেওয়া
مُنَزَّلٌ	مُنَزِّلٌ	تَنْزِيْلٌ	نَزِّلْ	يُنَزِّلُ	نَزَّلَ	অবতীর্ন করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
عَلَّمُوْا	عَلَّمَا	عَلَّمَ	পুং
عَلَّمْنَ	عَلَّمَتَا	عَلَّمَتْ	স্ত্রী
عَلَّمْتُمْ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتَ	পুং
عَلَّمْتُنَّ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتِ	স্ত্রী
عَلَّمْنَا		عَلَّمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلِّمُوْنَ	يُعَلِّمَانِ	يُعَلِّمُ	পুং
يُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	স্ত্রী
تُعَلِّمُوْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	পুং
تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمِيْنَ	স্ত্রী
نُعَلِّمُ		أُعَلِّمُ	উভয়

অধ্যায়-১৭

১। Form III اَفْعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفْعَل	مُفْعِل	اِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يُفْعِلُ	أَفْعَلَ	
مُخْرَجٌ	مُخْرِجٌ	اِخْرَاجٌ	أَخْرِجْ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	বের করা
مُرَادٌ	مُرِيْدٌ	اِرَادَةٌ	أَرِدْ	يُرِيْدُ	أَرَادَ	চাওয়া
مُدْرًى	مُدْرٍ	إِدْرَاءٌ	أَدْرِ	يُدْرِي	أَدْرَى	জানানো
مُهْلَكٌ	مُهْلِكٌ	اِهْلَاكٌ	أَهْلِكْ	يُهْلِكُ	أَهْلَكَ	ধ্বংস করা
مُبْصَرٌ	مُبْصِرٌ	اِبْصَارٌ	أَبْصِرْ	يُبْصِرُ	أَبْصَرَ	দেখা
مُحْسَنٌ	مُحْسِنٌ	اِحْسَانٌ	أَحْسِنْ	يُحْسِنُ	أَحْسَنَ	ভালো করা
مُدْخَلٌ	مُدْخِلٌ	اِدْخَالٌ	أَدْخِلْ	يُدْخِلُ	أَدْخَلَ	প্রবেশ করানো
مُرْجَعٌ	مُرْجِعٌ	اِرْجَاعٌ	أَرْجِعْ	يُرْجِعُ	أَرْجَعَ	ফিরানো
مُرْسَلٌ	مُرْسِلٌ	اِرْسَالٌ	أَرْسِلْ	يُرْسِلُ	أَرْسَلَ	পাঠানো
مُسْرَفٌ	مُسْرِفٌ	اِسْرَافٌ	أَسْرِفْ	يُسْرِفُ	أَسْرَفَ	অপচয় করা
مُسْلَمٌ	مُسْلِمٌ	اِسْلَامٌ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	আত্মসমর্পন
مُشْرَكٌ	مُشْرِكٌ	اِشْرَاكٌ	أَشْرِكْ	يُشْرِكُ	أَشْرَكَ	শিরক করা
مُصْلَحٌ	مُصْلِحٌ	اِصْلَاحٌ	أَصْلِحْ	يُصْلِحُ	أَصْلَحَ	সংশোধন করা
مُغْرَقٌ	مُغْرِقٌ	اِغْرَاقٌ	أَغْرِقْ	يُغْرِقُ	أَغْرَقَ	ডুবিয়ে দেওয়া
مُفْسَدٌ	مُفْسِدٌ	اِفْسَادٌ	أَفْسِدْ	يُفْسِدُ	أَفْسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা
مُفْلَحٌ	مُفْلِحٌ	اِفْلَاحٌ	أَفْلِحْ	يُفْلِحُ	أَفْلَحَ	সফল হওয়া
مُنْبَتٌ	مُنْبِتٌ	اِنْبَاتٌ	أَنْبِتْ	يُنْبِتُ	أَنْبَتَ	জন্মানো
مُنْذَرٌ	مُنْذِرٌ	اِنْذَارٌ	أَنْذِرْ	يُنْذِرُ	أَنْذَرَ	সতর্ক করা
مُنْعَمٌ	مُنْعِمٌ	اِنْعَامٌ	أَنْعِمْ	يُنْعِمُ	أَنْعَمَ	নিয়ামত দাওয়া

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَخْرَجُوْا	أَخْرَجَا	أَخْرَجَ	পুং
اَخْرَجْنَ	اَخْرَجَتَا	أَخْرَجَتْ	স্ত্রী
أَخْرَجْتُمْ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتَ	পুং
أَخْرَجْتُنَّ	اَخْرَجْتُمَا	اَخْرَجْتِ	স্ত্রী
أَخْرَجْنَا		أَخْرَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرَجُوْنَ	يُخْرِجَانِ	يُخْرِجُ	পুং
يُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	স্ত্রী
تُخْرِجُوْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	পুং
تُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجِيْنَ	স্ত্রী
نُخْرِجُ		أُخْرِجُ	উভয়

২। وَلَوْ এর ব্যবহার।

وَلَو শব্দের অর্থ" যদিও"। এরপর ক্রিয়া অতীতকালের হবে।

এই বইটি ক্রয় কর যদিও সেটা দামী	اِشْتَرِ هذا الكتابَ وَلَوْ كَانَ غَالِيًا
পরীক্ষায় উপস্থিত হও যদিও তুমি অসুস্থ	أُحْضُرِ الاِمْتِحَانَ وَلَوْ كُنْتَ مَرِيضًا

৩। لَامُ الاِبْتِدَاءِ : জোর দেয়ার "লাম"

لَ কখনো শব্দের পূর্বে বসে জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	لَرَبُّكَ غَفُوْرٌ

তবে একই বাক্যে إِنَّ ও لَ আসলে لَ খবরের পুর্বে চলে যায়,

অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	إِنَّ ذِكْرَ اللّٰهِ لَأَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُوْرٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল	اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজনই	اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন	وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

৪। اَصْبَحَ ও اَمْسَى শব্দের ব্যবহার

اَصْبَحَ শব্দের অর্থ" সকালে শুরু হওয়া"। اَمْسَى অর্থ "সে বিকালে হল "

এগুলো كَانَ এর বোন। অর্থাৎ খবরকে মানসুব করবে।

হামিদ সকালে অসুস্থ হল।	اَصْبَحَ حَامِدٌ مَرِيضًا
আবহাওয়া সন্ধ্যায় ভাল হলো।	اَمْسَى الجَوُّ لَطِيْفًا

এটা কখনো কেবল" হল "অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।	فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

কুরআনীয় উদাহরনঃ

ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়।	فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল।	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا
ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৫। اَوْشَكَ–يُوشِكُ শব্দের ব্যবহার

اَوْشَكَ – يُوْشِكُ অর্থ" – সে প্রায়ই হলো"। এটা أَفْعَلَ গঠনের এবং كَانَ এর বোন। এর খবর সর্বদা অসমাপিকা ক্রিয়া (اَنْ + الْمُضَارِعُ مَنْصُوبٌ) হবে।

হামিদ গতকাল প্রায় মরেছিল	اَوْشَكَ حَامِدٌ اَنْ يَمُوْتَ اَمْسِ
আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি	أُوْشِكُ اَنْ اَتَزَوَّجَ
মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে যে ইসলামের নাম ছাড়া আর কোরানের অক্ষর ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না	يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ

৬। "কিছু" অর্থে مَا এর ব্যবহার।

আমাকে কিছু বই দেও	اَعْطِنِي كِتَابًا مَا
আমি তাকে কিছু জায়গায় দেখেছিলাম	رَاَيْتُهُ فِي مَكَانٍ مَا
তুমি এটা কিছু দিনেই বুঝবে	سَتَفْهِمُ هَاذَا يَوْمًا مَا

৭। اِبْنُ এর আলিফ যখন উঠে যায়

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে اِبْنُ এর আলিফ উঠে যাবে

اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ কিন্তু اَلْحَسَنُ ابْنُ الاِمَامِ عَلِيٍ	যখন পিতার নামের পূর্বে কোন টাইটেল থাকবে না
خَالِدُ بْنُ الوَالِدِ কিন্তু خَالِدُ ابْنُ الوَالِدِ	তিনটি শব্দই একই লাইনে হতে হবে।

অধ্যায়-১৮

১। الْمَفْعُولُ غَيرُ الصَّرِيحِ (গৌণ কর্ম)

কিছু ক্রিয়া সরাসরি কর্মের সাথে আরোপিত না হয়ে হারফ জারের সাহায্যে আরোপিত হয়। এ ধরনের কর্মকে গৌণ কর্ম বলে। যেমনঃ

আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছি	اَمَنْتُ بِاللهِ
শিক্ষকটি ছাত্রটির উপর রাগ করেছিলেন	غَضِبَ المدَرِّسُ عَلَى الطَالِبِ
আমি রোগীটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ بِالْمَرِيضِ اِلى الْمُسْتَشْفَى
আমি পর্বতটির দিকে লক্ষ্য করলাম	نَظَرْتُ الى الجَبَلِ
আমরা ক্লাসরুমে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْنَا فِي الفَصْلِ

উপরোক্ত বাক্যগুলিতে جَارٌ وَ مَجْرُورٌ গুলো মানসুবের স্থানে। আরবীতে বলা হয় ফি মাহাল্লি নাসবিন।

২। অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

فَعَّلَ এবং اَفْعَلَ বাবে পরিণত করে অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়াতে রুপান্তর করা যায়। যেমনঃ

সকর্মক	অকর্মক	
نَزَّلْتُ الطِّفْلَ শিশুটিকে নামিয়েছিলাম	نَزَلْتُ مِنَ السَّيَّارَةِ গাড়ি থেকে নামলাম	نَزَلَ সে নামলো نَزَّلَ সে নামালো
أجْلَسْتُ الطِّفْلَ بِجَانِبِي শিশুটিকে আমার পাশে বসিয়েছিলাম	جَلَسْتُ هُنَا এখানে বসেছিলাম	جَلَسَ সে বসলো اَجْلَسَ সে বসালো

৩। সকর্মক ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

সকর্মক ক্রিয়াকে فَعَّلَ বা اَفْعَلَ ফর্মে নিলে তা দ্বিকর্মক ক্রিয়া হয়।

দ্বিকর্মক	সকর্মক	
دَرَّسَنِي حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ আমাকে কুরআন শিখালো	دَرَسَ حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ কুরআন শিখলো	دَرَسَ সে শিখলো دَرَّسَ সে শিখালো
اَسْمَعَ الطُّلَّابُ الْمُدَرِّسَ الْقُرْآنَ ছাত্ররা শিক্ষকটিকে কুরআন শুনালো	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ শিক্ষকটি কুরআন শুনলো	سَمِعَ সে শুনলো اَسْمَعَ সে শুনালো

৪। أَرَى এর ব্যবহার

اَرَى অর্থ সে দেখালো। এটা اَفْعَلَ গঠনের। এটা মূলত اَرْاَى যার দ্বিতীয় হামযাটি তুলে নেয়া হয়েছে। এর মুদারি হল يُرِى এবং আদেশ হল اَرِ ।

اَرُوْنِي هَذاَ الكِتَابَ তোমরা আমাকে এই বইটি দেখাও	اَرِنِي هَذاَ الكِتَابَ তুমি আমাকে এই বইটি দেখাও
اَرِيْنَنِي هَذاَ الكِتَابَ তোমরা (মেয়ে) আমাকে এই বইটি দেখাও	اَرِيْنِي هَذاَ الكِتَابَ তুমি (মেয়ে) আমাকে এই বইটি দেখাও

৫। কাজের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বোঝাতে فَعَّلَ গঠনের ব্যবহার

ব্যাপকতা	সাধারন
قَتَّلَ المجْرِمُ اهْلَ القَرْيَهِ সন্ত্রাসী গ্রামবাসিকে ব্যাপকভাবে হত্যা করলো	قَتَلَ المجْرِمُ رَجُلًا সন্ত্রাসী একটা লোক হত্যা করলো
عَدَّدَ الرَجُلُ مَالَهُ লোকটি বারবার তার সম্পদ গুনলো	عَدَّ الرَجُلُ مَالَهُ লোকটি তার সম্পদ গুনলো

তীব্রতা	সাধারন
كَسَّرْتُ الكُوْبَ আমি কাপটি খন্ড খন্ড করে ভাঙলাম।	كَسَرْتُ الكُوْبَ আমি কলমটি ভেঙ্গেছিলাম।
قَطَّعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি টুকরা টুকরা করে কেটেছিলাম।	قَطَعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি কেটেছিলাম।

নোটঃ ব্যাপকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্ম বহুবচন বা একবচন হয়। কিন্তু তীব্রতা বোঝাতে একবচনেই তিব্রভাবে করা বোঝায়।

৬। সাবধান করতে اِيَّاكَ

কোন কাজ করা থেকে সাবধান করতে اِيَّاكَ এর পরে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো	اِيَّاكَ اَنْ تَنَامَ فِي الفَصْلِ
যেনা করা থেকে সাবধান	اِيَّاكَ اَنْ تَزْنُوْا

যদি اِيَّاكَ এর পর ইসম থাকে তাহলে এরপর وَ আসে এবং পরবর্তী ইসমটি মানসুব।

ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো	اِيَّاكَ وَ النَّوْمَ فِي الفَصْلِ
মিথ্যা থেকে সাবধান	اِيَّاكَ وَ الْكَذِبَ
হিংসা থেকে সাবধান	إِيَّكُنَّ وَ الْحَسَدَ
নব উদ্ভাবিত (ইবাদাত মুলক) কাজ থেকে সাবধান	إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

৭। রোগের আরবী

রোগগুলো সাধারনত فُعَالٌ গঠনের এবং এগুলো بِكِ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

আমি মারাত্মক মাথা ব্যাথায় ভুগছি	بِي صُدَاعٌ شَدِيْدٌ
তুমি কী রোগে ভুগছো ,হে যায়নাব ?	مَاذَا بِكِ يَا زَيْنَبُ

دُوَارٌ	زُكَامٌ	صُدَاعٌ	سُعَالٌ
মাথাঘোরা	ঠাণ্ডা	মাথাব্যাথা	কাশি

৮। جَمْعُ الجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন

বহুবচনের বহুবচন	বহুবচন	একবচন
পথসমূহ = طُرُقَاتٌ	পথসমূহ = طُرُقٌ	পথ = طَرِيْقٌ
স্থানসমূহ = اَمَاكِنُ	স্থানসমূহ = اَمْكِنَةٌ	স্থান = مَكَانٌ
চুড়িসমূহ = اَسَاوِرُ	চুড়িসমূহ =اَسْوِرَةٌ	চুড়ি = سِوَارٌ
অনুকূল = اَيَادٍ	হাতগুলো = اَيْدٍ	হাত = يَدٌ
সম্মানিত পরিবার = بُيُوْتَاتٌ	বাড়িগুলো = بُيُوْتٌ	বাড়ি = بَيْتٌ

১। Form IV فَاعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَلَ	
مُعَاقَبٌ	مُعَاقِبٌ	مُعَاقَبَةٌ–عِقَابٌ	عَاقِبْ	يُعَاقِبُ	عَاقَبَ	শাস্তি দেয়া
مُخَادَعٌ	مُخَادِعٌ	مُخَادَعَةٌ–خِدَاعٌ	خَادِعْ	يُخَادِعُ	خَادَعَ	ধোকা দেয়া
مُبَارَكٌ	مُبَارِكٌ	مُبَارَكَةٌ–بِرَاكٌ	بَارِكْ	يُبَارِكُ	بَارَكَ	বরকত দেওয়া
مُجَادَلٌ	مُجَادِلٌ	مُجَادَلَةٌ–جِدَالٌ	جَادِلْ	يُجَادِلُ	جَادَلَ	ঝগড়া করা
مُسَافَرٌ	مُسَافِرٌ	مُسَافَرَةٌ	سَافِرْ	يُسَافِرُ	سَافَرَ	ভ্রমণ করা
مُعَامَلٌ	مُعَامِلٌ	مُعَامَلَةٌ	عَامِلْ	يُعَامِلُ	عَامَلَ	কাজ করা
مُحَارَبٌ	مُحَارِبٌ	مُحَارَبَةٌ	حَارِبْ	يُحَارِبُ	حَارَبَ	যুদ্ধ করা
مُخَالَفٌ	مُخَالِفٌ	مُخَالَفَةٌ	خَالِفْ	يُخَالِفُ	خَالَفَ	বিরুদ্ধতা করা
مُفَارَقٌ	مُفَارِقٌ	مُفَارَقَةٌ	فَارِقْ	يُفَارِقُ	فَارَقَ	বিছিন্ন হওয়া
مُقَابَلٌ	مُقَابِلٌ	مُقَابَلَةٌ	قَابِلْ	يُقَابِلُ	قَابَلَ	মুখোমুখি হওয়া
مُشَاوَرٌ	مُشَاوِرٌ	مُشَاوَرَةٌ	شَاوِرْ	يُشَاوِرُ	شَاوَرَ	পরামর্শ দেওয়া
مُسَابَقٌ	مُسَابِقٌ	مُسَابَقَةٌ	سَابِقْ	يُسَابِقُ	سَابَقَ	প্রতিযোগীতা করা
مُجَاهَدٌ	مُجَاهِدٌ	جِهَادٌ– مُجَاهَدَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	চেষ্টা করা
مُقَاتَلٌ	مُقَاتِلٌ	مُقَاتَالَةٌ	قَاتِلْ	يُقَاتِلُ	قَاتَلَ	হত্যা করা
مُنَادًى	مُنَادٍ	نِدَاءٌ	نَادِ	يُنَادِي	نَادَى	ডেকে বলা
مُنَافَقٌ	مُنَافِقٌ	مُنَافَاقَةٌ	نَافِقْ	يُنَافِقُ	نَافَقَ	মুনাফেকি করা
مُهَاجَرٌ	مُهَاجِرٌ	مُهَاجَرَةٌ	هَاجِرْ	يُهَاجِرُ	هَاجَرَ	হিজরত করা

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
جَاهَدُوْا	جَاهَدَا	جَاهَدَ	পুং
جَاهَدْنَ	جَاهَدَتَا	جَاهَدَتْ	স্ত্রী
جَاهَدْتُمْ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتَ	পুং
جَاهَدْتُنَّ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتِ	স্ত্রী
جَاهَدْنَا		جَاهَدْتُ	উভয়

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
يُجَاهِدُوْنَ	يُجَاهِدَانِ	يُجَاهِدُ	পুং
يُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	স্ত্রী
تُجَاهِدُوْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	পুং
تُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدِيْنَ	স্ত্রী
نُجَاهِدُ		أُجَاهِدُ	উভয়

২। একই বাক্যে দুটি জোর দেয়া অব্যয় إِنَّ এবং لَ

إِنَّ এবং لَ দুটিই জোড় দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরা পরপর আসতে পারে না। তাই لَ অব্যয়টি খবরের সাথে চলে আসে। যেমনঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল	اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজনই	اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ

৩। নিশ্চয়তা অর্থে অতীত কালে قَدْ শব্দের ব্যবহার

অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ বসলে তা নিশ্চয়তা বোঝায়

নিশ্চয়ই আমি আয়াত সুস্পষ্ট করেছি বিশ্বাসী জাতির জন্য	قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে যে পবিত্র হয়েছে	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন	قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন	قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে।	قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

৪। قَدْ শব্দের ব্যবহার

অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ বসলে তা নিকট অতীত নির্দেশ করে।

শিক্ষকটি এইমাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলো।	قَدْ دَخَلَ المدَرِّسُ الفَصْلَ
প্রত্যেক লোক এইমাত্র তাদের পান করার জায়গা জেনে নিল	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

মুদারীতে قَدْ শব্দের ব্যবহার

মুদারির পূর্বে قَدْ আসলে তা নিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা, সম্ভাবনা/সন্দেহ প্রকাশ করে।

তোমারা অবশ্যই জান যে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল	وَ قَدْ تَعْلَمُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ	নিশ্চয়তা
মাঝে মাঝে অলস ছাত্ররাও পাশ করে	قَدْ يَنْجَحُ الطَالِبُ الكَسْلَانُ	অপ্রতুলতা
মাঝে মাঝে মুনাফিরাও সত্য কথা বলে	قَدْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ	
আজ বৃষ্টি নামতে পারে	قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ اليَوْمَ	সম্ভবনা

৫। كِ، كُمْ، كُنَّ দ্বারা পরিবর্তন ذَلِكَ ، تِلْكَ ، اُوْلَاءِكَ এর ك কে

ওটা তোমাদের জন্য ভাল	ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি তাদের চেয়ে ভালো ?	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُوْلَاءِكُم؟
তোমাদের ঐ ঘড়িটি কি সুন্দর হে বোনেরা ?	تِلْكُنَّ السَاعَةُ جَمِيْلَةٌ يَا اَخَوَاتُ؟
সে বলল ,সেটা ওরকমই	قَالَ كَذَلِكَ

৬। মুদারির اَمْرٌ হিসাবে ব্যবহার

تُؤْمِنُوْنَ بِا اللهِ وَ رَسُوْلِهِ – এখানে تُؤْمِنُوْنَ দ্বারা আদেশ آمِنُوْا বোঝানো হয়েছে।

অনেক ভঙ্গুর বহুবচনের অক্ষর সংখ্যা কমে যায়

বহুবচন	একবচন
بَرَامِجُ	প্রোগ্রাম = بَرْنَامَجٌ
عَنَاكِبُ	মাকড়শা = عَنْكَبُوْتٌ
عَنَادِلُ	পাপিয়া পাখি = عَنْدَلِيْبٌ
مَشَافٍ	হাসপাতাল =مُسْتَشْفَى

১। Form V تَفَعَّلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	
مُتَفَكَّرٌ	مُتَفَكِّرٌ	تَفَكُّرٌ	تَفَكَّرْ	يَتَفَكَّرُ	تَفَكَّرَ	চিন্তা করা
مُتَذَكَّرٌ	مُتَذَكِّرٌ	تَذَكُّرٌ	تَذَكَّرْ	يَتَذَكَّرُ	تَذَكَّرَ*	স্মরন করা
مُتَوَكَّلٌ	مُتَوَكِّلٌ	تَوَكُّلٌ	تَوَكَّلْ	يَتَوَكَّلُ	تَوَكَّلَ	ভরসা করা
مُتَبَيَّنٌ	مُتَبَيِّنٌ	تَبَيُّنٌ	تَبَيَّنْ	يَتَبَيَّنُ	تَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট করা
مُتَرَبَّصٌ	مُتَرَبِّصٌ	تَرَبُّصٌ	تَرَبَّصْ	يَتَرَبَّصُ	تَرَبَّصَ	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা
مُتَوَلًّ	مُتَوَلٍّ	تَوَلٍّ	تَوَلَّ	يَتَوَلَّى	تَوَلَّى *	মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া
مُتَوَفًّ	مُتَوَفٍّ	تَوَفٍّ	تَوَفَّ	يَتَوَفَّى	تَوَفَّى	পুর্ন মাত্রায় নেওয়া
مُتَكَلَّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	কথা বলা
مُتَعَلَّقٌ	مُتَعَلِّقٌ	تَعَلُّقٌ	تَعَلَّقْ	يَتَعَلَّقُ	تَعَلَّقَ	সম্পর্ক রাখা
مُتَقَبَّلٌ	مُتَقَبِّلٌ	تَقَبُّلٌ	تَقَبَّلْ	يَتَقَبَّلُ	تَقَبَّلَ	গ্রহন করা
مُتَقَرَّبٌ	مُتَقَرِّبٌ	تَقَرُّبٌ	تَقَرَّبْ	يَتَقَرَّبُ	تَقَرَّبَ	নিকটবর্তী হওয়া
مُتَطَهَّرٌ	مُتَطَهِّرٌ	تَطَهُّرٌ	تَطَهَّرْ	يَتَطَهَّرُ	تَطَهَّرَ	পবিত্র হওয়া
مُتَفَرَّقٌ	مُتَفَرِّقٌ	تَفَرُّقٌ	تَفَرَّقْ	يَتَفَرَّقُ	تَفَرَّقَ	পৃথক হওয়া
مُتَزَوَّجٌ	مُتَزَوِّجٌ	تَزَوُّجٌ	تَزَوَّجْ	يَتَزَوَّجُ	تَزَوَّجَ	বিবাহ করা
مُتَقَلَّبٌ	مُتَقَلِّبٌ	تَقَلُّبٌ	تَقَلَّبْ	يَتَقَلَّبُ	تَقَلَّبَ	পরিবর্তন হওয়া
مُتَأَخَّرٌ	مُتَأَخِّرٌ	تَأَخُّرٌ	تَأَخَّرْ	يَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرَ	দেরি করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَأَخَّرُوْا	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرَ	পুং
تَأَخَّرْنَ	تَأَخَّرَتَا	تَأَخَّرَتْ	স্ত্রী
تَأَخَّرْتُمْ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتَ	পুং
تَأَخَّرْتُنَّ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتِ	স্ত্রী
تَأَخَّرْنَا		تَأَخَّرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَأَخَّرُوْنَ	يَتَأَخَّرَانِ	يَتَأَخَّرُ	পুং
يَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	স্ত্রী
تَتَأَخَّرُوْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	পুং
تَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرِيْنَ	স্ত্রী
نَتَأَخَّرُ		اَتَأَخَّرُ	উভয়

২। لَمَّا الحِنِيَّةُ

"যখন" অর্থে আসলে একে لَمَّا الحِنِيَّةُ বলে। এরপরে এবং তার জওয়াব মাদী হবে হবে।

যখন আমি আজান শুনলাম তখন মাসজিদের দিকে গেলাম	لَمَّا سَمِعْتُ الاَذَانَ ذَهَبْتُ اِلَى المِسْجِدِ
যখন রুকাইইয়া মারা গেল সে তার বোনকে বিবাহ করলো	لَمَّا تُوَفِّيَتْ رُقَيَّةُ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا
আমি যখন মসজিদে গিয়েছিলাম	لَمَّا ذَهَبْتُ إِلَى المِسْجِدِ

৩। نَحْنُ "আমরা" কে নির্দিষ্ট করা

نَحْنُ কে মাঝে মাঝে কিছু শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে হয়। যেমনঃ نَحْنُ الطُّلَّابُ। এই ঘটনাকে বলা হয় الإِخْتِصَاصُ। نَحْنُ এর পরের ইসমটি মানসুব। কারন তা প্রচ্ছনভাবে اَخصُّ এর মাফউলুন বিহি। [خَصَّ সে নির্দিষ্ট করল]

আমরা মুসলিমরা শুকরের গোশ্ত খাই না	نَحْنُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا نَأْكُلُ لَحْمَ الخِنْزِيْلِ
আমরা ছাত্ররা রাস্তায় খেলি না	نَحْنُ الطُّلَّابَ لَا نَلْعَبُ فِيْ الشَّارِعِ
আমরা এই ছাত্রীরা ভারত থেকে	نَحْنُ هٰؤُلَاءِ الطَّالِبَاتِ مِنَ الْهِنْدِ

অধ্যায়-২১

১। Form VI تَفَاعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُتَفَاعَلٌ	مُتَفَاعِلٌ	تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	
مُتَعَارَفٌ	مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
مُتَنَافَسٌ	مُتَنَافِسٌ	تَنَافُسٌ	تَنَافَسْ	يَتَنَافَسُ	تَنَافَسَ	প্রতিযোগিতা করা
مُتَشَاوَرٌ	مُتَشَاوِرٌ	تَشَاوُرٌ	تَشَاوَرْ	يَتَشَاوَرُ	تَشَاوَرَ	পরামর্শ করা
مُتَعَاوَنٌ	مُتَعَاوِنٌ	تَعَاوُنٌ	تَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنُ	تَعَاوَنَ	পরস্পর সাহায্য করা
مُتَحَاسَدٌ	مُتَحَاسِدٌ	تَحَاسُدٌ	تَحَاسَدْ	يَتَحَاسَدُ	تَحَاسَدَ	পরস্পর হিংসা করা
مُتَكَاسَلٌ	مُتَكَاسِلٌ	تَكَاسُلٌ	تَكَاسَلْ	يَتَكَاسَلُ	تَكَاسَلَ	অলসতা করা
مُتَنَافَرٌ	مُتَنَافِرٌ	تَنَافُرٌ	تَنَافَرْ	يَتَنَافَرُ	تَنَافَرَ	পরস্পর ঘৃনা করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَنَافَرُوْا	تَنَافَرَا	تَنَافَرَ	পুং
تَنَافَرْنَ	تَنَافَرَتَا	تَنَافَرَتْ	স্ত্রী
تَنَافَرْتُمْ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتَ	পুং
تَنَافَرْتُنَّ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتِ	স্ত্রী
تَنَافَرْنَا		تَنَافَرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَنَافَرُوْنَ	يَتَنَافَرَانِ	يَتَنَافَرُ	পুং
يَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	স্ত্রী
تَتَنَافَرُوْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	পুং
تَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرِيْنَ	স্ত্রী
نَتَنَافَرُ		اَتَنَافَرُ	উভয়

২। لَا النَافِيَّةُ لِلْجِنْسِ

কোনকিছুর না বোধককে ব্যাপকভাবে বোঝাতে لَا ব্যবহৃত হয়। এটা ঐ জাতীয় সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে। এরপর ইসম মানসুব হয় এবং আল বা তানভিন হয় না।

আমার কাছে কোন বইই নেই	لَا كِتَابَ عِنْدِي
দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই	لَا اِكْرَاهَ فِي الدِيْنِ
তাতে কোন ধরনের সন্দেহ নেই	لَا رَيْبَ فِيْهِ
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহই নেই	لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নাই	لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

৩। যে সকল ক্রিয়া মূলের প্রথম অক্ষর و সেগুলোর মাসদার দুরকম।

একটাতে و বাদ যাবে এবং ة শেষে আসবে। যেমনঃ

সে বর্ণনা করল	صِفَةٌ	وَصْفٌ	وَصِفَ
অনুযোগ	عِظَةٌ	وَعْظٌ	وَعَظَ
সে বিশ্বাস করল	ثِقَةٌ	وَثْقٌ	وَثِقَ

৪। অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে হারফ জারের বিলুপ্তি

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكْذِبَ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكَذِبِ
থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমি মিথ্যা বলা	আমি মিথ্যা বলা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই

অবশ্য এটা বাধ্যতামূলক নয়। اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ

৫। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ

بَدَلٌ চার প্রকার

তোমার ভাই হাশিম পাশ করেছে	نَجَحَ اَخُوْكَ هَاشِمٌ	পূর্ণ বদল
আমি খেয়েছি মোরগটির অর্ধেক	اَكَلْتُ الدَّجَاجَةَ نِصْفَهَا	আংশিক বদল
আমি বইটি পছন্দ করি তার স্টাইল	اَعْجَبَنِيْ هٰذا الْكِتَابُ اُسْلُوْبُهُ	বর্ণনামূলক বদল
আমাকে বইটি দাও ,খাতাটি	اَعْطِنِيْ الْكِتَابَ الدَّفْتَرَ	ভুল সংশোধনের বদল

৬। بَدَلٌ এবং مُبْدَلٌ এর চার অবস্থা

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ	উভয়ই ইসম
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ	উভয়ই ফে'ল
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ	উভয়ই বাক্য
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	প্রথমটি বাক্য এবং পরেরটি ইসম

৭। اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া-২

এর গঠন হল أَنَّ+اسمٌ+خَبَرٌ যেমনঃ

আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে সে মরেছে	بَلَغَنِي اَنَّهُ مَاتَ
আমি খুশি যে তুমি আমার ছাত্র	يَسُرُّنِيْ اَنَّكَ تِلْمِيْذِيْ
মনে হচ্ছে যে তুমি ব্যস্ত	يَبْدُوْ اَنَّكَ مُسْتَعْجِلٌ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রসূল	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
শুনেছি যে হামিদ একজন মেধাবী ছাত্র	سَمِعْتُ أَنَّ حَامِدًا طَالِبٌ ذَكِيٌّ

অধ্যায়-২২

১। Form VII اِنْفَعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
–	مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	إِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	
–	مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	ফিরে যাওয়া
–	مُنْتَهٍ	اِنْتِهَاءٌ	اِنْتَهِ	يَنْتَهِي	اِنْتَهَى	শেষ করা
–	مُنْصَرِفٌ	إِنْصِرَافٌ	إِنْصَرِفْ	يَنْصَرِفُ	اِنْصَرَفَ	চলে যাওয়া
–	مُنْقَلِبٌ	إِنْقِلَابٌ	إِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	সংগ্রাম করা
–	مُنْطَلِقٌ	إِنْطِلَاقٌ	إِنْطَلِقْ	يَنْطَلِقُ	اِنْطَلَقَ	চলে যাওয়া
–	مُنْكَشِفٌ	إِنْكِشَافٌ	إِنْكَشِفْ	يَنْكَشِفُ	اِنْكَشَفَ	খুলে যাওয়া
–	مُنْفَصِلٌ	إِنْفِصَالٌ	إِنْفَصِلْ	يَنْفَصِلُ	اِنْفَصَلَ	আলাদা হওয়া
–	مُنْفَجِرٌ	إِنْفِجَارٌ	إِنْفَجِرْ	يَنْفَجِرُ	اِنْفَجَرَ	প্রবাহিত হওয়া
–	مُنْفَرِدٌ	إِنْفِرَادٌ	إِنْفَرِدْ	يَنْفَرِدُ	اِنْفَرَدَ	একাকী হওয়া

অতীত কালের ক্রিয়া الْمَاضِي			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِنْفَرَدُوْا	اِنْفَرَدَا	اِنْفَرَدَ	পুং
اِنْفَرَدْنَ	اِنْفَرَدْتَا	اِنْفَرَدَتْ	স্ত্রী
اِنْفَرَدْتُمْ	اِنْفَرَدْتُمَا	اِنْفَرَدْتَ	পুং
اِنْفَرَدْتُنَّ	اِنْفَرَدْتُمَا	اِنْفَرَدْتِ	স্ত্রী
اِنْفَرَدْنَا		اِنْفَرَدْتُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْفَرِدُوْنَ	يَنْفَرَدَانِ	يَنْفَرِدُ	পুং
يَنْفَرِدْنَ	تَنْفَرَدَانِ	تَنْفَرِدُ	স্ত্রী
تَنْفَرِدُوْنَ	تَنْفَرَدَانِ	تَنْفَرِدُ	পুং
تَنْفَرِدْنَ	تَنْفَرَدَانِ	تَنْفَرِدِيْنَ	স্ত্রী
نَنْفَرِدُ		أَنْفَرِدُ	উভয়

২। মাফউলুন বিহি যখন ফা’য়িল [কর্ম যখন কর্তা]

বাবে اِنْفَعَلَ তে সাধারণত আমরা যাকে ক্রিয়ার কর্ম বলে চিনি সেটাই কর্তা হয়। যেমনঃ

كَسَرْتُ الْكُوْبَ (আমি গ্লাসটি ভাঙলাম), এখানে الْكُوْبَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْكَسَرَ الْكُوْبُ (গ্লাসটি ভেঙ্গে গেল), এখানে الْكُوْبُ হচ্ছে فَاعِلٌ

অনুরুপভাবে,

فَتَحْتُ البَابَ (আমি দরজাটি খুললাম), এখানে البَابَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْفَتَحَ البَابُ (দরজাটি খুলে গেল), এখানে البَابُ হচ্ছে فَاعِلٌ

৩। اِنْفَعَلَ বাবের পূর্বে প্রশ্নসূচক أَ থাকলে হামযাতুল ওয়াসলি উঠে যায়

দরজাটি কি খুলে গেল?	أَنْفَتَحَ البَابُ؟	←	أَاِنْفَتَحَ البَابُ
গাড়িটি কি উল্টে গেল?	أَنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ؟	←	أَاِنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ

৪। একাধিক শব্দের মুদাফ ইলাইহি

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহন হয়েছিল	اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرٰهِيْمُ
আমার দাদার মৃত্যুর দিনে আমি জন্মগ্রহন করেছিলাম	وُلِدْتُ يَوْمَ مَاتَ جَدِّيْ
রেজাল্ট প্রকাশের দিন আমি সফর করেছিলাম	سَافَرْتُ يَوْمَ ظَهَرَتِ النَّتَائِجِ
এটা কেউ না কথা বলার দিন	هٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ

৫। لَوْلَا (যদি না) শব্দের ব্যবহার

কোন কিছু থাকার জন্য কোন একটা ঘটনা ঘটে নি ,এরুপ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে لَوْلَا ব্যবহৃত হয়।

যেমনঃ لَوْلَا الشَّمْسُ لَهَلَكَتِ الاَرْضُ যদি সূর্য না থাকে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।

এখানে – الشَّمْسُ মুবতাদা لَهَلَكَتِ الاَرْضُ হচ্ছে جَوَبُ لَوْلَا

এবং যদি আল্লাহ তাদের জন্য একটা সময় লিখে না রাখতেন অবশ্যই দুনিয়ায় তাদের শাস্তি দিতেন	وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।	وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

جَوَابُ لَوْلَا হচ্ছে ক্রিয়াপ্রধান বাক্য এবং অতীতকালের। যদি না বোধক হয় তবে তখন لَ উপসর্গটি আসে না। যেমনঃ

পরীক্ষা না থাকলে আজ আমি উপস্থিত হতাম না	لَوْلَا الِاخْتِبَارُ مَا حَضَرْتُ الْيَوْمَ
আল্লাহ না চাইলে আমরা মুসলিম হতাম না	لَوْلَا شَاءَ اللهُ مَا كُنَّا مِنَ الْمسْلِمِيْنَ

মুবতাদার পরিবর্তে নামপ্রধান বাক্যও আসতে পারে,

আবহাওয়া গরম না হলে লেকচারে উপস্থিত হতাম	لَوْلَا اَنَّ الجَوَّ حَارٌ لَحَضَرْتُ الْمُحَاضَرَةَ
যদি আমি অসুস্থ না হতাম তোমার সাথে সফরে যেতাম	لَوْلَا انَّنِي مَرِيْضٌ لَسَافَرْتُ مَعَكَ

৬। নাত হিসাবে ইসমুল ইশারা

ইসমুল ইশারাগুলো অনেক সময় নামবাচক বিশেষ্য বা মুদাফ ইলাইহির পরে নাত হিসাবে আসে। যেমনঃ

কোন ইব্রাহীম ইনি ?	مَنْ اِبْرَحِيمُ هَذَا؟
প্রধান শিক্ষকের এই গাড়িটি সুন্দর	سَيَّارَةُ الْمُدِيْرِ هَاذِهِ جَمِيْلَةٌ
এই পাসপোর্টটি কার ?	لِمَنْ جَوَازُ السَّفَرِ هَذَا؟
তোমার এই ঘড়িটা আমাকে দেখাও	اَرِنِيْ سَاعَتَكَ هٰذِهِ
এই বইটি নিয়ে যাও এবং তার কাছে ফেলে আস	اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا وَ اَلْقِهْ اِلَيْهِمْ
এই ইতিহাসের বইটি	كِتَابُ التَّارِيْخِ هٰذَا
এই পেন্সিলটি	قَلَمُ الرِّصَاصِ هٰذَا
আমার এই বইটি ধরো	خُذْ كِتَابِيْ هٰذَا

অধ্যায়-২৩

১। Form VIII اِفْتَعَلَ

অর্থ	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	اَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	إِسْمُ الْفَاعِلِ	إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ
	اِفْتَعَلَ	يَفْتَعِلُ	إِفْتَعِلْ	اِفْتِعَالٌ	مُفْتَعِلٌ	مُفْتَعَلٌ
মতভেদ করা	اِخْتَلَفَ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلِفْ	اِخْتِلَافٌ	مُخْتَلِفٌ	مُخْتَلَفٌ
অনুসরন করা	اِتَّبَعَ *	يَتَّبِعُ	اِتَّبِعْ	اِتِّبَاعٌ	مُتَّبِعٌ	مُتَّبَعٌ
গ্রহন করা	اِتَّخَذَ	يَتَّخِذُ	اِتَّخِذْ	اِتِّخَاذٌ	مُتَّخِذٌ	مُتَّخَذٌ
রক্ষা করা	اِتَّقَى	يَتَّقِي	اِتَّقِ	اِتِّقَاءٌ	مُتَّقٍ	مُتَّقًى
মিথ্যা রচনা করা	اِفْتَرَى	يَفْتَرِي	اِفْتَرِ	اِفْتِرَاءٌ	مُفْتَرٍ	مُفْتَرًى
সঠিক পথ অনুসরন করা	اِهْتَدَى*	يَهْتَدِي	اِهْتَدِ	اِهْتِدَاءٌ	مُهْتَدٍ	مُهْتَدًى
খোজা	اِبْتَغَى	يَبْتَغِي	اِبْتَغِ	اِبْتِغَاءٌ	مُبْتَغٍ	مُبْتَغًى

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِخْتَلَفُوْا	اِخْتَلَفَا	اِخْتَلَفَ	পুং
اِخْتَلَفْنَ	اِخْتَلَفَتَا	اِخْتَلَفَتْ	স্ত্রী
اِخْتَلَفْتُمْ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتَ	পুং
اِخْتَلَفْتُنَّ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتِ	স্ত্রী
اِخْتَلَفْنَا		اِخْتَلَفْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْتَلِفُوْنَ	يَخْتَلِفَانِ	يَخْتَلِفُ	পুং
يَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	স্ত্রী
تَخْتَلِفُوْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	পুং
تَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفِيْنَ	স্ত্রী
نَخْتَلِفُ		اَخْتَلِفُ	উভয়

২। বাব اِفْتَعَلَ এর ت এর পরিবর্তন:

এর পরিবর্তন কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন

	اِفْتَعَلَ	فَعَلَ	
সে স্মরন করল	اِذْتَكَرَ ← اِذْدَكَرَ	ذَكَرَ	যদি ف কালিমা ز ذ د হয়
সমাবেশ করা	اِزْتَحَمَ ← اِزْدَحَمَ	زَحَمَ	তাহলে ت ⟶ د
ধৈর্য ধরা	اِصْتَبَرَ ← اِصْطَبَرَ	صَبَرَ	যদি ف কালিমা ظ ط ض
সে জানত	اِطْتَلَعَ ← اِطَّلَعَ	طَلَعَ	ص হয় তাহলে
সে ভুল করল	اِظْتَلَمَ ← اِظْطَلَمَ	ظَلَمَ	ت ⟶ ط
সে এক হল	اِوْتَحَدَ ← اِتَّحَدَ	وَحَدَ	যদি ف কালিমা و হয় ,
সে ভীত হল	اِوْتَقَى ← اِتَّقَى	وَقَى	তাহলে و ⟶ ت

৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য إِذَا এর ব্যবহার

‘ যদি ’ ও ‘ যখন ’ অর্থ প্রকাশার্থে إِذَا এর ব্যবহার ব্যাপক। তবে إِذَا আশ্চর্যবোধকের জন্যও ব্যবহৃত হয়। একে إِذَا الْفُجَائِيَّةُ বলে। এক্ষেত্রে إِذَا এর পূর্বে فَ আসে এবং إِذَا বাক্যের শুরুতে আসে না।

আমি বের হলাম আর কি আশ্চর্য ,দরজায় একজন পুলিশ !	خَرَجْتُ فَإِذَا شُرْطِيٌّ بِالْبَابِ
সুতরাং সে তার লাঠিটি ছুড়লো আর কি আশ্চর্য তা একটি দৃশ্যমান সাপ!	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنٌ
রুমে ঢুকলাম কি আশ্চর্য খাটের উপর একটা সাপ	دَخَلْتُ الْغُرْفَةَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَلَى السَّرِيْرِ

৪। স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে হারফ জার তুলে দেওয়া

فِي فَصْلِ এর বদলে فَصْلَ বলা যায়। যেমন دَخَلَ الفَصْلَ । কিন্তু স্থান না হলে اِلَى , فِي ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

এখনও তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি	وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ
অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

৫। ইসমুল ফায়িল এর তীব্রতার গঠন। الإِسْمُ البَالَغَةُ

অর্থ	তীব্র	সাধারণ	
অধিক ক্ষমাশীল	غَفَّارٌ	غَافِرٌ	**فَعَّالٌ**
অধিক রিযিক দানকারী	رَزَّاقٌ	رَازِقٌ	
অধিক জ্ঞানী	عَلِيْمٌ	عَالِمٌ	**فَعِيْلٌ**
অধিক শ্রবনকারী	سَمِيْعٌ	سَامِعٌ	
অধিক ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	غَافِرٌ	**فَعُوْلٌ**
অধিক কৃতজ্ঞ	شَكُوْرٌ	شَاكِرٌ	
অধিক খাদক	اَكُوْلٌ	آكِلٌ	
অধিক সতর্ক	حَذِرٌ	حَاذِرٌ	**فَعِلٌ**
অধিক দানকারী	مِعْطَاءٌ	طَاعٍ	**مِفْعَالٌ**
অধিক দয়াশীল	رَحْمَانُ	رَحِيْمٌ	**فَعْلَانُ**
অধিক সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী	فُرْقَانُ	فَرْقٌ	**فُعْلَانُ**
অধিক সত্যবাদী	صِدِّيْقٌ	صَدِيْقٌ	**فِعِّيْلٌ**
অধিক ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	غَافِرٌ	**فَعُوْلٌ**
অধিক জ্ঞানী	عَلَّامَةٌ	عَالِمٌ	**فَعَّالَةٌ**
অধিক অবিশ্বাসী	كُفَّارٌ	كَافِرٌ	**فُعَّالٌ**

অধিক স্থায়ী	قَيُّوْمٌ	قَيِّمٌ	**فَعُّوْلٌ**
অধিক পবিত্র	قُدُّوْسٌ	قُدُسٌ	**فُعُّلٌ**

কুরআনীয় উদাহরণ

আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে।	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয়।	وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا
শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا
আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী	إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

৬। لَا بُدَّ অবশ্যই অর্থে

কোনো কিছুকে অবশ্যই অর্থে لَا بُدَّ ব্যবহৃত হয়। এর পরে مِنْ বসে।

অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে।	لَابُدَّ مِنَ الِاخْتِبَارِ
অবশ্যই মরতে হবে	لَابُدَّ مِنَ الْمَوْتِ

তবে এর পর অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে مِنْ কে বাদ দেওয়া যায়।

তোমাকে অবশ্যই তাকে লিখতে হবে।	لَابُدَّ اَنْ تَكْتُبَ لَهُ
তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে কীভাবে কম্পিউটার অপারেট করতে হয়।	لَابُدَّ اَنْ تَتَعَلَّمُوْا تَشْغِيْلَ الحَاسُوْبِ

অধ্যায়-২৪

১। Form IX اِفْعَلَّ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
–	مُفْعَلٌّ	اِفْعِلاَلٌ	إِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	اِفْعَلَّ	
–	مُخْضَرٌّ	اِخْضِرَارٌ	اِخْضَرَّ	يَخْضَرُّ	اِخْضَرَّ	সবুজ হওয়া
–	مُصْفَرٌّ	اِصْفِرَارٌ	اِصْفَرَّ	يَصْفَرُّ	اِصْفَرَّ	হলুদ হওয়া
–	مُبْيَضٌّ	اِبْيِضَاضٌ	اِبْيَضَّ	يَبْيَضُّ	اِبْيَضَّ	সাদা হওয়া
–	مُسْوَدٌّ	اِسْوِدَادٌ	اِسْوَدَّ	يَسْوَدُّ	اِسْوَدَّ	কালো হওয়া
–	مُغْبَرٌّ	اِغْبِرَارٌ	اِغْبَرَّ	يَغْبَرُّ	اِغْبَرَّ	ধুলাযুক্ত হওয়া
–	مُعْوَجٌّ	اِعْوِجَاجٌ	اِعْوَجَّ	يَعْوَجُّ	اِعْوَجَّ	বাঁকা হওয়া
	مُحْمَرٌّ	اِحْمِرَارٌ	اِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	اِحْمَرَّ	লাল হওয়া

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
إِخْضَرُّوْا	إِخْضَرَّا	إِخْضَرَّ	পুং
اِخْضَرَرْنَ	اِخْضَرَّتَا	اِخْضَرَّتْ	স্ত্রী
اِخْضَرَرْتُمْ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتَ	পুং
اِخْضَرَرْتُنَّ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتِ	স্ত্রী
اِخْضَرَرْنَا		اِخْضَرَرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْضَرُّوْنَ	يَخْضَرَّانِ	يَخْضَرُّ	পুং
يَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	স্ত্রী
تَخْضَرُّوْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	পুং
تَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرِّيْنَ	স্ত্রী
نَخْضَرُّ		أَخْضَرُّ	উভয়

২। رَاَى – يَرَى এর ব্যবহার

رَاَى – يَرَى এর দুটি অর্থ

আমি ইব্রাহীমকে দেখেছিলাম।	رَاَيْتُ اِبْرَا هِيْمَ	১) সে দেখেছিল এটা হল رَاَى الْبَصَرِيَّةُ
তারা তাঁকে দূরবর্তী মনে করে।	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا	২) সে মনে করেছিল বা সে সন্দেহ করেছিল, সে বিচার করল ইত্যাদি। এই ক্রিয়ার দুটি কর্ম যারা মূলত মুবতাদা ও খবর।
আমি মনে করি তুমি দুর্বল।	اَرَا كَ ضَعِيْفًا	
আমি মনে করি হামিদ একজন আলিম।	اَرَا حَامِدًا عَالِمًا	
যে আমার হতে হাদিস বর্ননা করে এবং সন্দেহ করে যে সেটা মিথ্যা তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন	مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ	

৩। عَسَى এর ব্যবহার :

عَسَى দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।	عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ	আশা অর্থে
তোমরা যা পসন্দ কর না এমন হতেই পারে যে, তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর	وَ عَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	
আশা করি এই বছর বিবাহ করব	عَسَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هٰذَا الْعَامَ	
হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।	عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	
এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পসন্দ কর তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর	وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ	আশংকা অর্থে
পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	

عَسَی দুর্বল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

اَلْفِعْلُ التَّامُ সরল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া	الفِعْلُ النَّاقِصُ ক্রিয়া দুর্বল
عَسَی اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّيْ আশা করছি যে আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন।	عَسَی اللّٰهُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।

৪। مَا الْمَصْدَرِيَّةُ অসমাপিকা مَا

এর সাধারন গঠন مَا+ مَاضٍ/ الْمُضَارِعُ যেমনঃ دَخَلْتُ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْمُدَرِّسُ এই বাক্যটি মূলত دَخَلْتُ بَعْدَ دُخُوْلِ الْمُدَرِّسِ অর্থাৎ مَا دَخَلَ = دُخُوْلٌ ,

আমি তোমাকে ম্যগাজিনটি দেখাবো শিক্ষকের বের হওয়ার পরে	سَأُرِيْكَ الْمَجَلَّةَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْمُدَرِّسُ
হিসাবের দিন ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের জন্য আছে কঠোর আযাব	لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الحِسَابِ
তাহলে আযাব আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করছিলে	فَذُوْقُوْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

১। Form X اِسْتَفْعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُسْتَفْعَلٌ	مُسْتَفْعِلٌ	اِسْتِفْعَالٌ	إِسْتَفْعِلْ	يَسْتَفْعِلُ	اِسْتَفْعَلَ	
مُسْتَعْجَلٌ	مُسْتَعْجِلٌ	اِسْتِعْجَالٌ	اِسْتَعْجِلْ	يَسْتَعْجِلُ	اِسْتَعْجَلَ	তাড়াতাড়ি করা
مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَغْفِرٌ	اِسْتِغْفَارٌ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ*	ক্ষমা চাওয়া
مُسْتَكْبَرٌ	مُسْتَكْبِرٌ	اِسْتِكْبَارٌ	اِسْتَكْبِرْ	يَسْتَكْبِرُ	اِسْتَكْبَرَ	অহঙ্কার করা
مُسْتَهْزَئٌ	مُسْتَهْزِئٌ	اِسْتِهْزَاءٌ	اِسْتَهْزِئْ	يَسْتَهْزِئُ	اِسْتَهْزَأَ	উপহাস করা
مُسْتَجَابٌ	مُسْتَجِيْبٌ	اِسْتِجَابَةٌ	اِسْتَجِبْ	يَسْتَجِيْبُ	اِسْتَجَابَ	গ্রহন করা
مُسْتَطَاعٌ	مُسْتَطِيعٌ	اِسْتِطَاعَةٌ	اِسْتَطِعْ	يَسْتَطِيعُ	اِسْتَطَاعَ	সক্ষম হওয়া
مُسْتَقَامٌ	مُسْتَقِيمٌ	اِسْتِقَامَةٌ	اِسْتَقِمْ	يَسْتَقِيمُ	اِسْتَقَامَ	সোজা হওয়া
مُسْتَعَانٌ	مُسْتَعِينٌ	اِسْتِعَانَةٌ	اِسْتَعِنْ	يَسْتَعِينُ	اِسْتَعَانَ	সাহায্য চাওয়া
مُسْتَسْلَمٌ	مُسْتَسْلِمٌ	اِسْتِسْلَامٌ	اِسْتَسْلِمْ	يَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمَ	আনুগত্য করা
مُسْتَعْمَلٌ	مُسْتَعْمِلٌ	اِسْتِعْمَالٌ	اِسْتَعْمِلْ	يَسْتَعْمِلُ	اِسْتَعْمَلَ	ব্যবহার করা
مُسْتَفْهَمٌ	مُسْتَفْهِمٌ	اِسْتِفْهَامٌ	اِسْتَفْهِمْ	يَسْتَفْهِمُ	اِسْتَفْهَمَ	জিজ্ঞাসা করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِسْتَسْلَمُوْا	اِسْتَسْلَمَا	اِسْتَسْلَمَ	পুং
اِسْتَسْلَمْنَ	اِسْتَسْلَمَتَا	اِسْتَسْلَمَتْ	স্ত্রী
اِسْتَسْلَمْتُمْ	اِسْتَسْلَمْتُمَا	اِسْتَسْلَمْتَ	পুং
اِسْتَسْلَمْتُنَّ	اِسْتَسْلَمْتُما	اِسْتَسْلَمْتِ	স্ত্রী
اِسْتَسْلَمْنَا		اِسْتَسْلَمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْتَسْلِمُوْنَ	يَسْتَسْلِمَانِ	يَسْتَسْلِمُ	পুং
يَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	স্ত্রী
تَسْتَسْلِمُوْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	পুং
تَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمِيْنَ	স্ত্রী
نَسْتَسْلِمُ		أَسْتَسْلِمُ	উভয়

২। لِكَيْ শব্দের ব্যবহার

لِكَيْ একটি অসমাপিকা অব্যয়। لِكَيْ শব্দের অর্থ" যেহেতু" / "সে কারনে"। এরপরের ক্রিয়া মানসুব হয়। لِكَيْ এর সাথে না বোধক لَا যোগ হতে পারে এবং মাঝে মাঝে لِكَيْ এর لِ উঠে যায়। যেমনঃ

আমি আরবী ভাষা পাঠ করি যাতে সম্মানিত কুরআন বুঝতে পারি	اَدْرُسُ اَللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِكَيْ اَفْهَمَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ
পরিশ্রম কর যাতে তুমি ফেল না কর	اِجْتَهِدْ لِكَيْلَا تَرْسُبَ
যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
যাতে আমরা আপনার বেশি প্রশংসা করতে পারি।	كَيْ نُسَبَّحَكَ كَثِيْرًا

৩। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার

اِذَنْ শব্দের অর্থ" সে কারনে"। এটা মুদারির পূর্বে বসে তাকে মানসুব করে। একটা বিবৃতির জবাব হিসাবে আসে। যেমনঃ

জবাব	বিবৃতি
اِذَنْ نَسْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ	يَرْجِعُ الْمُدِيْرُ اليَوْمَ مِنَ الخَارِجِ
সে কারনে আমরা তাকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাব	প্রধান শিক্ষক আজ বাহির থেকে ফিরবেন

اِذَنْ ক্রিয়াকে মানসুব করে নিচের তিনটি ক্ষেত্রেঃ

- اِذَنْ অবশ্যই বাক্যের শুরুতে আসবে। যেমন نَحْنُ اِذَنْ نَسْتَقْبِلُهُ তে ক্রিয়া মানসুব হয়নি যেহেতু তা শুরুতে আসেনি।
- ক্রিয়াপদ ঠিক তার পরপরই আসতে হবে। অবশ্য না বোধক لَا এবং وَ আল কসম এ দুয়ের মধ্যে আসতে পারে। যেমন اِذَنْ وَاللهِ نَسْتَقْبِلَهُ فِي المطَارِ
- ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করবে।

৪। وَ আল হালের পর قَدْ এর ব্যবহার

ইমাম ফাতিহা শেষ করার পর আমি মাসজিদে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ الفَاتِحَةَ
শিক্ষকটি পাঠ ব্যাখা শেষ করার পর আমরা ক্লাস ত্যাগ করেছিলাম	خَرَجْنَا مِنَ الفَصْلِ وَ قَدْ شَرَحَ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ
রোগী মরার পরে ডাক্তার আসল	جَاءَ الطَّبِيْبُ وَ قَدْ مَاتَ الْمَرِيْضُ
তিনি বললেন হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে	قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ
ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে।	لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

লক্ষ্যণীয়ঃ

- وَ আল হাল এর পর ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের হ্যাঁসূচক অতীতকালের পূর্বে قَدْ বসে।

৫। جَعَلَ এর বিভিন্ন ব্যাবহার

ক- কোন কিছু তৈরী

সকল প্রশংসা তার যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তৈরী করেছেন অন্ধকার ও আলো	اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّوْرَ
আখিরাত যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিয়েছেন	مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ

খ- কোনকিছু হতে কোনকিছুতে পরিণত করা

শিঘ্রই আমি এই রুমটাকে দোকান বানাবো	سَأَجْعَلُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ دُكَّانًا
আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন	جَعَلَ اللّٰهُ الْخَمْرَ حَرَامًا
এবং তিনি চাঁদকে নুর ও সূর্যকে সিরাজ বানিয়েছেন	و جَعَلَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

গ- শুরু হওয়া অর্থে। এক্ষেত্রে এটা كَانَ এর মত ব্যবহৃত হয় এবং এর ইসম ও খবর থাকে।

হামিদ আমাকে পেটাতে শুরু করে	جَعَلَ حَامِدٌ يَضْرِبُنِيْ

ঘ- চিন্তা করা অর্থে এক্ষেত্রেও দুটি কর্ম থাকে।

তুমি কি আমাকে হেডমাস্টার ভেবেছো?	اَجَعَلْتَنِيْ مُدِيْرًا

অধ্যায়-২৬

১। الْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ (চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল)

ছুলাছি ক্রিয়ার মত এদেরও মুজাররাদ ও মাজীদ ক্রিয়া আছে। মুদারী মুজাররাদের একটি মাত্র গঠন হয়।

রুবাই ক্রিয়ার বিভিন্ন গঠনঃ

اسمُ الفَاعِل	المصدر	الْمُضَارِع	الْمَاضِي		
مُتَرْجِمٌ	تَرْجَمَةٌ	يُتَرْجِمُ	تَرْجَمَ	সে অনুবাদ করল	فَعْلَلَ
مبَعْثِرٌ	بَعْثَرَةٌ	يُبَعْثِرُ	بَعْثَرَ	সে ছড়িয়ে দিল	
مُهَرْوِلٌ	هَرْوَلَةٌ	يُهَرْوِلُ	هَرْوَلَ	সে দ্রুত হাটল	
مُوَسْوِسٌ	وَسْوَسَةٌ	يُوَسْوِسُ	وَسْوَسَ	কুমন্ত্রনা দেওয়া	
مُبَسْمِلٌ	بَسْمَلَةٌ	يُبَسْمِلُ	بَسْمَلَ	সে বিসমিল্লাহ বললো	
مُتَرَعْرِعٌ	تَرَعْرُعٌ	يُتَرَعْرَعُ	تَرَعْرَعَ	সে বেড়ে উঠল	تَفَعْلَلَ
مُتَمَضْمَضٌ	تَمَضْمُضٌ	يَتَمَضْمَضُ	تَمَضْمَضَ	সে কুলি করল	
مُطْمَئِنٌّ	إِطْمِئْنَانٌ	يَطْمَئِنُّ	إِطْمَأَنَّ	সে তৃপ্ত হল	إِفْعَلَلَّ
مُشْمَئِزٌّ	إِشْمِزَازٌ	يَشْمَئِزُّ	إِشْمَأَزَّ	ঘৃনা করা	
	إِفْرِنْقَاعٌ	يَفْرَنْقِعُ	اِفْرَنْقَعَ	ছড়িয়ে পড়া	إِفْعَنْلَلَ

২। ضَمِيْرُ الْفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম

আমরা যদি বলি" এই সেই লোক" তাহলে আরবিতে তা হবে هَذَا هُوَ الرَّجُلُ

এরাই সেই অপরাধীরা	هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُجْرِمُوْنَ
এই সেই গাড়িটি	هَذِهِ هِيَ السَّيَّارَةُ
খেলোয়াড়টি হল হামিদ	حَامِدٌ هُوَ الّاعِبُ
এবং তারাই যারা সফলকাম	و أولَئِكَ هُمُ المفْلِحُوْنَ
ওটাই হল বিরাট সফলতা	ذَلك هُو الْفوزُ العَظِيْمِ
তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন	إِنَّهُ **هُوَ** يُبْدِئُ وَيُعِيدُ
কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে।	مَنْ **هُوَ** فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল	أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
তারাই সত্যনিষ্ঠ	أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

কিছু ব্যাতিক্রমও আছে। যেমনঃ

সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই	ذَلكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيْهِ
ওটা বিরাট সফলতা	ذلك الفوز العظيم

৩। আংশিক কিছু করা

যদি একটা কিছু পুরোপুরি না করতে বলা হয় তাহলে مِنْ দিয়ে অংশ বোঝানো হয়। যেমনঃ

– كُلْ هَذَا এটা) পুরোটা (খাও কিন্তু كُلْ مِنْ هَذَا এটা থেকে (আংশিক) খাও

তুমি সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের একজন	انْتَ مِنْ احْسَنِ الطُّلَّابِ
এবং যা আমি তাদের রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে	وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ
এবং মানুষের মধ্যে কিছু যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি	و مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ امَنَّا بَاللهِ

৪। প্রশ্নবোধক أَ এর পূর্বে সংযোজন و বসে না

সঠিক	ভুল
أَ وَ جَاءَ المدِيرُ؟	وَ أَ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟

তবে و এর পরে هَلْ বসে। যেমনঃ وَ هَلْ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟

৫। প্রশ্নবোধক أ এর পরে الْ

প্রশ্নবোধক أَ এর পরে اَلْ থাকলে آ হয়।

শিক্ষকটি কি তোমাকে বলেছিল ?	آلْمُدَرِّسُ قَالَ لَكَ ؟
আজকি তাকে দেখেছিলে ?	آلْيَوْمَ رَاَيْتَهُ ؟
ছাত্রটি কি ভারত থেকে ?	آلطَّالِبُ مِنَ الْهِنْدِ؟

৬। অনেক আয়াত إِذْ দিয়ে শুরু হয়

সেক্ষেত্রে তা أُذْكُرُوْا এর মাফুলুন বিহি যা উহ্য থাকে। এক্ষেত্রে اِذْ অর্থ "স্মরন করা যখন"

এবং স্মরন কর যখন ইব্রাহিম বলল	وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيمُ
স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও	وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي

৭। مَا الْمَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে مَا বলতে “যতক্ষন পর্যন্ত (so long as)” বোঝায়। যেমনঃ

سَيَبْقَى الْإِسْلَامُ مَا بَقِيَ الْعَالَمُ	ইসলাম ততোদিন বাকী থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত পৃথিবী বাকী থাকবে
أَطِيْعُوْنِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ	আমাকে মান্য কর যতক্ষন পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরন করি।
إِجْلِسْ فِي هٰذَا الْكُرْسِيِّ مَا لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهُ	এই চেয়ারটিতে বস যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথী না আসে

অধ্যায়-২৭

১। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা

সাধারনত মুক্ত সর্বনামগুলো মারফু অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে এগুলো মানসুব হয়।

১) যদি ক্রিয়ার পূর্বে মাফুলুন বিহি হিসেবে বসে। যেমনঃ

نَعْبُدُكَ থেকে اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। [আমরা كَ نَعْبُدُ বলতে পারি না , কারন كَ হচ্ছে সংযুক্ত]

২) যখন মাসদার ফায়িল এবং সর্বনামটি তার কর্ম হয়। যেমনঃ

প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শনের অপেক্ষা করছি।	تَنْتَظِرُ زِيَارَةَ المدِيْرِ اِيَّانَا
আমাদের জন্য আজ প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন আমাদের জন্য আজ	زِيَارَةُ الْمُدِيْرِ إِيَّنَا اليَوْمَ

৩) যদি তা একটি সংযোগকারী অব্যয় এবং اِلَّا এরপরে আসে। যেমনঃ

وَهُ হবে না	رَاَيْتُكَ وَ إِيَّاهُ
وَ اَنْتَ হবে না	اِنِّي وَ إِيَّاكَ نَاجِحَانِ
তুমি তাকে ছাড়া কারও ইবাদাত করো না	لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ
কেবল তোমাকেই প্রশ্ন করেছিলাম	سَاَلْتُ اِلَّا اِيَّاكَ

৪) যদি তা সংযুক্ত সর্বনামের পরে আসে যা মানসুব হিসাবে আছে।

হেডমাষ্টারের ম্যাগাজিনটি কোথায় ?	اَيْنَ مَجَلَّةُ المدِيْرِ؟
সেটাতো তোমাকে দিয়েছিলাম	اَعْطَيْتُكَ وَ اِيَّاهُ / اَعْطَيْتُكَهُ
সেটাতো তাকে দিয়েছিলাম	اَعْطَيْتُهُ اِيَّاهَا

৫) كَانَ এর খবর সর্বনাম হলে তা যুক্ত বা মুক্ত উভয় অবস্থায় আসতে পারে। যেমন

أَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ قَاضِيًا؟	لاَ، مَا أُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَهُ / اَكُوْنَ اِيَّاهُ
তুমি কি চাও যে তুমি বিচারক হবে?	না আমি তা হতে চাই না

অধ্যায়-২৮

١۔ اَلْمَفْعُلُ الْمُطْلَقُ (পরম কর্ম)

বাক্যে ব্যবহৃত মাসদারটি যদি ঐ বাক্যেই ব্যবহৃত কোন ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভুত হয় তবে তাকে اَلْمَفْعُلُ الْمُطْلَقُ বলে। মাফুলুন মুতলাক মানসুব হয়। যেমনঃ যেমনঃ يَعْمَلُ عَمَلاً

বিলাল আমাকে একমারা মারছে।	ضَرَبَنِي بِلَالٌ ضَرْبًا
নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করেছি অনেক জুলুম	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا
আল্লাহর স্মরণ কর অধিক হারে	اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
আল্লাহ তোমাকে পরিপুর্ন সুস্থতা দিক	شَفَاكَ اللهُ شِفَاءً كَامِلًا
আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত	مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে	فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন।	وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
যে কোন (প্রানীর) প্রতিকৃতি আকবে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন	مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ
নিশ্চয়ই দ্বীন শুরু হয়েছিল অপরিচিতের ন্যায় আবার অপরিচিত হয়ে যাবে	إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا

মাফ্‌লুন মুতলাক সাধারনত নিচের চারটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১) জোর দেয়ার জন্য

আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন সরাসরি	وَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا
বিলাল আমাকে একমারা মারছে।	ضَرَبَنِي بِلَالٌ ضَرْبًا

২) সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করার জন্য –

বইটা প্রিন্ট করা হয়েছে দুইবার	طُبِعَ الكِتَابُ طَبْعَتَيْنِ
আমি ভুলে গিয়েছিলাম এবং একটা সিজদাহ দিয়েছিলাম	نَسِيْتُ وَ سَجَدْتُ سَجْدَةً وَحِدَةً

৩) ক্রিয়ার রুপকে সুনির্দিষ্ট করা –

সে মরলো শহিদি মরা	مَاتَ مَوْتَ الشُهَدَاءِ
লেখ) পরিস্কার (লেখা	أُكْتُبْ كِتَابَةً وَاضِحَةً

৪) ক্রিয়ার বদল হিসাবে –

যেমনঃ صَبْرًا মূলত اِصْبِرْ আবার شُكْرًا মূলত اَشْكُرُ

নিম্নের কিছু মাসদারকে ব্যকরনের দিক থেকে اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ হিসেবে ধরা হয়। যেমনঃ

ক- اَيَّ ، بَعْضَ ، كُلَّ (ইত্যাদি যখন মাসদারের মুদাফ হয় –

আমি তাকে পুরোপুরিভাবে চিনি	اَعْرِفُهُ كُلَّ مَعْرِفَةٍ
শিক্ষক আমাকে অল্পকিছু শাস্তি দিয়েছিলেন	اَخَذَنِي الْمُدِيْرُ بَعْضَ الْمُؤَاخَذَةِ
তুমি কী ঘুম ঘুমালে?	اَيَّ نَوْمٍ تَنَامُ؟

খ- তামিজ হিসাবে মাসদারের সাথে আগত নাম্বার

বইটি তিনবার মুদ্রিত হয়েছিল	طُبِعَ الكِتَابُ ثَلَاثَ طَبْعَاتٍ
তাদেরকে আশিটি চাবুক মার	فَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً

গ-মাসদারের নাত যেখানে মাসদারকেই তুলে দেয়া হয়েছে

فَهِمْتُ الدَّرْسَ فَهْمًا جَيِّدًا থেকে মাসদার فَهْمًا তুলে দিয়ে فَهِمْتُ الدَّرْسَ جَيِّدًا করা হয়েছে।

ঘ- اِسْمُ الْمَصْدَرِ (এমন শব্দ যা মাসদারের অর্থ বহন করে কিন্তু অক্ষর কিছু কমে যায়।

সে আমার সাথে রূঢ় কথা বলেছিল	كَلَّمَنِي كَلَامًا شَدِيْدًا

اِسْمُ المَصْدَرُ	الْمَصْدَرُ
كَلَامٌ	تَكْلِيْمٌ
قُبْلَةٌ	تَقْبِيْلٌ

ঙ- মাজিদ ক্রিয়ার মুজাররিদ মাসদার।

এখানে شِرَاءً হচ্ছে شَرَى এর মাসদার কিন্তু ব্যবহৃত ক্রিয়া اِشْتَرَيْتُ এর মাসদার اِشْتِرَاءٌ	اِشْتَرَيْتُ هٰذِهِ السَّيَّارَةَ شِرَاءً مُبَاشِرًا আমি এই গাড়িটি সরাসরি কিনেছি
এখানে حُبًّا হল اَحَبَّ এর মাসদার কিন্তু ক্রিয়া হল اَحَبَّ যার মাসদার اِحْبَابٌ	وَ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا এবং তোমরা ধন সম্পদকে প্রানভরে ভালোবাসো

চ- ভিন্নবাবের মাসদার

এখানে اِبْتِسَامًا হল اِبْتَسَمَ এর মাসদার।	تَبَسَّمْتُ اِبْتِسَامًا আমি এক হাসি হাসলাম
এখানে تَبْتِيْلًا হল بَتَّلَ এর মাসদার।	وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এবং তার দিকে রুজু হও পূর্ণ রুজুতে

ছ- ইসমূল ইশারা যখন মাসদারের মুবদাল হয়

এখানে هٰذَا হচ্ছে মাফুলুন মুতলাক।	اَ تَسْتَقْبِلُنِي هٰذَا الاِسْتِقْبَالَ؟ তুমি কি আমাকে এরকম অভ্যর্থনা জানালে?

জ- এমন সর্বনাম যা মাসদারকে নির্দেশ করে

এখানে هُ দ্বারা اِجْتِهَادًا কে নির্দেশ করা হয়েছে।	اِجْتَهَدْتُ اِجْتِهَادًا لَمْ يَجْتَهِدْهُ غَيْرِي আমি গবেষনা করেছিলাম এমন গবেষণা যে আমি ভিন্ন কেউ তার এমন গবেষনা করেনি

ঝ-মাসদারের প্রতিশব্দ

এখানে حَيَاةٌ হচ্ছে عِيْشَةٌ এর প্রতিশব্দ যার ক্রিয়া হল عَاشَ	عِشْتُ حَيَّاةً سَعِيْدَةً বেঁচেছিলাম রাজকীয় বাঁচায়

২। মাসদারের শ্রেণীবিভাগ

ক - اَلْمَصْدَرُ الْمَرَّةُ (এটা দ্বারা ক্রিয়া কতবার সংগঠিত হয়েছে তা প্রকাশ পায়।

আমি তাকে একবার পিটিয়েছিলাম আর সে আমাকে দুইবার পিটিয়েছে	ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً وَ ضَرَبَنِي ضَرْبَتَيْنِ
এই বইটি কয়েকবার প্রিন্ট হয়েছে	طُبِعَ هٰذَا الكِتَابُ طَبْعَاتٍ

মাজিদ ক্রিয়ার (দেখুন অধ্যায় ২১) মাসদারগুলোতে শেষে ة যোগ করা হয়। যেমনঃ تَكْبِرٌ থেকে تَكْبِيْرَةٌ

আমরা চারটি তাকবির দিয়েছিলাম মৃতের জন্য সালাতে	نُكَبِّرُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

খ - اَلْمَصْدَرُ الهَيْئَةُ (এটা আদব সংশ্লিষ্ট। যেমনঃ বসার আদব جِلْسَةٌ – হাঁটার আদব مِشْيَةٌ

মহিলাদের মত হেঁট না।	لَا تَمْشِ مِشْيَةَ النِسَاءِ

গ – اَلمِصْدَرُ الْمِيْمِي এটার গঠন হলঃ مَفْعِلٌ বা مَفْعَلَةٌ যেমনঃ مَمَاتٌ , مَعْرِفَةٌ , مَغْفِرَةٌ

মাজিদ ক্রিয়ায় এটি ইসমুল মাফুলের মত। যেমনঃ مُخْرَجٌ , مُمَزَّقٌ

এবং আমি তাদেরকে কাহিনি করেছিলাম এবং বিক্ষিপ্ত করেছিলাম পরিপুর্নরূপে	فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

অধ্যায়-২৯

১। اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ

এটা হল এমন একটা মাসদার যা কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে।

আমি বৃষ্টির ভয়ে বের হই নি	لَمْ اَخْرُجْ خوفًا مِنَ الْمَطَرِ
আমি উপস্থিত হয়েছি গ্রামারকে ভালবেসে	حَضَرْتُ حُبًّا لِلنَّحْوِ
তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
আকাশ পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে	كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ
আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে।	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

এই মাসদারটি মূলত মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে। এটা মানসুব। এটা মুদফও হতে পারে। যেমনঃ

এবং দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না	وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়।	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

২। هَلاَّ এর ব্যবহার

এটা ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এটা মুদরীতে কোন কাজের উৎসাহ দিতে আর মাদীতে কাজ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে বসে বা অনুমোদন না দিতে বসে।

তুমি কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করবে না! (অর্থাৎ অভিযোগ করা উচিত)	هَلاَّ تَشْكُوْهُ اِلَى الْمُدِيْرِ
তোমার কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করা উচিত ছিল না! (অর্থাৎ অভিযোগ করনি কেন)	هَلاَّ شَكَوْتَهُ اِلَى الْمُدِيْرِ

৩। بِئْسَ ও نِعْمَ এর ব্যবহার

প্রশংসার জন্য نِعْمَ এবং দোষারোপের জন্য بِئْسَ ব্যবহৃত হয়। এরা لَيْسَ এর মত অর্থাৎ এদের বর্তমান কাল নাই। এদের কেবল তৃতীয় পুরুষ হয়।

بِئْسَ	نِعْمَ	পুরুষ
بِئْسَتْ	نِعْمَتْ	স্ত্রী

কুরআনীয় উদাহরনঃ

আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা।	وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ
এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।	نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।	وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।	بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী।	لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ

৪। لاَ الْعَاطِفَةُ সংযোজক لاَ

জ্ঞানের প্রতি ভালবাসার জন্য পরীক্ষা ভয়ের জন্য নয়	رَغْبَةً فِي الْعِلْمِ، لاَ رَهْبَةً مِنَ الْاِمْتِحَانِ
বেলাল বের হয়েছে হামিদ নয়	خَرَجَ بِلاَلٌ، لاَ حَامِدٌ
প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস কর শিক্ষককে নয়	اِسْاَلِ الْمُدِيْرَ،لاَ الْمُدَرِّسَ
আপেলটি খাও কলাটা নয়	كُلِ التُّفَّاحَ، لاَ الْمَوْزَ

১। اَلتَّمْيِيْزُ নির্দিষ্টকরন

تَمِيْزٌ হল مَيَّزَ ক্রিয়ার মাসদার। অর্থ নির্দিষ্টকরন (specification) । ত্বমিজ হল এমন اِسْمٌ যা পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের নির্দেশিত অর্থ প্রকাশে সহায়ক হয়। যেমনঃ شَرِبْتُ لِتْرًا حَلِيْبًا আমি এক লিটার দুধ পান করেছি। এখানে কেবল شَرِبْتُ لِتْرًا বললে প্রশ্ন থেকে যায় কী এক লিটার পান করেছে ?ইসমটি তার উত্তর দেয়। অনুরুপভাবে, اِبْرَاهِيْمُ اَحْسَنُ مِنِّى خَطًّا ইব্রাহিম আমার চেয়ে হাতের লেখায় ভাল। ত্বমিজ মানসুব। তবে তার পূর্বে হারফ যার হলে বা সেটা মুদাফ ইলাইহি হলে মাজরুর হয়। যেমনঃ

আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرًا مِنْ حَلِيْبٍ
আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرَ حَلِيْبٍ

ত্বমিজের প্রকারভেদ

تَمْيِيْزُ الذَّاتِ পরিমাণসূচক ত্বমিজ	
আমি এগারোজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا
আমি এক মিটার সিল্ক কিনেছিলাম	اِشْتَرَيْتُ مِتْرًا حَرِيْرًا
আমাকে দুই লিটার দুধ দাও	اَعْطِنِيْ لِتْرَيْنِ حَلِيْبًا
আমার কাছে এক কিলোগ্রাম কমলা আছে	عِنْدِيْ كِيْلُوْغِرَامٌ بُرْتُقَالاً

দ্রষ্টব্যঃ পরিমান সুচক মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি যদি তমিজ হিসাবে আসে হয় তাহলে তমিজ সুচক শব্দটিকে আর মুদাফ ইলাইহি বলা যাবে না। যেমনঃ كَفُّ سُكَّرٍ একমুঠ চিনি। এখন এটা যদি ত্বমিজ হয় তাহলে كَفٌّ سُكَّرًا হবে।

আমার কাছে একমুষ্ঠি চিনি নিয়ে আসো	أَعْطِنِيْ مِلأَ كَفٍّ سُكَّرًا

تَمْيِيْزُ النِّسْبَةِ অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশক এই তমিজ সর্বদাই মানসুব।	
এই ছাত্রটি চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ هٰذَا الطَّالِبُ خُلُقًا
বেলালের চরিত্র ভালো।	حَسُنَ خُلُقُ بِلاَلٍ
বেলাল চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ بِلاَلٌ خُلُقًا

কিছু শব্দ তমিজ নিয়ে আসে। যেমনঃ

তোমার কয়জন বোন আছে ?	كَمْ بِنْتًا لَكَ؟	كَمْ
তোমার কাছে কি একটি ময়দার বস্তা আছে?	هَلْ عِنْدَكَ كِيْسٌ دَقِيْقًا؟	كِيْسٌ
যে অনু পরিমান ভালো করবে তা সে দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
আকাশে হাতের এক তালু পরিমান মেঘ নাই	مَا فِيْ السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا	قَدْرُ رَاحَةٍ

কুরআনীয় উদাহরণ

হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।	وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।	أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।	وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ

عَمَلًا	
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا	তাদেরকে বর্জন করুন যারা তাদের ধর্মকে ক্রিয়া তামাশা হিসেবে নিয়েছে
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا	ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম

২। فِعْلُ التَّعْجِبِ আশ্চর্যবোধক ক্রিয়া

!مَا اَجْمَلَ الْبَيْتَ	اَجْمِلْ بِا لْبَيْتِ
Format: مَا أَفْعَلَ	Format: اَفْعِلْ بِهِ

অধ্যায়-৩১

১। اَلحَالُ ক্রিয়ার অবস্থা (কাইফিয়্যাত)

ক্রিয়াকে কিভাবে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকেاَلحَالُ বলে। হাল মানসুব। যেমনঃ جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا এখানে رَاكِبًا হল اَلحَالُ এবং بِلَالٌ হল" সাহিব আল হাল "অর্থাৎ যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। اَلحَالُ দুই প্রকার। ক) الحَالُ الْمُفْرَدُ খ) اَلحَالُ الجُمْلَةُ

الحَالُ الْمُفْرَدُ	
বেলাল আরোহী অবস্থায় এসেছিল।	جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا
বাচ্চাটি কান্নারত অবস্থায় আমার কাছে আসল।	جَاءَ تْنِي الطِّفْلَةُ بَكِيَةً
আমি গোস্ত ঝলসানো পছন্দ করি।	أُحِبُّ اللَّحْمَ مَشْوِيًا

اَلحَالُ الجُمْلَةُ	
রেডিও থেকে কুরআন তিলোয়াত শোনা অবস্থায় বসেছিলাম	جَلَسْتُ اَسْتَمِعُ اِلَى تِلَاوَةَ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ مِنَ الْاِذَاعَةِ
আমার ভাই গ্রাজুয়েট করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছিলাম	اِلْتَحقْتُ بِالجَامِعَةِ وَ قَدْ تَخَرَّجَ اَخِي
আমি ছোট অবস্থায় কুরআন মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ الْقُرْاٰنَ وَ اَنَا صَغِيْرٌ
আহত ব্যক্তি রক্ত ঝরা অবস্থায় এসেছিল	جَاءَ الجَرِيْحُ دَمُهُ يَتَدَفَّقُ
বোনেরা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الْاَخَوَاتُ يَضْحَكْنَ
আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম যখন সূর্য ডুবছিল	دَخَلْتُ مَكَّةَ وَ الشَّمْسُ تَغْرُبُ
ছাত্ররা ফিরে এসেছিল ক্লান্ত অবস্থায়	رَجَعَ الطُّلَّابُ وَ هُمْ مُتْعَبُوْنَ

اَلحَالُ الجُمْلَةُ একটা শব্দ দ্বারা মুলবাক্যের সাথে যুক্ত হয় যাকে اَلرَّابِطُ বলে। এটা হয় ضَمِيْرٌ বা و দুটিই।

২। সাহিব আল হাল

"সাহিব আল হাল " যার হালত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো নিম্নের যে কোনটি হতে পারেঃ

লোকটি আমার সাথে হেসে কথা বলল।	كَلَّمَنِي الرَّجُلُ بَاسِمًا	ফায়িল
আযান পরিষ্কারভাবে শোনা গেছে।	يُسْمَعُ الْأَذَانُ وَاضِحًا	নায়িব আল ফায়িল
আমি মুরগিটি জবাই করা অবস্থায় কিনেছি।	اِشْتَرَيْتُ الدَّجَاجَةَ مَذْبُوْحَةً	মাফুলুন বিহি
বাচ্চাটি রুমে ঘুমন্ত আছে।	اَلطِّفْلُ فِي الْغُرْفَةِ نَائِمًا	মুবতাদা
এই অর্ধ চাঁদটি উদিত হচ্ছে।	هٰذَا الْهِلَالُ طَالِعًا	খবর

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সাহিব আল হাল অনির্দিষ্টও হতে পারে। যেমনঃ

ক- যখন তা মান'উত হয়,

একজন পরিশ্রমী ছাত্র অনুমতি নিয়ে আমার নিকট আসল।	جَاءَنِيْ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ مُسْتَأْذِنًا

খ- যদি তা অনির্দিষ্ট মুদফ হয়,

একজন শিক্ষকের ছেলে আমাকে রাগান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল।	سَأَلَنِيْ ابْنُ مُدَرِّسٍ غَاضِبًا

গ- যখন হাল সাহিব আল হালের আগে আসে,

একজন ছাত্র প্রশ্ন করতে করতে আমার কাছে এসেছিল	جَاءَنِي سَائِلاً طَالِبٌ

ঘ- যখন একটা নামপ্রধান বাক্য ওয়াও আল হাল দ্বারা যুক্ত হয়,

একটা বালক আমার কাছে এসেছিল যখন সে কাঁদছিল	جَاءَنِي وَلَدٌ وَهُوَ يَبْكِي

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও তা অনির্দিষ্ট হতে পারে। যেমন,

হামিদ বসে নামাজ পড়ছিল এবং কিছু লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিল	صَلَّى حَامِدٌ قَاعِدًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِيَامًا

হাল ও সাহিব আল হাল বচন ও লিঙ্গে মিল থাকবে।

ছাত্রটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطَّالِبُ ضَاحِكًا
ছাত্রদুটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطَّالِبَيْنِ ضَاحِكَيْنِ
ছাত্ররা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطُّلاَّبُ ضَاحِكِيْنَ
ছাত্রীটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الطَّالِبَةُ ضَاحِكَةً
ছাত্রীদুটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الطَّالِبَتَانِ ضَاحِكَتَيْنِ

৩। نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য

অনির্দিষ্ট إِسْمٌ এর পরে হলে نَعْتٌ আর নির্দিষ্ট إِسْمٌ এর পরে হলে حَالٌ

حَالٌ	نَعْتٌ
رَأَيْتُ الْوَلَدَ بَاكِيًا	رَأَيْتُ وَلَدًا بَاكِيًا
আমি বালকটিকে কান্নারত দেখেছিলাম	আমি একটি কান্নারত বালককে দেখেছিলাম
رَأَيْتُ وَلَدًا وَهُوَ يَبْكِيْ	رَأَيْتُ وَلَدًا يَبْكِيْ
আমি একটি বালককে দেখেছিলাম যখন সে কাঁদছিল	আমি দেখেছিলাম একটি বালক কাঁদছে
رَأَيْتُ بَاكِيًا وَلَدًا	
আমি একটি কান্নারত বালককে দেখেছিলাম	

কুরআনীয় উদাহরণ

আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়।	وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا
তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।	رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।	يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো	وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ
তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়।	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا

অধ্যায়-৩২

১। اَلْاِسْتِثْنَاءُ (ব্যতীত)

কোন কিছু ব্যতীত বোঝাতে اَلْاِسْتِثْنَاءُ ব্যবহৃত হয়। যেমন, نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلاُّهُمْ اِلاَّ خَالِدًا খালিদ ব্যতীত সকল ছাত্র পাস করেছিল। اَلْاِسْتِثْنَاءُ এর তিনটি অংশঃ

اَلْمُسْتَثْنَى	اَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ	اَلْمُسْتَثْنَى مِنْه
যা ব্যতীত যেমন, خَالِدًا	ব্যতীত করার উপাদান যেমন ,উপর্যুক্ত বাক্যে اِلاَّ । এছাড়াও , سَوَى , غَيْرَ , مَاعَدَ , مَاخَلاَএগুলোও ব্যতীত করার উপাদান।	যা থেকে বাদ গেছে যেমন, اَلطُّلاَّبُ

اَلْاِسْتِثْنَاءُ কয়েকভাবে হতে পারে,

<table>
<tr><td colspan="5">اَلْاِسْتِثْنَاءُ</td></tr>
<tr><td>مُفَرَّغٌ
(اَلْمُسْتَثْنَى مِنْه নাই)</td><td colspan="4">تَامٌّ
(اَلْمُسْتَثْنَى مِنْه আছে)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">এধরণের বাক্য সর্বদা
غَيْرُ مُوجَبٍ</td><td colspan="2">مُنْقَطِعٌ</td><td colspan="2">مُتَّصِلٌ</td></tr>
<tr><td colspan="2">اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ও اَلْمُسْتَثْنَى
উভয় ভিন্ন জাতীয়।</td><td colspan="2">اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ও اَلْمُسْتَثْنَى
উভয় একই জাতীয়।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বিভক্তি বাক্যের গঠন অনুযায়ী</td><td>غَيْرُ مُوجَبٍ</td><td>مُوْجَبٌ</td><td>غَيْرُ مُوجَبٍ
নাবোধক /প্রশ্নবোধক / নিষেধসূচক</td><td>مُوْجَبٌ
হ্যাঁবোধক</td></tr>
<tr><td>মানসুব</td><td>মানসুব</td><td>মানসুব / মুসিতাসনা মিনহু এর বিভক্তির ন্যায়</td><td>মানসুব</td></tr>
</table>

উদাহরণঃ

সকল ছাত্ররাই পাশ করেছে খলিদ ছাড়া	نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلاُّهُمْ اِلاَّ خَالِدً	تَامٌّ مُتَّصِلٌ مُوْجَبٌ
জানালাগুলো খুলো শেষেরটি বাদে	اِفْتَحِ النَّوَافِذَ اِلاَّ الْاَخِرَةَ	
আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন শিরক ছাড়া	يَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا اِلاَّ الشِّرْكَ	
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া।	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ	
ইব্রাহীম ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকেনি	مَا غَابَ الطُّلاَّبُ اِلاَّ اِبْرَاهِيْمَ/ اِبْرَاهِيْمُ	تَامٌّ مُتَّصِلٌ غَيْرُ مُوجَبٍ
নতুনটি বাদে কেউ যেন বের না হয়	لاَ يَخْرُجْ اَحَدٌ اِلاَّ الْجُدُدَ / الْجُدُدُ	
অলস ছাড়া কেউ কি ফেল করেছে ?	هَلْ يَرْسُبُ اَحَدٌ اِلاَّ الْكَسْلاَنَ؟ / الْكَسْلاَنُ	
আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়!	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই	لَا إِلَهَ الاَّ اللّٰهُ	
অতিথিরা পৌছেছিল তাদের লাগেজ ছাড়া	وَصَلَ الضُّيُوْفُ اِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ	تَامٌّ مُنْقَطِعٌ مُوْجَبٌ
প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে মৃত্যু ছাড়া	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ اِلاَّ الْمَوْتَ	
অতিথিরা কি পোছেছিল তাদের লাগেজ ছাড়া?	هَلْ وَصَلَ الضُّيُوْفُ اِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ	تَامٌّ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُوجَبٍ
কেউ তার মাল ছাড়া আসেনি	لاَ يَجِئْ اَحَدٌ اِلاَّ مَالَهُ	
হামিদ ছাড়া কেউ আসেনি	مَا جَاءَ اِلاَّ حَامِدٌ	مُفَرَّغٌ
হামিদকে ছাড়া আমি কাউকে দেখিনি	مَا رَاَيْتُ اِلاَّ حَامِدًا	
বেলাল ছাড়া কি কেউ ফেল করেছে	هَلْ رَسَبَ اِلاَّ بِلاَلٌ؟	
আমি বেলাল ছাড়া আর কাউকে খুঁজিনি	مَابَحَثْتُ اِلاَّ عَنْ خَالِدٍ	

২। غَيْرُ ও سِوَى এর পরবর্তী মুসতাসনা

غَيْر এর পরবর্তী মুসতাসনা মাজরুর হবে মুদাফ ইলাইহি হিসেবে। কিন্তু غَيْرُ বা غَيْرَ হওয়ার দুটি ক্ষেত্র আছে।

হ্যা বোধক বাক্যে غَيْرَ	نَجَحَ الطُّلَّابُ غَيْرَ حَامِدٍ
নাবোধক বাক্যে غَيْرُ বা غَيْرَ হতে পারে	مَا نَجَحَ غَيْرُ حَامِدٍ مَا سَأَلْتُ غَيْرَ حَامِدٍ

سِوَى এর বিভক্তি ঠিক غَيْرُ এর মত

৩। مَاخَلَا ও مَاعَدَا এর পরবর্তী মুসতাসনা

এই দুটি উপাদানের পরবর্তী মুসতাসনা মানসুব। যেমন,

اِخْتَبَرْتُ الطُّلَّابَ مَاعَدَا ثَلَاثَةً	তিনজন ছাত্র ব্যতিত সকলকে পরীক্ষা করেছিলাম

৪। اَلَا এর ব্যবহার

اَلَا অর্থ" সাবধান! সাধারণত মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। যেমন,

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُوْنَ	সাবধান !তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বোঝে না।
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ	শোন !নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটে

৫। خَبَرٌ كَانَ যখন সর্বনাম

كَانَ এর খবর সর্বনাম হলে তা যুক্ত বা মুক্ত উভয় অবস্থায় আসতে পারে। যেমন কেউ যদি প্রশ্ন করে أُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ قَاضِيًا؟ তার উত্তরে বলা যায় لاَ، مَا أُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَهُ / اَكُوْنَ اِيَّاهُ

অধ্যায়-৩৩

১। التَّوْكِيْدُ জোরদান

মন্ত্রী নিজে আমার সাথে কথা বলেছেন	حادَثَنِي الوَزِيْرُ نَفْسُهُ
আমি মন্ত্রীর নিজের সাথেই সাক্ষাত করেছি	قَابَلْتُ الوَزِرَ نَفْسَهُ
আমি খোদ মন্ত্রীর কাছেই লিখেছি	كَتَبْتُ إِلَى الوَزِرِ نَفْسِهِ
সকল ছাত্ররাই উপস্থিত ছিল।	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ
আমি বইটি পুরোটাই পরলাম	قَرَأْتُ الكِتَابَ كُلَّهُ
এবং তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
নিশ্চয়ই সকল আদেশ আল্লাহরই	إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
সব কাজ থেকেই সরে এসেছি	فَرَغْتُ مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا
দুই ভাইই পাস করেছে	نَجَحَ الأَخَوَانِ كِلَاهُمَا
আমরা দুটি মেষই জবেহ করেছি	ذَبَحْنَا الكَبْشَيْنِ كِلَيْهِمَا
অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয়েছে, হাজির হয়েছে	حَضَرَ حَضَرَ الغَائِبُ
না, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না	لا، لا أَخُونُ العَهْدَ
আমি কুমিরটি কুমিরটি দেখেছি	رَأَيْتُ التِّمْسَاحَ التِّمْسَاحَ
আমি তো কর্তব্য সম্পাদন করেছি	قُمْتُ أَنَا بِالوَاجِبِ
আপনার কাছে তো কেউ আসেনি	مَا جَاءَكَ أَنْتَ أَحَدٌ
ফরিদই বইটা পড়েছে	فَرِيْدٌ قَرَأَ هُوَ الْكِتَابَ

২। نُوْنُ التَّوْكِيْدِ জোর দেওয়ার নুন

মুদারি কিংবা আমরকে জোর দিতে نُوْنُ التَّوْكِيْدِ ব্যবহৃত হয়। এটা একটা নুন نْ বা দুইটি নুন نّ দ্বারা হতে পারে। তবে نّ ই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আল্লাহর শপথ আমি আমার দেশে ইসলামের প্রচার করব	وَاللّٰهِ لَأَنْشُرَنَّ الْإِسْلَامَ فِيْ بَلَدِيْ
এখান থেকে বের হও !	أُخْرُجَنَّ مِنْ هُنَا
এখান থেকে বের হও!	أُخْرُجَنْ مِنْ هُنَا
যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

মুদারিতে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

গ্রুপ-1 কর্তা পকেটে

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبَنَّ	يَكْتُبُ
تَكْتُبَنَّ	تَكْتُبُ
اَكْتُبَنَّ	اَكْتُبُ
نَكْتُبَنَّ	نَكْتُبُ

গ্রুপ-২: ن আসে ن যায়

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبَانِّ	يَكْتُبَانِ
تَكْتُبَانِّ	تَكْتُبَانِ
يَكْتُبُنَّ	يَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبُنَّ	تَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبِنَّ	تَكْتُبِيْنَ

গ্রুপ-৩: تُنَّ ও هُنَّ মাবনী

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبْنَانِّ	يَكْتُبْنَ
تَكْتُبْنَانِّ	تَكْتُبْنَ

আদেশে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

ن যুক্ত আমর	আমর
اُكْتُبَنَّ	اُكْتُبْ
اُكْتُبَانَّ	اُكْتُبَا
اُكْتُبُنَّ	اُكْتُبُوْا
اُكْتُبِنَّ	اُكْتُبِيْ
اُكْتُبْنَانِّ	اُكْتُبْنَ

জওয়াব আল কসম যদি মুদারি হয় তাহলে অবশ্যই ن যুক্ত হবে।

আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই কুরআন মুখস্ত করব	وَاللّٰهِ لَاَحْفَظَنَّ الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ

তবে এর কিছু শর্ত আছে। যেমন,

ক- জওয়াব আল কসম হ্যা বোধক বাক্য হতে হবে। নাবোধক হলে ن ও ل কোনটাই যুক্ত হবে না।

আল্লাহর কসম আমি বের হব না	وَاللّٰهِ لَا اَخْرُجُ

খ- ক্রিয়া ভবিষ্যতের হতে হবে। যদি বর্তমান কাল হয় তবে কেবল ل যোগ হবে। যেমন,

আল্লাহর কসম আমি তোমাকে অবশ্যই ভালোবাসি	وَاللّٰهِ لَاُحِبُّكَ
আল্লাহর কসম আমি তাকে অবশ্যই বন্ধু ভবি	وَاللّٰهِ لَاَظُنُّهٗ صَادِقًا

গ- ل ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকবে। অন্য কিছুর সাথে নয়। যেমন, وَاللّٰهِ لَاِلٰى مَكَّةَ اَذْهَبُ এক্ষেত্রে ل যুক্ত হয়েছে اِلٰى এর সাথে অনুরূপভাবে وَاللّٰهِ لَسَوْفَ اَذُوْرُكَ এখানে ل যুক্ত হয়েছে سَوْفَএর সাথে

তাছাড়াও اِمَّا এর পরেও মুদারিতে ن যুক্ত হয়। যেমন,

যদি তুমি মক্কা যাও আমি তোমার সাথে যাব।	اِمَّا تَذْهَبَنَّ اِلٰى مَكَّةَ اَذْهَبْ مَعَكَ

৩। بَلْ শব্দের ব্যবহার

بَلْ শব্দের অর্থ" বরং"। যখন بَلْ কোন বাক্যের প্রথমে আসে তখন তাকে حَرْفُ الْاِبْتِدَاءِ বলে। এটি সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক- পূর্বোক্ত বাক্যকে নাকচ করার জন্য। যেমন,

এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত ভেবো না বরং তারা জীবিত	وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ
আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছে।	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ
আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

খ- একটা বাক্যের অর্থকে পরবর্তী বাক্যে নিয়ে যাওয়া। যেমন,

ইব্রাহিম অলস, সে অসচেতনও বটে।	اِبْرَاهِيْمُ كَسْلاَنُ بَلْ هُوَ مُهْمِلٌ
তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়।	أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
বরং এটা মহান কোরআন	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কতৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ

অধ্যায়-৩৪

১। الْمَمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ দ্বিরূপী

কিছু শব্দ আছে যারা تَنْوِيْنٌ গ্রহন করে না এবং مَجْرُوْر অবস্থায় যের এর বদলে যবর গ্রহন করে। আরবীতে এদেরকে المِمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ বলে। যেমনঃ

এই বইটি হামজার	هٰذَا الْكِتَابُ لِحَمْزَةَ
হামিদ লন্ডনে গেল	حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى لَنْدَنَ
উসমানের কলমটি লাল	قَلَمُ عُثْمَانَ أَحْمَرُ

এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

এই আলিফ দুই প্রকার। ক (আলিফ মাকসুরাঃ مَرْضَى، دُنْيَا، حُبْلَى، هَدَايَا، فَتَاوَى কিন্তু যে আলিফ তৃতীয় অক্ষর সেগুলো দ্বিত্ব নয়। যেমন عَصًا، , رَحًى، فَتًى খ (আলিফ মামদুদাঃ যেমন حَمْرَاءُ، صَحْرَاءُ، فُقَرَاءُ، اَصْدِقَاءُ , কিন্তু اَفْعَالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব হবে না। যেমন اَنْحَاءُ، اَلْآءُ، اَبْنَاءُ , اَسْمَاءٌ،	শেষে اَلِفُ التَّانِيْثِ (স্ত্রীবাচক আলিফ)
حَدَائِقُ، اَسَاوِرُ، مَدَارِسُ، مَسَاجِدُ، مَنَادِيْلُ، فَنَادِقُ، اَنَامِلُ، سَلَاسِلُ কিন্তু مَفَاعِلَةٌ গঠন দ্বিত্ব নয়। যেমন دَكَاتِرَةٌ، تَلَامِذَةٌ , এমনকি এই প্যাটার্নের একবচনও দ্বিত্ব নয়। যেমন سَرَاوِيْلُ، طَبَاشِيْرُ، بَطَاطِسُ، طَمَاطِمُ ,ইত্যাদি।	مَفَاعِلُবা مَفَاعِيْلُ গঠনের বহুবচন।
اٰمِنَةُ، زَيْنَبُ، حَمْزَةُ কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব উভয়ই হতে পারে। যদিও ত্রিত্ব হিসেবে ব্যবহারই উত্তম। যেমন رِيْمٌ، دَعْدٌ، هِنْدٌ ,	স্ত্রীবাচক নামঃ
بَاكِسْتَانُ، وِلْيَامُ، اِبْرَاهِيْمُ ইত্যাদি। কিন্তু যেসকল নাম তিন	আযমী নামঃ

অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন তারা ত্রিত্ব। যেমন , شِيْث، نُوْحٌ، لُوْطٌ، جُرْجٌ কিন্তু নারীবাচক হলে আবার দ্বিত্ব। যেমন مُوْشُ، نِبْسُ، حِمْصُ، بَلْخُ ,	
هُبَلُ، زُحَلُ، زُفَرُ، عُمَرُ	পুরুষবাচক আরবী নাম যা فُعَلُ গঠনের।
عُثْمَانُ، شَعْبَنُ، مَرْوَانُ، رَمْضَانُ কিন্তু فَعَّالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব নয়। যেমন حَسَّانٌ ,	যদি শেষে একটি অতিরিক্ত আলিফ ও নুন থাকে।
যেমন, اَحْمَدُ،اَجْمَلُ যা اَذْهَبُ এর মত বা يَزِيْدُ যা يَبِيْعُ এর মত।	যদি ক্রিয়ার গঠনের মত হয়।
حَضْرَمَوْتُ، مَعْدِيْكَرِبُ	যদি দুটি اِسْمٌ জোড়া দিয়ে হয়।
اَحْمَرُ (حَمْرَاءُ) ، اَكْبَرُ (كُبْرَى) কিন্তু اَرْمَلٌ দ্বিত্ব নয় কারণ তার স্ত্রীবাচক اَرْمَلَةٌ	اَفْعَلٌ গঠনের বিশেষণ যা ة যোগে স্ত্রীবাচক হয় না।
مَلْآنُ، عَطْشَانُ، شَبْعَانُ، جَوْعَانُ	فَعْلاَنُ গঠনের বিশেষণ
مَثْلَثُ، مَثْنٰى، رُبَاعُ، ثُلاَثُ	যে নাম্বারগুলো فُعَالُ বা مَفْعَلُ গঠনের।
أُخَرُ যা أُخْرَى শব্দের বহুবচন।	

২। শব্দের শুরুতে, শেষে এবং শেষে আলিফ এর রুপ

শব্দের শুরুতে ও মধ্যে আলিফ সর্বদা ৷ রুপেই বসে। তবে শেষে বসার ক্ষেত্রে ইসম, ফেল ও হারফের নিজ নিজ নিয়ম আছে। শব্দের শেষের প্রকাশ্য আলিফ মুলত و কিংবা ي

ইসমের ক্ষেত্রেঃ		
মাবনী	মু'রাব	
	তিন অক্ষরের ইসম	তিনোর্ধ অক্ষরের ইসম
মাবনী ইসমের ক্ষেত্রে أُلَى ، أَنَّى ، مَتَى ، لَدَى، أُوْلَى	و থেকে উদ্ভুত হলে ৷ যেমনঃ عصَا	শেষে আলিফের পুর্বে ي হলে ৷ হবে যেমনঃ دُنْيَا আর না হলে ى

এই পাঁচটি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে । লেখা হয়। যেমনঃ أَنَا، هٰذا ।	এবং ي থেকে উদ্ভুত হলে ى যেমনঃ هُدًى	হবে। যেমনঃ مُشْتَشْفَى । তবে নামবাচক বিশেষ্যে আলিফের পুর্বে ي হলেও ى হবে। পক্ষান্তরে অনারব নামে সর্বদা । হবে যেমনঃ فَرَنْسَا ، أَمْرِيكَا তবে مُوسَى ، عِيْسَى، بُخْرَى كَسْرَى ব্যতিক্রম।

ফে'লের ক্ষেত্রে	
তিন অক্ষরের ফে'ল	তিনোর্ধ অক্ষরের ফে'ল
আলিফটি و থেকে উদ্ভুত হলে । আর ي থেকে উদ্ভুত হলে ى যেমনঃ دَعَا عَفَا، مَشَى মনে রাখার জন্য, শব্দের মধ্যে و বা ء থাকলে শেষে ى হয় যেমনঃ جَوَى، وَقَى، شَأَى، بَأَى	তিনোর্ধ অক্ষরের ক্ষেত্রে শেষ আলিফের পুর্বে ي হলে । হবে যেমনঃ أَحْيَا আর না হলে ى হবে। যেমনঃ اِنْتَهَى

হারফের ক্ষেত্রে
إِلَى، عَلَى، حَتَّى، بَلَى এই চারটি ব্যতিত সকল হারফে । হবে। যেমনঃ لَا، أَلَّا، كَلَّا، عَدَا

আলিফ মাকসুরা ى এর পরে মানসুব বা মাজরুর অবস্থায় ضَمِيْرٌ আসলে তা ' । ' হয়ে যায়।

আমি তার অর্থ জানি না	لَا أَدْرِي مَعْنَاهُ	مَعْنَى + هُ = مَعْنَاهُ
সে সেটা ইস্ত্রী করল	كَوَاهُ	كَوَى + هُ = كَوَاهُ
বুখারি তা বর্ননা করল	رَوَاهُ الْبُخَارِي	رَوَى + هُ = رَوَاهُ

৩। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে ء এর চেয়ার

ব্যতিক্রম	নিয়ম	ء এর অবস্থান
	শব্দের শুরুতে ء সর্বদা আলিফকে চেয়ার হিসেবে গ্রহন করে। যেমনঃ إ ، أ	শব্দের শুরুতে
	১) ِء এর পুর্বে যাই থাকুক না কেন তার চেয়ার হবে ي যেমনঃ سُئِلَ	শব্দের মধ্যে
يْ এবং وْ	২) ءُ এর পুর্বে যাই থাকুক না কেন তার চেয়ার হবে و যেমনঃ خَلطَاؤُهُ ، تَلْؤُمُ ، رُؤُسٌ ، لَؤُمٌ	
يْ এবং وْ	৩) ءَ এর পুর্বে, যবর/সাকিন হলে ا , যের হলে ي, পেশ হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ فُؤَادٌ ، سَيِّئَةٌ ، تَسْأَلُوْنَ ، رَأَيْتَ	
	৪) ءْ এর পুর্বে, যবর হলে ا, যের হলে ي, পেশ হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ مُؤْمِنٌ ، بِئْسَ ، رَأْسٌ	
	৫) ءَ / ءُ এর পুর্বে يْ হলে তার চেয়ার হবে ي যেমনঃ مَجِيْئُهَا ، مَلِيْئَةٌ আর পুর্বে أ ، وْ ، وّ হলে চেয়ার ছাড়া। যেমনঃ يَتَسَاءَلُ ، تَوْءَمٌ ، بَوَّءَهُمْ ، يَسُوْءُهُمْ ، متبوَّءُهُمْ	
	১) যবর এর পরে হলে ا, যের এর পরে হলে ي, পেশ এর পরে হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ جُرُؤٌ ، شَاطِئٌ ، قَرَأَ	শব্দের শেষে
	২) সুকুন এর পরে আসলে চেয়ার ছাড়া। যেমনঃ سَمَاءٌ ، شَيْءٌ ، مَاءٌ	